সাপ্তাহিক
weeklybangladeshusa.com
পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH
Weekly Bangladesh || New York, Vol. 29 • Issue 08 • Thursday, 30 July 2026 • ১৫ শ্রাবণ ১৪৩৩, ১৬ সফর ১৪৪৮

আরো পাঁচ দেশের বাংলাদেশি প্রবাসীরা পাবেন এনআইডি সেবা

ঢাকা : বিশ্বের আরো পাঁচ দেশের প্রবাসী বাংলাদেশিরা ভোটার নিবন্ধনের আওতায় আসছেন। *(বাকি অংশ ৩৫ পাতায়)*

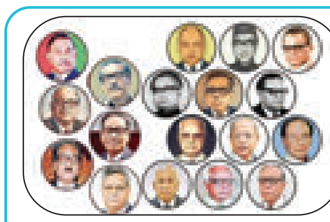

৫৫ বছরে ২২ প্রেসিডেন্ট

ঢাকা : স্বাধীনতা পরবর্তী ৫৫ বছরে দেশের প্রেসিডেন্ট পদে ২২ বার পরিবর্তন হয়েছে। একেক জনের বিদায় হয়েছে *(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)*

বেকারত্বের অভিশাপ : উন্নত জীবিকার খোঁজে

প্রতি বছর বাংলাদেশ ছাড়ছেন লাখো তরুণ

ঢাকা : ক্রমবর্ধমান বেকারত্বের অভিশাপে উন্নতি জীবিকার অন্বেষণে প্রতিবছর লাখো বাংলাদেশি তরুণ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পাড়ি জমান। তাদের এই অনিশ্চিত যাত্রায় পথিমধ্যে প্রাণ হারায় অনেকেই। বিশেষ করে ইউরোপ যাত্রা পথে বিগত এক দশকে হাজার হাজার বাংলাদেশি তরুণের সলিল সমাধি ঘটেছে ভূমধ্য সাগরে। দেশে গণ অভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে এই অবস্থার কোন পরিবর্তন না ঘটায় তরুণরা হতাশ। এসব তরুণদের গন্তব্য বিশেষ করে মালয়েশিয়া, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই), কাতার, ওমান, কুয়েত, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া, ইতালি, গ্রিস, লিবিয়া হয়ে ইউরোপগামী বিভিন্ন রুটসহ *(বাকি অংশ ২২ পাতায়)*

গ্রিন কার্ডধারীর স্বামী-স্ত্রীর আবেদনে নতুন সুযোগ

বাংলাদেশ ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত গ্রিন কার্ডধারীদের জন্য আগস্ট মাসে এসেছে গুরুত্বপূর্ণ সুখবর। বিশেষ করে যাদের স্বামী বা স্ত্রী যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছেন এবং গ্রিন কার্ডের জন্য অপেক্ষায় আছেন, তাদের অনেকের জন্য *(বাকি অংশ ৩৩ পাতায়)*

হবিগঞ্জে এনসিপি নেতা-কর্মীদের ওপর বিএনপির হামলা

হবিগঞ্জ : হবিগঞ্জে জাতীয় নাগরিক পার্টি- এনসিপি নেতাকর্মীদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। গত ২৮ জুলাই শহরের থানা এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। হামলায় এনসিপি'র মুখ্য সমন্বয়ক নাসী-রুদ্দীন পাটওয়ারী, উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলমসহ বেশ কয়েকজন *(বাকি অংশ ২০ পাতায়)*

যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবন্দরে বাড়ছে আইসের অভিযান

বাংলাদেশ ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিমানবন্দরে অভিবাসন কর্তৃপক্ষ আইসের (ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট) অভিযান উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। অভিবাসন আইনজীবীরা বলছেন, সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে দেশজুড়ে একের পর এক বিমানবন্দরে যাত্রীদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। এতে *(বাকি অংশ ২১ পাতায়)*

নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন : আলোচনায় ড. ইউনূস!

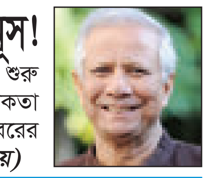

ঢাকা : রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের পদত্যাগের পর শূন্য হওয়া বঙ্গভবনের পরবর্তী অভিভাবক কে হচ্ছেনড়তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে তীব্র আলোচনা শুরু হয়েছে। সংবিধানের বাধ্যবাধকতা অনুযায়ী, আগামী ২৪ অক্টোবরের মধ্যে *(বাকি অংশ ২২ পাতায়)*

QUEENS SOCIAL ADULT DAY CARE CENTER INC.
OUR PERSONAL CARE PLAN
- Bangla, Urdu, Hindi, Arabic
- Fields Trips (Pick-up & Drop-off)
- Halal Breakfast & Lunch
- Diabetes Prevention Program
- Help to apply for Medicaid/Food Stamp
- ESL & Computer Class
Mahfuzul Haque
President & CEO
আমরা বাংলায় কথা বলি
148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435
Open 7 Days 9am-9pm
Phone: 718-647-4444, 646-591-6782
Fax: 347-694-8854 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

1st Aide Home Care
1st AIDE HOME CARE INC
OUR GROUP OF COMPANIES
IDENTO GO
IdentoGO by IDEMIA
JAMAICA SOCIAL ADULT DAY CARE
JAMAICA
ASTORIA SOCIAL ADULT DAY CARE
Astoria Social Adult Day Care
BUFFALO SENIOR COMMUNITY CENTER
BUFFALO

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৮৯+
917-396-4140, 917-592-7828
ARC
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

FRESH FRESH FRESH FRESH
MADE WITH ONLY FRESH MILK
PACKED FRESH
VACUUM SEALED
REACHES YOU
VERY FRESH
FRESH FRESH FRESH FRESH
Red Cow
FULL CREAM MILK POWDER

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
• TAX Liens • Charge Offs • Inquiries • Collections
• Garnishment • Bankruptcy • Late Payments
Call us: 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant

ALL COUNTY
হোম কেয়ার
NYS Licensed Home Care Agency
সকল সার্ভিস একই অফিসে
718-587-2266
■ LHSCA
■ PCA Training
■ Day Care
◈ JAMAICA
◈ JACKSON HEIGHTS
◈ BROOKLYN
◈ BRONX
◈ LONG ISLAND

নিউইয়র্ক ও লংআইল্যান্ডে স্টেটের অনুদানে বাসায়
অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগাতে চান?
সম্মানিত বাড়ির মালিকগণ
আমরা নিউইয়র্ক স্টেটের
বিশেষ অনুদানে
(৭০% পর্যন্ত)
আপনার বাড়িতে অত্যাধুনিক
হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন
লাগিয়ে দিতে চাই
Gree Mechanical Yonkers
GREE MECHANICAL YONKERS
914-222-9477, 914-989-0089
1900 Central Park Ave, Yonkers NY 10710
তোফায়েল চৌধুরী

GOLDEN AGE HOME CARE
GOLDEN AGE
HOME CARE
আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE
সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান
PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে,
আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল
করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো
Please Contact
Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.
Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com
Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903
JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115
BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834
HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115
BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115
Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

TEL. - (718) 953-7351
FAX - (718) 953-4968
uticapharmacy@yahoo.com

UTICA PHARMACY

285-287 UTICA AVENUE
(Near Eastern Parkway Next to Dunkin' Donuts)
BROOKLYN, NY 11213

"Serving the community for over 18 years"
We are not affiliated with any other pharmacy

SYED A. MUZAFFAR, M.S.
REGISTERED PHARMACIST

IRENE SALEH, PHARM.D.
REGISTERED PHARMACIST

GEHI & ASSOCIATES

Attorneys and Counselors at Law

জ্যাকসন হাইটস অফিস : 74-09 37th Ave. Suite: 205, Jackson Heights, NY-11372
Tel: 718-263-5999

Naresh Gehi, Esq.

আমরা বাংলায় কথা বলি

Asif Mortuza

ফ্রি কনসালটেশন

তুলনামূলকভাবে কম ফি
সন্ধ্যা এবং সপ্তাহান্তে
এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

ইমিগ্রেশন

* পলিটিক্যাল এসাইলাম * ডিপোর্টেশন * কনস্যুলার প্রসেসিং * ফ্রড ওয়েভার * ফিয়ানসে ভিসা * বেটারড স্পাউজ * ম্যারিজ বেইজড ইমিগ্রেশন * ইমিগ্রেশন বন্ড এবং ডিটেনশন * এমপ্লয়মেন্ট বেইজড ইমিগ্রেশন * সিটিজেনশিপ * চাইল্ড কাস্টডি * চাইল্ড সাপোর্ট

ব্যাংক্র্যাপসি

* ঋণ নিয়ে সমস্যায় পড়া ক্লায়েন্টদের অনেক ক্ষেত্রে ঋণদাতাদের কোনো অর্থ পরিশোধ না করেই আমরা তাদেরকে সমস্যা থেকে বের করে এনেছি।
* ব্যাংক্রাপসি ফাইল করে আপনার ঋণভার থেকে মুক্ত হোন
* ক্রেডিট কার্ড সংক্রান্ত সমস্যা
* কর্মক্ষেত্রে মজুরি ও ঘন্টার দাবী

পূর্বের ফলাফল ভবিষ্যৎ ফলাফলের নিশ্চয়তা নয়।

Call :
718-263-5999

* আপনি কি গ্রীন কার্ডের জন্য আবেদন করতে চান?
* আপনি কি ডিপোর্টেশন প্রক্রিয়ার মধ্যে আছেন?
* আপনি কি ক্রেডিট কার্ড নিয়ে ঝামেলায় পড়েছেন?
* আপনি কি আপনার ঋণ পরিশোধে অসমর্থ?
* আপনার ব্যাংক একাউন্ট নিয়ে কি সমস্যা হয়েছে?
* ঋণদাতারা কি আপনাকে হয়রানি করছে?

E-Mail: info@gehilaw.com
web : www.gehilaw.com

74-09 37th Ave. Suite: 205, Jackson Heights, NY-11372, Tel: 718-263-5999
173-29 Jamaica Ave, Jamaica, NY 11432, Tel : 718-764-6911
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY 11417 Tel: 718-577-0711

IZNA MEDICAL CARE PC

মেডিকেল অফিস

ডাঃ ইশতিয়াক হোসেন এম, ডি
ফ্যামেলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ, বোর্ড সার্টিফাইড
ATTENDING PHYSICIAN, NORTHWELL HEALTH

আমাদের সেবা সমূহ ঃ

- শারীরিক চেক আপ
- শিশু রোগ চিকিৎসা
- সর্দি, জ্বর, ফ্লু চিকিৎসা
- স্কুল ও জব ফিজিক্যাল
- দুশ্চিন্তা ও বিষণ্ণতার চিকিৎসা

- উচ্চ রক্ত চাপ
- ডায়াবেটিস
- হাই কোলেস্টেরল
- অ্যাজমা
- ল্যাব ও ভ্যাকসিন

অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুন
718-880-2186
সোমবার থেকে শুক্রবার: সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৭টা।
শনিবার: সকাল ১০টা থেকে দুপুর ৩টা।

388 Hillside Avenue, New Hyde Park, NY 11040 | 87-02, 167th Street, Jamaica NY 11432
Email: iznamedicalcareepc@gmail.com

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
WEEKLY BANGLADESH

Dr. Mohammed Wazed A. Khan
President & Editor

Anwar Hossain Manju
Advisor, Editorial Board

Published by News Bangladesh Inc.

Vice-President
Mohammed Dinaj Khan
Florida Office
1610 NW 3rd Street,
Deerfield Beach, Fl. 33442

Corporate Office
86-47 164th Street, # BH
Jamaica, NY 11432,
Tel: 718-523-6299, 917-304-3912
weeklybangladesh@yahoo.com

WEEKLY BANGLADESH
86-47 164th Street, # BH, Jamaica, NY 11432
Phone:718-523-6299, 917-304-3912
Fax: 718-206-2579, E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com

Jackson Heights Office
37-55 72 Street, Jackson Heights,
NY-11372, Tel : 646-645-6904

সম্পাদকীয়

সরকারি প্রতিষ্ঠানে দলীয় নিয়োগ উদ্বেগজনক

বিএনপি সরকার অতি সম্প্রতি ১১টি সরকারি প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ পদে এবং নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের অতিরিক্ত সচিব পদে ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দিয়েছে। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকাকালে নিয়ে বিএনপিসহ বিরোধী দলগুলো প্রশাসনকে দলীয়করণ করা হয়েছে বলে যে অভিযোগ করেছে, এখন তারাই ক্ষমতায় এসে একই কাজ করার মধ্য দিয়ে প্রমাণ করেছে যে, তারা দেশ পরিচালনার সূচনাতেই নিজেদের পায়ে কুঠারাঘাত করতে শুরু করেছে। প্রায় সকল মহল থেকে সরকারের এই সিদ্ধান্তকে উদ্বেগজনক বলে সমালোচনা করা হচ্ছে। রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের পুনর্বাসনের জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে বেছে নেওয়া ঠিক হয়নি। এটি সরকারের জন্য আত্মঘাতী বলে প্রমাণিত হতে পারে বলে আশঙ্কা ব্যক্ত অহেতুক সাধারণ মানুষের মাঝে অশুভ বার্তা ণের ঝুঁকি তৈরি করায় এ ধরনের নিয়োগ 'উদ্বেগজনক'। এ রকম সিদ্ধান্ত সরকারি দল বিএনপির জন্য 'আত্মঘাতী' হতে পারে, এমন আশঙ্কার কথাও বলেছেন তাঁরা। বিএনপির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, বিগত সরকারের সময়ে আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রাখা এসব নেতাদের অনেকেই ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলের মনোনয়ন প্রত্যাশী ছিলেন। কেউ মনোনয়ন পাননি, কাউকে দলের সিদ্ধান্তে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াতে হয়েছিল। এখন তাঁদের এভাবে মূল্যায়ন করা হলো। সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮-এর ৪৯ ধারা সরকারকে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের ক্ষমতা দিয়েছে। তাই এ নিয়োগগুলোকে বেআইনি বলার সুযোগ নেই। কিন্তু আইনের এই বিধান মূলত ব্যতিক্রমী পরিস্থিতির জন্য। কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, ব্যতিক্রমই এখন নিয়মে পরিণত হয়েছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইনই শেষ কথা নয়। নৈতিকতা, সুশাসন এবং স্বার্থের সংঘাত এড়ানোর বিষয়টিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। যদি এমন ধারণা তৈরি হয় যে রাজনৈতিক আনুগত্য রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পাওয়ার অন্যতম যোগ্যতা, তাহলে দীর্ঘ মেয়াদে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি জনগণের আস্থা নষ্ট হবে। এ নিয়োগগুলো নিয়ে প্রশাসনে অস্বস্তি তৈরির বিষয়টি গণমাধ্যমে আলোচিত হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও বিভিন্ন ক্যাডারের কর্মকর্তারা নাম প্রকাশ না করে জানিয়েছেন, চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের সংখ্যা বাড়ায় পদোন্নতির স্বাভাবিক ধারাবাহিকতা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে বলে অনেকে মনে করছেন। এ ধরনের নিয়োগ প্রসঙ্গে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলদেশের নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান বলেছেন, একসঙ্গে এতগুলো সরকারি প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন পদে দলীয় ব্যক্তিদের নিয়োগ উদ্বেগজনক। সরকার শুরু থেকেই যদি দলীয় নিয়োগে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে তাহলে প্রশাসন ও সমাজের সকল ক্ষেত্রে দলীয় ক্ষমতার একচ্ছত্র আধিপত্যের সংস্কৃতি অনুসরণ করা ছাড়া ভিন্ন কিছু হবে না। এসবের মাধ্যমে সরকার পরিষ্কারভাবে যে বার্তা দিচ্ছে, তা হলো এবার আমাদের পালা। আলোচিত এই নিয়োগগুলোকে কেন্দ্র করে এরই মধ্যে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। নিয়োগগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি আলোচিত হয়েছে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের অতিরিক্ত সচিব হিসেবে একজনের নিয়োগ, যিনি উপসচিব হিসেবে অবসরে গিয়েছিলেন। তিনি গত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে বিএনপির সংসদীয় আসন পুনর্বিন্যাস-সংক্রান্ত কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন; তাঁকেই নির্বাচন কমিশনের অতিরিক্ত সচিব হিসেবে এক বছরের চুক্তিতে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। নির্বাচন কমিশন একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। সংবিধান অনুয়ায়ী নির্বাচন কমিশন দায়িত্বপালনে স্বাধীন থাকবে এবং শুধু সংবিধান ও আইনের প্রতি দায়বদ্ধ থাকবে। স্বাধীনতার এ ধারণা এবং কমিশনের ওপর জন-আস্থাই বাংলাদেশের গোটা নির্বাচনী ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। জনগণ যদি মনে করেন, কমিশনের প্রশাসনিক নেতৃত্ব রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত, তাহলে কমিশনের প্রতি আস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে। প্রশাসনকে দলীয়করণের চেষ্টা পরিহার করে বিএনপি সরকার যদি উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য তাদের নির্বাচনী ইশতেহারের মধ্যে থেকে কাজ করে তাহলেই বোঝা যাবে যে তারা দেশের বৃহত্তর স্বার্থে কাজ করছে। সরকারের সামনে আওয়ামী লীগ সরকারের অতীত রয়েছে, অতএব সমঝে চলা ভালো।

নামাজের সময়সূচি

৩০ জুলাই-০৫ আগস্ট ২০২৬ — ১৬-২২ সফর ১৪৪৮

তারিখ	ফজর	সূর্যোদয়	জোহর	আছর	মাগরিব	এশা
৩০ জুলাই	৪.২১	৫.৫১	০১.০২	৫.৫৮	৮.১৩	৯.৪৩
৩১ জুলাই	৪.২২	৫.৫২	০১.০২	৫.৫৭	৮.১২	৯.৪২
০১ আগস্ট	৪.২৪	৫.৫৩	০১.০২	৫.৫৭	৮.১১	৯.৪০
০২ আগস্ট	৪.২৫	৫.৫৪	০১.০২	৫.৫৭	৮.১০	৯.৩৯
০৩ আগস্ট	৪.২৬	৫.৫৫	০১.০২	৫.৫৬	৮.০৯	৯.৩৭
০৪ আগস্ট	৪.২৮	৫.৫৫	০১.০২	৫.৫৬	৮.০৮	৯.৩৬
০৫ আগস্ট	৪.২৯	৫.৫৬	০১.০২	৫.৫৬	৮.০৭	৯.৩৪

উপসম্পাদকীয়

মেগা বিলাস যখন লুটপাটের হাতিয়ার

মহিউদ্দিন আহমদ

সকালে ঘুম থেকে জেগে প্রথমেই খবরের কাগজ পড়ার অভ্যাস শৈশব থেকে। ইন্টারনেটের কল্যাণে অনেক কাগজ পড়া হয়। তো গত শুক্রবারের যুগান্তর ঘাঁটতে গিয়ে প্রথম পাতায় চোখ আটকে গেল। আমরা জানি, এ দেশটা চোর-বাটপাড়ে ভরা। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র এসব বুলি সিন্দুকে পুরে সবাই ছুটছে চোরতন্ত্রের দিকে। যাদের চুরি আর চোর ধরার কথা, তারাই চুরি করে বেশি, তারাই বড় চোর। কথায় বলে-বেড়ায় খেত খায়। এখন তো এ কথা অবলীলায় বলা যায়, নির্বাচন এলে আমরা আমাদের এলাকায় প্রতিদ্বন্দ্বী পাঁচটা চোরের মধ্যে একটাকে বেছে নিই। আমরা ভোট দিয়ে কতগুলো চোরকে ক্ষমতার চেয়ারে বসাই। ক্ষমতা হাতে পেয়ে তারা চুরি করে আরও বেশি। চোরতন্ত্র যত প্রসার পায়, চোরের সংখ্যা ততই বাড়তে থাকে, অনেকটা জ্যামিতিক হারে। বড়োসড়ো দুটি চুরির ঘটনা তুলে এনেছে শুক্রবারের পত্রিকাটি। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের থার্ড টার্মিনাল প্রকল্পে ভয়াবহ আর্থিক অনিয়ম নিয়ে একটা অনুসন্ধানী প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে। জানা গেছে, প্রয়োজনীয় অনুমোদন ছাড়াই ব্যয় করা হয়েছে প্রায় ৩ হাজার ২০০ কোটি টাকা। ৫০০ টাকার চারা গাছ কেনা হয়েছে লাখ টাকায়। আংশিক উদ্বোধনের ফিতা কাটতে খরচ দেখানো হয়েছে ৪৪ কোটি টাকা। সেখানে আগে থেকেই একটি জলাশয় ছিল। সেটিকে নতুন পুকুর খনন দেখিয়ে লোপাট করা হয়েছে ১০ কোটি টাকা। নির্মাণকাজ দ্রুত শেষ করার অজুহাত তুলে বাড়তি খরচ দেখানো হয়েছে ২১৭ কোটি টাকা। প্রকল্পের কাজ অনেক সময় পরিমার্জন করা হয়। একটি পানির কল বা বৈদ্যুতিক সুইচ বদলে হয়তো লাগানো হয় আরেকটি। এসব পরিবর্তন করার নামে পরিশোধ করা হয়েছে শত শত কোটি টাকা। খরচের নামে এসব লুটপাটকে অনুমোদনের মাধ্যমে বৈধতা দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। হয়তো তা বৈধ হয়েও যাবে। কারণ, লুট তো আর একজনে করে না! এর একটা চেইন আছে। চেইন ধরে টান দিলে চোরতন্ত্র খান খান হয়ে ভেঙে পড়বে। তো বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে? বিড়াল নিজেই তো মাছ চোর! আর বানরের পিঠা ভাগের গল্প তো আমাদের জানা-ই আছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, থার্ড টার্মিনালকে তিলোত্তমা করার জন্য ঝাউ, কৃষ্ণচূড়া, কাঠগোলাপসহ নানা প্রজাতির গাছ লাগানো হয়েছে। গাছ কেনার ব্যয় দেখানো হয়েছে প্রায় ২০ কোটি টাকা। এর সঙ্গে পরিচর্যার জন্য আরও ৪ কোটি ৮০ লাখ টাকা যোগ করা হয়েছে। বিমানবন্দরসংলগ্ন নার্সারি মালিক রবিউল ইসলাম জানিয়েছেন, এ গাছগুলোর দাম ২০০ থেকে ৫০০ টাকার বেশি নয়। এ তো পুকুরচুরি নয়, রীতিমতো একটি ডাকাতি।

আগেকার দিনের রাজা-বাদশাহরা কৃষকের কাছ থেকে জবরদস্তি খাজনা আদায় করে নানা স্থাপনা তৈরি করতেন। সেখানে বসানো হতো দামি দামি পাথর-সোনা-রুপা, চুনি-পান্না। এসবের ভাঁজে ভাঁজে আছে কোটি কোটি কৃষক ও কারিগরের ঘাম আর রক্ত। এগুলোকে আমরা এখন আদর করে বলি ঐতিহ্য। আর এগুলো সংরক্ষণের জন্য ব্যয় করি গুচ্ছের টাকা। ছেলেপুলেকে ইতিহাস শেখাতে হবে না? তো আমরা শেখাই শিল্পকলা, স্থাপত্য। পেছনের ইতিহাসটা বলি না।

তো একালের রাজা-রানিরা ঝুঁকলেন এসব স্থাপনার দিকে। নাম দিলেন মেগা প্রকল্প। বড় বড় প্রকল্প। একেকটার বাজেট লাখ কোটি ছাড়িয়ে যায়। এসব বানিয়ে তারা অমর হতে চান। তাদের বিদূষক, দাস ও বরকন্দাজরা সমস্বরে আওয়াজ তোলেন-এ রাজা-রানি না থাকলে তো এটা-ওটা তৈরি হতো না। ভাবটা এ রকম, তিনি যেন বাপের টাকায় এসব বানিয়েছেন। আমার কবি বন্ধু হাসান ফখরি একটা কবিতার বই বের করেছিলেন বছরচারেক আগে। শিরোনাম ছিল-দেশটা কারও বাপের না। এটি পরে স্লোগান হয়েছিল।

মেগা প্রকল্পগুলো একেকটা হলো 'মোট-াতাজাকরণ প্রকল্প'। ঠিকাদারির কমিশন খেয়ে এরা ফুলেফেঁপে ওঠে। ছেঁড়া স্যান্ডেল আর তাঁতের শাড়ি পরা মানুষগুলো টিকটিকি থেকে ড্রাগন হয়ে যায়। আগেকার রাজা-রানিদের সভাকবি ছিল। রাজপ্রাসাদে তাদের পোষা হতো টিয়া, তোতা, বাইজি, হনুমান আর হাতি-ঘোড়ার মতো। তাদের কাজ ছিল রাজা-রানির বন্দনাগীত লেখা, সুর করে সেটা আওড়ানো-আমাদের রাজা-রানি কত মহান! তারা আমাদের মা-বাপ! কথায় বলে, ভাত ছিটালে কাকের অভাব হয় না। একালের রাজা-রানিরা পাবলিকের টাকায় জোগাড় করে স্তাবক, চাটুকার, মোসাহেব। একই কাজ-প্রভুর বন্দনা করা। তারা আমাদের উন্নয়নের রূপকথা শোনায়।

মন খারাপ করা আরেকটি খবর। শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজের অডিটোরিয়ামে ৭৩ লাখ টাকার এসি বসাতে প্রায় ৭ কোটি টাকার বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন নির্মাণের প্রস্তাব পাঠিয়েছে জেলা গণপূর্ত অধিদপ্তর। শুধু তাই নয়, যুক্তরাষ্ট্র বা জাপানের ২৫০ কেভিএ জেনারেটর দেওয়ার চুক্তি থাকলেও দেওয়া হয়েছে চীনের ১২০ কেভিএ জেনারেটর। এমন অনিয়মের অভিযোগ তুলে প্রধান প্রকৌশলীর কাছে লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন কলেজের অধ্যক্ষ। চুক্তি যুক্তরাষ্ট্র বা জাপানের, জেনারেটর এলো চীনের। ঠিকাদার কাজ শেষ করলেও আজও তা কলেজ কর্তৃপক্ষকে বুঝিয়ে দেয়নি।

কয়টা উদাহরণ দেব। এ তো গেল একটি দৈনিকের একদিনের প্রথম পাতার খবর। সারা দিনের সব গণমাধ্যমের বিস্তারিত প্রতিবেদন পেলে বোঝা যেত, পরিস্থিতি কত ভয়াবহ। এমন করেই চলছে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর।

রাষ্ট্রের শীর্ষ নেতৃত্বের সরাসরি অংশগ্রহণ বা প্রশ্রয় ছাড়া কি এ রকম লুটপাট সম্ভব? আমি একটা কথা প্রায়ই বলি-কর্মচারী দুর্নীতি করতে পারে না, যদি না তার প্রতিষ্ঠানের প্রধান দুর্নীতিবাজ হয়। ওই প্রধান দুর্নীতি করতে পারে না, যদি মন্ত্রী দুর্নীতিবাজ না হয়। মন্ত্রী দুর্নীতি করতে পারে না, যদি তার প্রধানমন্ত্রী সৎ হয়। এ প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ে গেল।

বেশ কয়েক বছর আগের কথা। আমরা ঘটা করে মুক্তিযুদ্ধের সম্মাননা দিচ্ছিলাম বিদেশি বন্ধুদের। তাদের দেওয়া হলো স্বর্ণ খচিত ক্রেস্ট আর প্রশংসাপত্র। শুরুটা ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে দিয়ে। তো এক সাংবাদিক এ নিয়ে একটা স্কুপ নিউজ করলেন। দেখা গেল, অতিথিদের দেওয়া ক্রেস্টে যে স্বর্ণ দেওয়া হয়েছে, তাতে আছে বাটপারি। স্বর্ণের পরিমাণ কম এবং তাতে অনুমোদিত মাত্রার চেয়ে খাদ বেশি। 'ক্রেস্টের সোনাচুরি' নিয়ে বেশ হইচই হলো।

আমাদের সেই প্রধানমন্ত্রী তো ছিলেন খুব সাংবাদিকবান্ধব! তিনি প্রায়ই পছন্দের সাংবাদিকদের *(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)*

বিশ্ববিবেকের দশাটা এমন কেন

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

ডোনাল্ড ট্রাম্প যখন প্রেসিডেন্ট হন তখনই আশঙ্কা করা গিয়েছিল যে এবার তিনি ‘বড়’ একটা কিছু না করে ছাড়বেন না। কারণ একে তো তিনি ঝানু ব্যবসায়ী, তদুপরি এবার তাঁর আওয়াজটাই ছিল ‘আমেরিকা শ্যাল বি গ্রেট অ্যাগেইন’। আর গ্রেট হতে গেলে তো তাবৎ প্রতিদ্বন্দ্বীকে ছোট করাটা একেবারেই বাধ্যতামূলক। শঙ্কা মিথ্যা প্রমাণিত হয়নি। শুরু করেছিলেন চীনের সঙ্গে বাণিজ্য যুদ্ধ দিয়ে, সুবিধা হয়নি। তবে তাতে দমেননি, হামলে পড়েছেন ইরানের ওপর। এখানেও অবশ্য সুবিধা হয়নি। তবে ছোটখাটো এবং নিরীহ প্রতিবেশী কিউবা আছে, তাকে বিধ্বস্ত করে নিজেদের গ্রেটনেস প্রদর্শন করবেন। আশা করি সেখানেও ব্যর্থ হবেন।

তা আমেরিকানরা তাঁকে কেন ভোট দিল? তার একটা কারণ নিশ্চয়ই গ্রেটনেস-প্রাপ্তির ওই উচ্চাভিলাষ। পুঁজি ছাড়া ‘উন্নতি’ অসম্ভব, আবার উন্নতির প্রয়োজনে সবকিছু চুরমার করে দিতেও পুঁজির বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই। মানবিক সম্পর্কের আবশ্যকতার সে ধার ধারে না। এবং শেষ পর্যন্ত তার কাজটা দাঁড়ায় ধ্বংসেরই যদি তার মালিকানাটা হয় ব্যক্তিগত। পুঁজির মোহে পড়ে গরিবও ভাবে সেও ধনী হবে। একজন মানুষের কতটা জমি প্রয়োজন, এমন প্রশ্ন নিয়ে টলস্টয়ের একটি ছোট গল্পে আছে; জবাব হলো শেষ পর্যন্ত দৈর্ঘ্যে ছয় ও প্রস্থে তিন ফুট হলেই চলে, কবর দেওয়ার জন্য। অর্জিত জমি সে যে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে না এটা কি সে জানে না? জানে; তবুও থামে না। কারণ ধন-বৃদ্ধির চেষ্টা একটা নেশা এবং নেশা যদি কাউকে কাবু করতে পারে তবে এমন কিছু থাকে না নেশাগ্রস্তকে যে থামাবে। পুঁজি মানুষকে দুর্দমনীয় রূপে নেশাগ্রস্ত করার ক্ষমতা রাখে।

নেশার একটা বড় শক্তি রয়েছে আকর্ষণের ক্ষমতার ভেতরে। ট্রাম্পকে যেসব আমেরিকান রাষ্ট্রক্ষমতায় বসিয়েছে তারাও বড়লোক হওয়ার নেশায় আসক্ত। তারা ভেবেছে ট্রাম্পের দলে থাকলে ছিটেফোঁটা তাদের ভাগ্যেও জুটে যাবে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘তাসের দেশ’ নাটকে এক রাজপুত্র এবং এক সওদাগরপুত্রের কথা লিখেছেন; সেখানে দেখা যাচ্ছে বিদেশে যাওয়ার ব্যাপারে সওদাগরপুত্রের তুলনায় রাজপুত্রের আগ্রহই অধিক। এটা কিন্তু সাধারণ নিয়মের ভেতর পড়ে না। আগ্রহ সওদাগরপুত্রেরই উপচে পড়ার কথা, রাজপুত্র তাতে শেষ পর্যন্ত সাড়া দেবে, এমনটাই ঘটা স্বাভাবিক। এবং সেটাই ঘটে চলেছে, সওদাগরপুত্ররা কেবল যে রাজপুত্রদের বাণিজ্যে যেতে অনুপ্রাণিত করছে তা-ই নয়, তারা নিজেরাই রাজপুত্র বনে যাচ্ছে। বিশ্বজুড়ে সেটাই ঘটনা।

আর গণতন্ত্রের আদর্শ লালনভূমি হওয়ার দাবিদার যুক্তরাষ্ট্রে দেখা যাচ্ছে আব্রাহাম লিঙ্কনের মতো দরিদ্র ঘরের সন্তান যে প্রেসিডেন্ট হবেন, একালে সে-স্বপ্ন আকাশকুসুম। প্রেসিডেন্ট হওয়া অনেক দূরের কথা, প্রার্থীও হতে পারবেন না। প্রার্থী হওয়ার জন্য নিজে ধনবান হলে ভালো, না হলে ধনবানদের সমর্থন চাই। ট্রাম্পের মতো লোকদেরই সেখানে সুবিধা। আর প্রেসিডেন্ট হতে হলে লিঙ্কনের মতো শক্ত নৈতিক মেরুদণ্ডের মানুষ হতে হবে এই রীতিও এখন আর বহাল নেই। ডোনাল্ড ট্রাম্প তো বিভিন্ন অপরাধের জন্য বিখ্যাত, তবুও তিনি কেবল মনোনয়নই পান না, দুই-দুইবার নির্বাচিত হয়ে আসেন। ওদিকে ইসরায়েলের জায়নবাদী যুদ্ধবাজ যে নেতা, নেতানিয়াহু নাম, সে ব্যক্তি তো একজন চিহ্নিত অপরাধীই, দুর্নীতির দায়ে আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা চলছিল, মামলা কাঁধে নিয়েই তিনি নির্বাচিত হয়েছেন এবং ফিলিস্তিনিদের উৎখাত শুধু নয়, প্রতিদিন হত্যা করছেন এবং শেষ পর্যন্ত ব্যবসায়ী ডোনাল্ড ট্রাম্পের সহায়তায় ইরানের ওপর আগ্রাসন চালিয়েছেন, যে ঘটনায় এক হামলাতেই স্কুলে-পাঠগ্রহণরত ১৬৫ জন কন্যাশিশু প্রাণ হারিয়েছে। বিশ্ববিবেক নড়েচড়ে ওঠেনি, প্রতিবাদ যা হয়েছে তাও তেমন প্রচার পায়নি। পুঁজিবাদীদের নৃশংসতার এটি দৃষ্টান্ত এবং বিশ্ববিবেকের পক্ষে তা সহ্য করার এটি একটি প্রমাণ বটে। নৃশংসতার কোনো শেষ নেই। কয়েকদিন আগের এক তথ্যে দেখেছি জাতিসংঘের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, মার্কিন-ইরান তথাকথিত যুদ্ধে যে অর্থ ব্যয় হয়েছে তা দিয়ে আট কোটি মানুষের প্রাণ রক্ষা করা যেত। জাতিসংঘ অপরাধীদের কী বিচার করবে, হত্যাকাণ্ড থেকে তাদের নিবৃত্ত করতেও পারছে না। মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের যেভাবে হত্যা ও বিতাড়ন করা হয়েছে সে ঘটনাও কি শিউরে ওঠার মতো নয়? অথচ পুঁজিবাদী বিশ্ব এ নিয়ে টুঁ শব্দটি করেনি, করছে না। গণহত্যাকে তারা বলে মানবিক বিপর্যয়, যেন বৈরী প্রকৃতি ঘটনাটি ঘটিয়েছে, নৃশংস মানুষেরা নয়। পুঁজিবাদী বিশ্ব মিয়ানমারের সম্পদের লোভে কাতর থাকে, মানুষের দুর্দশা ও হত্যা দেখার সময় পায় না।

যুক্তরাষ্ট্র পারমাণবিক অস্ত্রের পেছনে ব্যয়ের রেকর্ড ক্রমাগত সম্প্রসারিত করছে। বিশ্বজুড়ে পারমাণবিক অস্ত্র-উন্নয়নে ব্যয় গত বছর রেকর্ড পরিমাণ বেড়েছে বলে জানিয়েছে পারমাণবিক অস্ত্রবিরোধী আন্তর্জাতিক জোট। ইরানের পারমাণবিক অস্ত্র প্রস্তুতের ক্ষমতা ধ্বংস করার জন্য ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্র মরিয়া হয়ে উঠেছে; তাই বলে যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক অস্ত্র-উৎপাদনে কারও যে কোনো আপত্তি আছে তা নয় এবং ইসরায়েল ওই অস্ত্র উৎপাদন করে কি করে না সে প্রশ্নে ইসরায়েল নিশ্চুপ, যুক্তরাষ্ট্রও সেটা জানার জন্য বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখায় না। বিশ্ববিবেকের দশাটা এমনই বিবেকহীন। পুঁজির প্রেমিকদের ভেতর প্রতিযোগিতা আছে, ঝগড়া-ফ্যাসাদ যে বাধে না তাও নয়, তবে তারা এক হয়ে যায় এক ব্যাপারে, সেটি হলো দরিদ্রকে শোষণ করে ধনী হওয়া। ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ইলন মাস্কের ঝগড়ার খবর আমরা শুনেছিলাম, তাদের দৃষ্টিভঙ্গির ভেতর পার্থক্যের খবর বিশ্ববাসীর অজানা নয়। যেমন, ট্রাম্পের আওয়াজ হলো আমেরিকাকে ফের ‘বড়’ করা, অর্থাৎ আমেরিকা আগে বড় ছিল, এখন নেই, তাই তাকে আবার বড় করে তোলা চাই। ইলন মাস্ক আমেরিকা নিয়ে ভাবেন না, তিনি বিশ্বপ্রেমিক এবং তাঁর বিবেচনার জগতে অতীত নেই, রয়েছে ভবিষ্যৎ, প্রযুক্তির ব্যবসা করে মানুষের ভবিষ্যৎকে তিনি আরও উন্নত করবেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাতে তাঁর সবিশেষ আগ্রহ। দুজনেই ব্যবসায়ী, তবে ট্রাম্প রাজনীতিতেও আগ্রহী; মাস্ক সার্বক্ষণিক ব্যবসায়ী। তবে দ্বিতীয়বার নির্বাচিত হওয়ার ব্যাপারে মাস্কের আর্থিক সাহায্য ট্রাম্পের কাজে লেগেছে এবং ট্রাম্প নির্বাচিত হওয়ার দরুন মাস্কের সুবিধা হয়েছে, বিশ্বের সেরা ওই ধনী আরও ধনী হয়েছেন। ঝগড়া-বিবাদ তো ভাইয়ে ভাইয়েও হয়, কিন্তু তাই বলে ভ্রাতৃত্ব কী ঘুঁচে যায়?

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী : ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

জ্যাকসন হাইটস ও জ্যামাইকায় বাংলাদেশী ডাক্তার অফিস

Multi Medical Care,PC

আমাদের সেবাসমূহ
* শারীরিক চেকআপ
* ডায়বেটিস
* হাই ব্লাড প্রেশার
* হাই কোলেস্টেরল
* অ্যাজমা
* আথ্রাইটিস
* ইকেজি
* ব্লাড, ইউরিন, প্রেগনেন্সি টেস্ট
* ফিজিক্যাল
* টিএলসি
* Pap Smear পরীক্ষা
* WIC ফর্ম
* স্কুল ও জব ফিজিক্যাল
* ড্রাগ টেস্ট * ভ্যাক্সিন প্রদান
* হজ্ব ও ওমরাহ টিকা

ডা. ফেরদৌসী হাসান, এম. ডি.
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ, বোর্ড সার্টিফাইড
আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

Ferdausi Hassan,MD
মাল্টি মেডিকেল কেয়ার, পিসি

আমরা সকল প্রকার ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি
All Insurances Accepted but call to confirm
আমরা প্লেন মেডিকেড গ্রহণ করি।
আমরা হোম কেয়ার গ্রহীতাদের সহযোগিতা করছি।

অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুন

Jackson Heights Office
37-31 76th Street
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718 779 8963 Cell: 718 801 2704
Fax:718 779 8970
সোমবার ও বৃহস্পতিবার-সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৫টা
শনিবার : বিকাল ৩টা-সন্ধ্যা-৬টা

Jamaica New Office
170 56 Cedarcroft Rd,
Jamaica, NY 11432
Ph: 718 523 0023
Fax: 718 779 8970
মঙ্গলবার ও বুধবার : সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৫টা
শনিবার : সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৩টা

জ্যামাইকায় নতুন অফিস

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

ককরোচ আন্দোলন : গণতান্ত্রিক পুনর্গঠনের শক্তি

ড. মাহফুজ পারভেজ

ককরোচ-আরশোলা-তেলাপোকারা সৃষ্টির আদি থেকেই টিকে থাকার প্রতীক। ভারতের বেকার ও হতাশ যুব-তরুণ সমাজও বিলুপ্ত হওয়ার পথ বেছে না নিয়ে ককরোচ প্রতীকে থিকথিক করছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। ছড়িয়ে পড়ে শহরে-বন্দরে। ফলে তাদের অন্যতম দাবি মেনে ভারতের শিক্ষামন্ত্রী পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। ক্ষমতাসীনরা ভয় পেয়ে বন্ধ করছে সাইবার জগৎ ও বাস্তবে আরশোলা ঢোকার যাবতীয় রাস্তা। কিন্তু আটকানো যায়নি তাদের। চারদিকে বেরিয়ে পড়ে ওরা। তৈরি হয় ম্যানিফেস্টো ও 'ককরোচ জনতা পার্টি' নামে দল। তাদের দাবি : 'আপনি যদি বেকার হন, সঙ্গে খানিক অলসও, কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়া স্যাভি ও সচেতন; তাহলে এ নতুন 'রাজনৈতিক' দল আপনাকে স্বাগত জানাবে, আপনিও আসুন আমাদের সঙ্গে লড়াইয়ের ময়দানে।'ভারতে ককরোচ আন্দোলনের জন্ম ও উত্থান বেশ চমকপ্রদ। ১৫ মে ভারতের প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত শুনানি চলাকালীন খানিক রাগান্বিত হয়ে একটি মন্তব্য করেন, যা নিয়ে নিন্দার ঝড় বয়ে যায়। মন্তব্যটি ছিল, 'দেশের (ভারত) যুব সম্প্রদায় খানিক আরশোলার মতো। যখন তারা চাকরি পেতে ব্যর্থ হয়, তখন তারা মিডিয়া, সোশ্যাল মিডিয়াকর্মী কিংবা আরটিআই অ্যাকটিভিস্ট হয়ে যায়। এরাই সময়ে-অসময়ে সিস্টেমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হতে থাকে।' এ মন্তব্য হিট স্প্রে-র মতো ছড়িয়ে পড়ে চাকরিহীন, হতাশ, দিশেহারা হাজার হাজার ছাত্র-তরুণ-যুবকের মধ্যে। আমেরিকা নিবাসী ৩০ বছরের অভিজিৎ দীপকে-ও নীরবে দেখছিলেন পুরো বিষয়টি। নামজাদা বস্টন ইউনিভার্সিটি থেকে পাবলিক রিলেশনে স্নাতক তিনি। ছিলেন আম আদমি পার্টির সাবেক সোশ্যাল মিডিয়া স্ট্র্যাটেজিস্ট। তিনি ঘটনাক্রম উপলব্ধি করে একটি টুইট করে বলেন, 'কেমন হয়, যদি সব আরশোলারা একসঙ্গে জোট বাঁধে?' এভাবে জনসমর্থন বাড়তে থাকে। আছড়ে পড়ে টুইটের পর টুইট। দ্রুতই অভিজিৎ একটি ডিজিটাল পার্টি তৈরি করেন 'ককরোচ জনতা পার্টি' নামে। তৈরি হয় ওয়েবসাইটও। অভিনব রাজনৈতিক দলটি ভারতের বেকার, অলস ও ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহারকারী সব যুবকের দাবি নিয়ে কথা বলতে শুরু করে।

ভারতে আগেও উত্তাল রাজনৈতিক আন্দোলনের পরিস্থিতিতে নতুন দল তৈরি হয়েছে। যেমন, আম আদমি পার্টির উত্থানও এরকম। দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্না হাজারের প্রতিবাদ সামনে রেখে তৈরি হয় অরবিন্দ কেজরিওয়ালের ঝকঝকে দলটি। কিন্তু ককরোচ জনতা পার্টির বিষয়টি নতুন হলেও পুরোপুরি আলাদা ও অনন্য। কারণ, এ মুহূর্তে সদস্য সংখ্যার নিরিখে বিশ্বের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দল ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) এক্স ও ইনস্টাগ্রামে মোট ফলোয়ার সংখ্যাকে ককরোচ-কুল ছাপিয়ে গেছে মাত্র ৪ দিনে। ভারতের ক্ষমতাসীনরা ভয়ের চোখে অবাক হয়ে দেখছে নতুন দলের দেশব্যাপী আন্দোলনকে। একইসঙ্গে আরশোলা বাড়লে তাকে পিষে মারার মতো লোকও বাড়ছে। বাড়ছে বিষাক্ত কীটনাশক প্রস্তুতকারী কোম্পানির সংখ্যা। তাই সাসপেন্ড করা হয়েছে ককরোচ জনতা পার্টির এক্স হ্যান্ডেল। বারবার হ্যাক করার চেষ্টা চলছে ইনস্টাগ্রাম। তৈরি হয়েছে অ্যান্টি-ককরোচ গ্যাং। যারা কখনো কনটেন্ট ক্রিয়েটরের ছদ্মবেশে পেজ হ্যাক করেছে। শারীরিক আক্রমণ করা হচ্ছে ফ্যাসিবাদী কায়দায়। তবুও থামানো যাচ্ছে না তাদের।

ভারতে বিজেপির শাসনে বিগত সাত বছরে ৬০ বারেরও বেশি নিট পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে। এ বছর আবারও। ছাত্রছাত্রীরা আগেও বিক্ষোভ দেখিয়েছে রাজপথে। তবু কিচ্ছু বদলায়নি। হতাশ যুব সম্প্রদায় দেখেছে, বিরোধী শিবিরের ন্যূনতম কার্যক্রমে অপরিবর্তিতই থেকেছে তাদের ভাগ্য। তারা তাই ডিজিটাল অভ্যুত্থানের পথ বেছে নিয়েছেন। দিল্লি থেকে যা ভারতের প্রধান শহরগুলোতে ছড়িয়ে পড়ছে দ্রুতবেগে। উন্নাসিক মোদি সরকার প্রথমে গ্রাহ্য না করলেও এখন টের পাচ্ছে গদি রক্ষার গরজ। কারণ, ককরোচ জনতা পার্টি যেসব দাবি উত্থাপন করেছে, তা ভারতের গণতন্ত্র, বহুত্ববাদ ও অসাম্প্রদায়িকতার দাবি, যা মোদি সরকার সংখ্যাগুরু উগ্র হিন্দুত্ববাদের নামে পদদলিত করে আসছিল সংখ্যালঘু, মুসলিম, নিম্নবর্গকে ঘর, বাড়ি, নাগরিকতা থেকে পরিকল্পিতভাবে বঞ্চিত করার মাধ্যমে।

ককরোচ জনতা পার্টির ইশতেহার বলছে : ১. কোনো প্রধান বিচারপতি অবসর গ্রহণের পরবর্তী সময়ে রাজ্যসভার সংসদ সদস্য বা পদপ্রার্থী হতে পারবেন না। যুব সম্প্রদায় চাইলে মিলিটারি, পুলিশ, আমলা কিংবা ইলেকশন কমিশনের চেয়ারম্যান জাতীয় পদগুলোও যোগ করতে পারে ওই তালিকায়। ২. যদি ইলেকশন কমিশন ভোটের পূর্বে কোনো বৈধ ভোটারকে ডিলিট করে, তাহলে কমিশনের বিরুদ্ধে ইউএপিএ চার্জ এনে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করতে হবে। সারা ভারতে বহু মানুষের বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে প্রয়োগ হয়েছে ইউএপিএ। ৩. মহিলাদের জন্য ৫০ শতাংশ সংরক্ষণ। ৩৩ শতাংশের গাজর ঝোলানো আর চলবে না। ৪. সেসব মিডিয়া হাউজের লাইসেন্স বাতিল হবে, যাদের মাথায় রয়েছে কোনো ক্ষমতাশালী শিল্পপতি। আম্বানি-আদানির ভূমিকাও আতশকাচের নিচেই রাখা হবে। ৫. যেসব বিধায়ক দল পরিবর্তন করবেন, তাদের ২০ বছরের জন্য নিষিদ্ধ করা হবে রাজনীতির আঙিনা থেকে। অর্থাৎ জনগণের ভোটের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা চলবে না। এ ছাড়া পরীক্ষা তথা নিট কেলেঙ্কারির মতো অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ এবং যুব সম্প্রদায়কে রাজনীতির দায়িত্ব নিতে এগিয়ে আসার আহ্বান উচ্চারিত হয়েছে।

মনে রাখা দরকার, রাজনীতির ইতিহাসে ক্ষমতার ভাষা অনেক সময় তার নিজের বিরুদ্ধে সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র তৈরি করে। যে শব্দ দিয়ে শাসক জনগণকে অপমান করতে চায়, এক সময় সেই শব্দই প্রতিবাদের পতাকায় পরিণত হয়। ভারতের সাম্প্রতিক ছাত্র-যুব আন্দোলনে ঠিক সেটিই ঘটেছে। 'তেলাপোকা'-যে শব্দটি অবজ্ঞা ও তুচ্ছতার প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল-আজ সেটিই কোটি তরুণের আত্মপরিচয়ের ভাষা।

ককরোচ আন্দোলনের তাৎপর্য শুধু ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতেই সীমাবদ্ধ নয়। এটি দক্ষিণ এশিয়ার তরুণ সমাজের রাজনৈতিক ভাষার এক মৌলিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করছে। একসময় ছাত্র রাজনীতির প্রধান উপাদান ছিল মতাদর্শ, দলীয় আনুগত্য কিংবা জাতীয়তাবাদ। এখন তার জায়গায় উঠে এসেছে মেধার ন্যায়বিচার, কর্মসংস্থান, প্রাতিষ্ঠানিক সততা, জবাবদিহি এবং মর্যাদার দাবি। তরুণরা আর কেবল রাষ্ট্রের কাছে চাকরি চাইছে না। তারা জানতে চাইছে-রাষ্ট্র কি তাদের পরিশ্রমের মূল্য ও আত্মমর্যাদা দেবে? শিক্ষা কি যোগ্যতার ভিত্তিতে মূল্যায়িত হবে? উন্নয়নের পরিসংখ্যান কি মানুষের জীবনের বাস্তব উন্নতিতে প্রতিফলিত হবে?

এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের ২০২৪ সালের জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের কথা অনিবার্যভাবেই মনে পড়ে। বাংলাদেশের আন্দোলনের সূচনাও ছিল একটি নীতিগত প্রশ্ন-কোটা সংস্কার। কিন্তু রাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়া, দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক অচলাবস্থা এবং তরুণদের জমে থাকা ক্ষোভ সেই আন্দোলনকে গণ-অভ্যুত্থানে রূপ দেয়। ভারতের বর্তমান আন্দোলনের সঙ্গে এখানেই একটি কাঠামোগত মিল রয়েছে। দুই ক্ষেত্রেই সীমিত প্রশাসনিক সংকট বৃহত্তর রাজনৈতিক বৈধতা ও রাষ্ট্রের চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।

বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, শ্রীলংকার আন্দোলন ও রাজনৈতিক অনুপ্রেরণায় দক্ষিণ এশিয়ার তরুণরা একে অপরের অভিজ্ঞতা দেখছে, শিখছে, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সংযুক্ত হচ্ছে। ফলে প্রতিবাদের ভাষা, প্রতীক এবং কৌশলে এক ধরনের আন্তঃসীমান্ত সাদৃশ্য তৈরি হচ্ছে। এটি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভাষায় প্রতিবাদের ধারণাগত বিস্তার। ইতিহাসে ১৯৬৮ সালের ইউরোপীয় ছাত্র আন্দোলন কিংবা আরব বসন্ত যেমন বিভিন্ন দেশে প্রভাব ফেলেছিল, তেমনি দক্ষিণ এশিয়ায়ও এখন ডিজিটাল যুগের নতুন প্রতিবাদ-সংস্কৃতি তৈরি হচ্ছে, যারা নেতৃত্বের চেয়ে নেটওয়ার্ককে বেশি গুরুত্ব দেয়। ছাত্রসংগঠন, রাজনৈতিক দল বা মতাদর্শ নয়, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম একটি বিকল্প জনপরিসর তৈরি করে। এতে জনপ্রিয় সংস্কৃতির ভূমিকাও কম নয়। থ্রি ইডিয়টস চলচ্চিত্রের 'র‍্যাঞ্চো' যেমন মুখস্থনির্ভর শিক্ষা ও নম্বরকেন্দ্রিক প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের প্রতীক হয়েছিল, তেমনি টুয়েলভথ ফেল কোটি তরুণের জীবনের অনিশ্চয়তা, ব্যর্থতা ও সংগ্রামের বাস্তবতাকে সামনে এনেছে। এ সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা রাজনৈতিক প্রতিবাদের সঙ্গে মিশিয়ে তরুণরা স্লোগানের পাশাপাশি মিম বানায়, ব্যঙ্গচিত্র আঁকে, ভিডিও তৈরি করে এবং অপমানজনক শব্দকে প্রতিবাদে রূপান্তর ঘটায়।

ভারতসহ দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রগুলোর জন্য এখানেই সবচেয়ে বড় শিক্ষা লুকিয়ে আছে। তরুণদের এ ক্ষোভকে যদি কেবল 'অনলাইন ট্রেন্ড', 'মিম সংস্কৃতি' বা 'আইনশৃঙ্খলার সমস্যা' হিসাবে দেখা হয়, তবে তারা বাস্তব সংকটকে উপেক্ষা করবে।

বাংলাদেশের জুলাই অভিজ্ঞতা এখানেও একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দেয়। গণ-অভ্যুত্থান রাষ্ট্রক্ষমতার পরিবর্তন ঘটাতে পারে, কিন্তু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র নির্মাণের জন্য প্রয়োজন প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, সাংবিধানিক পুনর্গঠন এবং জবাবদিহিমূলক শাসন। একইভাবে ভারতের ককরোচ আন্দোলনের ভবিষ্যৎও নির্ভর করবে-এটি কি কেবল ডিজিটাল ক্ষোভ হিসাবেই সীমাবদ্ধ থাকবে, নাকি শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের কাঠামোগত সংস্কারের জন্য একটি সুসংগঠিত গণতান্ত্রিক নাগরিক আন্দোলনে পরিণত হবে।

সবশেষে, ককরোচ জনতা পার্টিকে কেবল একটি ভাইরাল শব্দ বা হাস্যরসের বিষয় হিসাবে দেখলে ভুল হবে। এটি দক্ষিণ এশিয়ার এক নতুন প্রজন্মের রাজনৈতিক আত্মপ্রকাশের প্রতীক। এ প্রজন্ম প্রচলিত রাজনৈতিক ভাষায় কথা বলে না। তারা ব্যঙ্গকে অস্ত্র বানায়, অপমানকে পরিচয়ে রূপ দেয় এবং ডিজিটাল জনপরিসরকে গণতান্ত্রিক দাবির মঞ্চে পরিণত করে। তাই দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিতে এখন সবচেয়ে বড় শক্তির নাম বিক্ষুব্ধ, সাইবার-সংযুক্ত এবং আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন তরুণ সমাজ।

রাষ্ট্র যদি তাদের শুধু ভোটার হিসাবে দেখে, তবে সংকট বাড়বে। কিন্তু যদি তাদের নাগরিক অংশীদার এবং ভবিষ্যতের রাষ্ট্রনির্মাতা হিসাবে স্বীকৃতি দেয়, তবে এ ক্ষোভই গণতান্ত্রিক পুনর্গঠনের শক্তিতে পরিণত হতে পারে। ইতিহাসের শিক্ষা হলো-অবজ্ঞার ভাষা কখনো কখনো বিপ্লবের ভাষায় রূপ নেয়। দক্ষিণ এশিয়ার যুব আন্দোলনের অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ ভারতের ককরোচ আন্দোলন সেই সম্ভাবনারই নতুন রূপক।

প্রফেসর ড. মাহফুজ পারভেজ : চেয়ারম্যান, রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়; নির্বাহী পরিচালক, চট্টগ্রাম সেন্টার ফর রিজিওনাল স্টাডিজ বাংলাদেশ (সিসিআরএসবিডি)।

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের পিছনে
RiteCare
RiteCare Medical Office P.C.

Mohd Hossain, MD (Imran)
ইন্টারনাল মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ও বয়স্ক মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Board Certified
Attending Physician LIJMC (Long Island Jewish Medical Center)
Tahmina Ahmed, NP
Sunita K. Bhagat, NP
Deepa Shrestha, NP
Mohammad Rahman, FNP
• যাদের হেলথ ইন্স্যুরেন্স নাই তাদেরকে বিনামূল্যে ফ্লু ভেকসিন দেয়া হয়
• হজ্ব ভেকসিন দেওয়া হয়
We are Open 6 Days a week
Mon : 9 AM to 5 PM, Tue: 9 AM to 5 PM, Wed : 9 AM to 7 PM
Thursday: 9 AM to 5 PM, Fri: 9 AM to 7 PM, Sat: 9 AM to 6 PM
TELEMEDICINE available for all patients
Tel: 347-390-0612
Fax : 718-480-6652
E-mail: drhossain2014@gmail.com, Web : ritecaremedicalofficepc.com
Hillside Office
87-04 168th Pl, Jamaica, NY 11432
Jamaica Office
176-02 Jamaica Ave. Jamaica, NY 11432
Hollis Office
196-22 Hillside Ave., Hollis, NY 11423

রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে বিশ্বসমাজ

ইকতেদার আহমেদ

মিয়ানমারের ১৪ প্রদেশে বর্তমান মুসলিম জনগোষ্ঠী ৭০ লাখ। ব্রিটিশদের থেকে স্বাধীনতা পাওয়ার সময় জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি আরাকানে বাস করত। সে সময় আরাকান মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ ছিল। আয়তন ছিল ২০ হাজার বর্গমাইল। পরে রোহিঙ্গাদের সংখ্যালগিষ্ঠ করার প্রয়াসে এর উত্তরাংশের আরাকান পাবর্ত্য জেলা এবং দক্ষিণাংশের একটি অঞ্চলকে আরাকান থেকে পৃথক করে শাসকরা। বর্তমানে এর আয়তন ১৪ হাজার ২০০ বর্গমাইল। সামরিক শাসকরা বার্মার নাম পরিবর্তন করে মিয়ানমার রেখেছে। একইভাবে আরাকানের ইতিহাস মুছে দিতে এর নাম রাখাইন করা হয়েছে। ১৭৮৫ সালে বার্মান রাজা বোদাপাউপিয়া আরাকান আক্রমণ করে অঞ্চলটি দখল করে নেন। তিনি আরাকান থেকে রোহিঙ্গা ও মগ উভয় সম্প্রদায়কে তাড়িয়ে দেন। তারা চট্টগ্রামে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। পরে বার্মা ব্রিটিশদের দখলে এলে রোহিঙ্গা ও মগরা আবার ফিরে যায়। যদিও মগদের একটি অংশ স্থায়ীভাবে চট্টগ্রামের কক্সবাজারে থেকে যায়। ওখানে তারা রাখাইন নামে পরিচিত। রোহিঙ্গারা বংশপরম্পরায় দীর্ঘ এক হাজার বছর যাবৎ বার্মার আরাকান প্রদেশে বসবাস করে আসছে। আরাকান একদা মুসলিম শাসনাধীন স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল। ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইন দ্বারা বার্মাকে ভারতবর্ষ থেকে আলাদা করা হয়। ব্রিটিশ শাসনে থাকার সময় আরাকানে ভয়াবহ দাঙ্গা হয়। এতে মগ তথা রাখাইনদের দ্বারা হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, নির্যাতনের শিকার হয় রোহিঙ্গারা। ১৯৪৮ সালে ব্রিটিশদের থেকে বার্মা স্বাধীনতা পাওয়ার পর তখনকার শাসক অং সান (তথাকথিত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেত্রী সু চি'র পিতা) আরাকানে বসবাসরত রোহিঙ্গাদের বার্মার নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি দেন। অং সান সামরিক বাহিনী দ্বারা নিহত হন। পরে উনু ক্ষমতাসীন হলে তিনিও অং সানের ধারাবাহিকতায় রোহিঙ্গাদের নাগরিক অধিকার স্বীকার করে নেন। নেউইন-এর শাসনামলে তিনি সর্বপ্রথম রোহিঙ্গাদের বার্মার নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি দিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। নেউইন ক্ষমতাসীন থাকাবস্থায় ১৯৬২ সালে বিপুলসংখ্যক রোহিঙ্গা আরাকান ত্যাগে বাধ্য হয়। তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানে চলে আসে তারা। এদের কেউই পরে আরাকানে প্রত্যাবর্তন করেনি। বাংলাদেশ অভ্যুদয় পরবর্তী ১৯৭৮ সালে দুই লক্ষাধিক রোহিঙ্গা অত্যাচার ও নিষ্পেষণের শিকার হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশে বাধ্য হয়। ১৯৭৯ সালে স্বাক্ষরিত একটি চুক্তির অধীন এসব রোহিঙ্গা শরণার্থীর প্রত্যাবর্তন শুরু হলেও তা মাঝপথে থমকে যায়। এ চুক্তিতেও রোহিঙ্গাদের বার্মার নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছিল। এরপর বিভিন্ন সময়ে রোহিঙ্গাদের নিজ মাতৃভূমিতে অত্যাচার ও নিষ্পেষণের শিকার হয়ে বাংলাদেশে শরণার্থী হিসেবে আগমনের ঘটনা ঘটতে থাকে। এভাবে রোহিঙ্গা শরণার্থীর সংখ্যা বাড়তে বাড়তে পাঁচ লাখ অতিক্রম করে। নিকট অতীতে অত্যাচার ও নৃশংসতার মাত্রা আগের সব ইতিহাস ছাড়িয়ে গেলে ব্যাপক হারে রোহিঙ্গা শরণার্থীর আগমন ঘটতে থাকে, এখনো আসছে তারা।

জাতিসঙ্ঘের শরণার্থীবিষয়ক সংস্থা ইউএনএইচসিআর পরিচালিত দু'টি শরণার্থী শিবিরে বর্তমানে নিবন্ধিত রোহিঙ্গা শরণার্থীর সংখ্যা ২৫ হাজার; কিন্তু এর বাইরে কক্সবাজার ও বান্দরবানে অনিবন্ধিত রোহিঙ্গা শরণার্থীর সংখ্যা প্রায় পাঁচ লাখ। এই অনিবন্ধিত রোহিঙ্গা শরণার্থীসহ বর্তমানে যারা শরণার্থী হিসেবে বাংলাদেশে প্রবেশ করছে এদের নাম ও ঠিকানা সঠিকভাবে লিখে রাখার ব্যাপারে বাংলাদেশের বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয়ে অভাব আছে। নাম ও ঠিকানা লিখে রাখতে না পারলে তারা একসময় এই দেশের মূল স্রোতের নাগরিকদের সাথে মিশে যাবে। সে ক্ষেত্রে তাদের প্রত্যাবর্তন দুরূহ হবে। ইতোমধ্যে বিপুলসংখ্যক রোহিঙ্গা এ দেশের অসাধু লোকের সহায়তায় বাংলাদেশের পাসপোর্ট সংগ্রহ করেছে। পাকিস্তান ও সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে পাড়ি জমিয়েছে।

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর প্রায় শতভাগই মুসলমান। মিয়ানমারে তারা যখন থেকে বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে তার অনেক পরে ইন্দোনেশিয়ার পূর্ব তিমুরের খ্রিষ্টানরা স্বাধীনতার আন্দোলনে নামে। দক্ষিণ সুদানে বসবাসরত খ্রিষ্টান জনগোষ্ঠী ধর্মীয় ও জাতিগত সত্তার দাবিতে স্বাধীনতা চায়। ২০০২ এবং ২০১১ সালে এই দুই অঞ্চল স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হয়।

বাংলাদেশ অভ্যুদয়-পরবর্তী বিভিন্ন সময়ে যে হারে রোহিঙ্গা শরণার্থী বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে, সে তুলনায় প্রত্যাবর্তনের সংখ্যা নগণ্য। তাদের ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে জাতিসঙ্ঘসহ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোও সেভাবে এগিয়ে আসেনি। অনেকের অভিযোগ বাংলাদেশের পক্ষ থেকেও সেভাবে পদক্ষেপ নেয়া হয়নি।

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর প্রায় শতভাগই মুসলমান। মিয়ানমারে তারা যখন থেকে বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে তার অনেক পরে ইন্দোনেশিয়ার পূর্ব তিমুরের খ্রিষ্টানরা স্বাধীনতার আন্দোলনে নামে। দক্ষিণ সুদানে বসবাসরত খ্রিষ্টান জনগোষ্ঠী ধর্মীয় ও জাতিগত সত্তার দাবিতে স্বাধীনতা চায়। ২০০২ এবং ২০১১ সালে এই দুই অঞ্চল স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হয়।

মিয়ানমারে ১৪টি প্রধান জাতিসত্তা এবং দুই শতাধিক ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী আছে। এরা সবাই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। এদের নাগরিকত্ব কখনো প্রশ্নের মুখোমুখি হয়নি।

আরাকান রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মি (আরসা) নামক যে সংগঠনটির নাম উদ্ধৃত করে পুলিশ ও সেনা চৌকিতে সশস্ত্র হামলার কথা বলছে মিয়ানমার সেনা কর্তৃপক্ষ। বেশ কয়েকটি সূত্র নিশ্চিত করেছে সম্পূর্ণ আরাকান অঞ্চল রোহিঙ্গাশূন্য করার জন্য আরসার নামে বার্মার সেনা শাসকরাই এ অভিযানটি পরিচালনা করেছে। আরাকানের যে ভৌগোলিক অবস্থান তাতে বাংলাদেশ ও ভারত ব্যতীত অপর কোনো রাষ্ট্রের সহযোগিতা নিয়ে এ ধরনের সশস্ত্র অভিযান পরিচালনা সম্ভব নয়। এ বিষয়ে বাংলাদেশের বর্তমান যে অবস্থান তাতে রাষ্ট্রটি কোনোভাবেই এ ধরনের সশস্ত্র পন্থায় রোহিঙ্গাদের দাবি আদায়ের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে না।

যেকোনো দেশের নাগরিকদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, অত্যাচার করলে তারা বাঁচার শেষ অবলম্বন হিসেবে সশস্ত্র পন্থা গ্রহণে বাধ্য হয়। এ ক্ষেত্রে রোহিঙ্গাদের জন্মগত অধিকার ফিরিয়ে দেয়ার ব্যাপারে মিয়ানমারকে বাধ্য করতে এগিয়ে আসতে হবে জাতিসঙ্ঘসহ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোকে। সেটি না পারলে উচিত হবে জাতিসঙ্ঘের তত্ত্বাবধানে আরাকানের মধ্যে রোহিঙ্গাদের জন্য একটি নিরাপত্তা অঞ্চল গঠন করা। সেখানে মিয়ানমারের শাসকরা শান্তিশৃঙ্খলা ঠিক রাখতে ব্যর্থ হলে জাতিসঙ্ঘের শান্তিরক্ষী দিয়ে সেটি নিশ্চিত করতে হবে। আর বাংলাদেশের উচিত হবে, এতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়া।

লেখক : সাবেক জজ এবং সংবিধান, রাজনীতি ও অর্থনীতি বিশ্লেষক।

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সন্নিকটে বাংলাদেশী ডাক্তারদের দ্বারা পরিচালিত

নতুন লোকেশনে

মেডিকেল অফিস

৮৭-৩১ ১৬৮ প্লেস, জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক-১১৪৩২
87-31, 168 Place, Jamaica, NY 11432
Fax : 718-297-3232

PHONE
৭১৮-২৯৭-৩২২০
৭১৮-২৯৭-৩২২৬
718-297-3220
718-297-3226

ডাঃ নাহরীণ মামুন এম.ডি
Board Certified Internal Medicine
& Women Health Expert
সময়ঃ সোম, বুধ, শুক্র ও শনিবার সকাল ৯.৩০টা থেকে পূর্বের সময়ানুযায়ী

বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

ডাঃ মোঃ ইউসুফ আল মামুন এম.ডি
Board Certified Geriatrics & Internal Medicine
(এসিষ্ট্যান্ট প্রফেসর, কুইন্স হসপিটাল সেন্টার)
সময়ঃ মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টা থেকে ৮টা; শনিবার দুপুর ১২টা থেকে ৫টা

ডা: আহমেদ কে আসলাম এম. ডি
হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ (সকল প্রকার হার্ট ডিজিজের চিকিৎসা করেন)

ডা: মোহাম্মদ ইসলাম এম. ডি
স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ (Neurologist)

WE OFFER QUALITY HEALTH CARE

আমাদের সেবা সমূহ:
- শারীরিক চেক আপ
- টি. এল. সি টেষ্ট
- ডায়াবেটিস
- উচ্চ রক্তচাপ
- হাই কোলেস্টেরল

আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করি

যাদের ইন্স্যুরেন্স নেই তাদের হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করা হয়

Help with insurance problems and new applications.

মেডিকেইড ও ফ্যামিলি হেলথ প্লাস পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করে থাকি

All kinds of medical managenents.

PAP Smear, Blood Test, EKG Pregnancy Test, TB Test, TLC, Vaccinations

মহিলাদের সব ধরণের শারীরিক চেক আপ, রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, প্রেগনেন্সী টেষ্ট, যক্ষা টেষ্ট, টিকা এবং হজ্ব যাত্রীদের টিকা সহ সব ধরণের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

সোশ্যাল মিডিয়ায় সবাই ঘায়েল

মাহমুদুর রহমান

গত সপ্তাহে জামায়াতে ইসলামীর এক প্রবীণ এমপি নারীঘটিত কাণ্ডে দল থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন। তার সংসদ সদস্য পদও সম্ভবত চলে যাবে। সংসদে বিরোধী দল প্রশংসনীয় দ্রুততার সঙ্গে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নিয়েছে। যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে উপরোক্ত ৭৬ বছরের বৃদ্ধ রাজনীতিবিদ জীবনের প্রায় শেষ প্রান্তে এসে চরমভাবে সমালোচিত, অপমানিত হলেন, তার সূত্রপাত ঘটেছিল সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া কয়েকটি ভিডিওর মাধ্যমে। আমার দেশ পত্রিকার একটি অতি সিরিয়াস রাজনৈতিক চরিত্র থাকায় সেখানে সচরাচর আমরা কোনো ব্যক্তিগত, চটুল বিষয় নিয়ে সংবাদ প্রকাশ করি না। পাঠকরা এতদিনে জেনে গেছেন যে, এটা কোনো বিনোদন পত্রিকা নয়। এই প্রকৃতির অনেক চটকদার খবর নিয়মিত আমাদের কাছে এলেও সেগুলোকে উপেক্ষা করাই আমার দেশ-এর সম্পাদকীয় নীতি। বর্তমান ক্ষেত্রেও অপরাধী যদি একজন সংসদ সদস্য না হতেন, তাহলে আমরা ঘটনাটিকে কোনো গুরুত্বই দিতাম না।

আলোচ্য সংবাদটি প্রকাশের আগে আমরা সময় নিয়ে, ঢাকা ও সাতক্ষীরার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলে, যথাযথ অনুসন্ধানের মাধ্যমে পুরো বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে তবেই সংবাদ প্রকাশ করেছি। কেবল সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিও ভাইরাল হওয়ামাত্র ভিউয়ের আশায় ঝাঁপিয়ে পড়িনি। আমার সহকর্মীদের এই প্রশংসনীয় সাবধানতা ও পেশাদারিত্বের 'অপরাধে' আওয়ামী ও বিএনপির বট বাহিনীর নানা ধরনের তির্যক মন্তব্য আলোচ্য ভিডিও প্রকাশ-পরবর্তী কয়েক ঘণ্টার জন্য আমাদের হজম করতে হয়েছে। পরবর্তীকালে অবশ্য অনেক পত্রিকাকেই আমার দেশ-এ প্রকাশিত প্রকৃত তথ্য থেকে ধার করে সংবাদ ছাপাতে হয়েছে। বিএনপি ও ছাত্রদলের নেতারাও আমার দেশ-এর মাল্টিমিডিয়া কনটেন্ট শেয়ার করেছেন। অনেকে মন্তব্য করেছেন, জামায়াতের এমপির রাজনৈতিক কফিনে শেষ পেরেকটা আমার দেশই ঠুকে দিয়েছে। যাহোক, এই ঘটনা রাজনীতি ও সমাজ-জীবনে সোশ্যাল মিডিয়ার প্রবল ক্ষমতা পুনরায় দেখিয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ার আক্রমণে একা জামায়াত নেতাই ইদানীং ঘায়েল হচ্ছেন না। সরকারি দলের এমপি, মন্ত্রীরাও যথেষ্ট বিপদের মধ্যে আছেন। কদিন আগেই তো শিক্ষামন্ত্রী এহছানুল হক মিলনের টেলিফোন বাক্যালাপ ভাইরাল হয়ে ঘটনা রাজপথ পর্যন্ত গড়িয়েছিল। বর্তমান প্রজন্মকে নিয়ে তার একটি আপত্তিকর, রসিকতাপূর্ণ মন্তব্যকে কেন্দ্র করে ভারতের 'ককরোচ' পার্টির আদলে এদেশে 'ফার্ম চিকেন' পার্টি প্রায় গঠিত হয়ে গিয়েছিল। শিক্ষামন্ত্রীকে সংসদে দুঃখ প্রকাশ করে আশু বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে হয়েছে।

বিরোধী দলও এত তাড়াতাড়ি দেশে বড় কোনো ঝামেলা করতে চায়নি। বিষয়টি নিয়ে তারা সংসদে নমনীয়তার পরিচয় দিয়েছেন। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অব.) শামসুল ইসলামের পরিবারকে নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় অন্য ধরনের অপপ্রচারের অভিযোগে বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। ক্ষমতা হাতে থাকায় অভিযোগ সঠিক না বেঠিক, সেটা নিয়ে তদন্তের প্রয়োজন পড়েনি। হয়তো জামায়াতে ইসলামী বিরোধী দল না হয়ে আজ ক্ষমতাসীন থাকলে, সাতক্ষীরার সাবেক দলীয় আমির গাজী নজরুল ইসলামকে দল থেকে বহিষ্কারের পরিবর্তে সোশ্যাল মিডিয়ায় যারা তার অপকর্ম প্রকাশ করেছেন, তারাই গ্রেপ্তার হয়ে যেতেন।

শিক্ষামন্ত্রীর টেলিফোন কথোপকথন তার অনুমতি ছাড়া সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ করার অপরাধে কারো বিরুদ্ধে কেন কোনো আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি, সেটা অবশ্য আমার জানা নেই। এমনও হতে পারে, সরকারে শিক্ষামন্ত্রীর ক্ষমতা নিরাপত্তা উপদেষ্টার সমপর্যায়ের নয়। অথবা তিনি যাদের সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বলেছিলেন, তারা তার ঘনিষ্ঠজন। এই ঘটনার আগেও এহছানুল হক মিলন নানা বক্তব্য দিয়ে ট্রল হয়েছেন। অন্তর্বর্তী সরকারের সময় উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়ার ভোর রাতে হাঁসের মাংস খাওয়ার অভিযান নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড় উঠেছিল। মোট কথা, বিএনপি, জামায়াত, এনসিপি, সবাইকে সোশ্যাল মিডিয়া তটস্থ করে রেখেছে।

সোশ্যাল মিডিয়ার ভূমিকা নিয়ে বিতর্ক নতুন কিছু নয়। অপারেশন থিয়েটারে ডাক্তারের হাতের ছুরি আর গভীর

রাতে রাস্তায় ছিনতাইকারীর হাতের ছুরি যে এক নয়, এ তো আমরা সবাই জানি। বিজ্ঞানের ভালো এবং মন্দ নিয়ে স্কুলজীবনে রচনা লিখতে হয়নি এমন শিক্ষার্থী কমই খুঁজে পাওয়া যাবে। সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহারকেও আমাদের এই নিরিখেই বিবেচনা করতে হবে। শেখ হাসিনার ফ্যাসিবাদের শেষের পাঁচ বছর ফেসবুক, ইউটিউব ইত্যাদি আন্দোলনের অন্যতম হাতিয়ারে পরিণত হয়েছিল। দেশ থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর আমার কথা বলার অন্যতম মাধ্যমই ছিল কনক সরওয়ারের ইউটিউব চ্যানেল।

পিনাকী ভট্টাচার্য এবং ইলিয়াস হোসেন দেশের বিপুল অংশের মানুষের কাছে যে রীতিমতো জাতীয় নায়কের উচ্চতায় পৌঁছে গেছেন, তার মূলেও রয়েছে সোশ্যাল মিডিয়া। আলজাজিরায় 'অল দি প্রাইম মিনিস্টার'স মেন' এবং নেত্র নিউজে 'আয়নাঘরের সংবাদ' বাংলাদেশের জনগণকে যথাক্রমে জুলকারনাইন সায়ের এবং তাসনিম খলিলের সঙ্গে পরিচিত করেছে। সোশ্যাল মিডিয়ার সহায়তা ছাড়া তারা বর্তমান অবস্থানে পৌঁছাতেন না। জুলাই বিপ্লবে ছেলেমেয়েদের তৈরি করা নানা ধরনের মিম ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত যুদ্ধে সেসব মিম ময়দানের মারণাস্ত্রকে পরাজিত করেছিল। হাসিনার আমলে দেশের তথাকথিত মূলধারার গণমাধ্যম ফ্যাসিবাদের দালালে পরিণত হলে সোশ্যাল মিডিয়াই প্রকৃত অর্থে 'ফোর্থ স্টেট' হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মূলধারার গণমাধ্যম হারানো বিশ্বস্ততা এখনো পুরোপুরি ফিরে পায়নি।

পাশের দেশ ভারতে মোদির দুঃস্বপ্ন হয়ে আবির্ভূত 'ককরোচ জনতা পার্টি' জন্মই নিয়েছে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে। মাস দুয়েক আগেও এমন এক অদ্ভুত নামের দল প্রতিষ্ঠা কারো কল্পনাতেও ছিল না। তিরিশ বছর বয়সি, যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী ভারতীয় তরুণ অভিজিৎ দীপকে ভারতের বর্তমান বিজেপিপন্থি প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্তের দেশটির প্রতিবাদী তরুণ প্রজন্মকে হেয় করে দেওয়া এক মন্তব্যের প্রেক্ষিতে ক্ষুব্ধ হয়ে এক্স হ্যান্ডেলে এ বছর ১৬ মে কেবল ছয় শব্দের এক পোস্ট দিয়েছিলেন, What if all Cockroaches come together–অর্থাৎ, সব তেলাপোকা যদি এক হয়ে যায়? পোস্টের প্রতিক্রিয়ায় রাতারাতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম তেলাপোকার নানা ধরনের মিমে ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। মাত্র দুই মাসের মধ্যে সেই ছয় শব্দের পোস্ট, ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর মোদি সরকারের জন্য রাজপথের সবচেয়ে কঠিন আন্দোলনের চালিকাশক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'ককরোচ জনতা পার্টি' নামের ব্যঙ্গাত্মক প্ল্যাটফর্মটি আজ কোটি কোটি ভারতীয় তরুণের প্রধান প্রতিবাদী মঞ্চে পরিণত হয়েছে।

যে দেশে নানা ধরনের ফন্দিফিকির করে এক নির্বাচনে হারিয়ে দিয়ে মমতা ব্যানার্জির মতো প্রবীণ ক্যারিশম্যাটিক নেতাকে মোদি প্রায় রাজনীতির ময়দানছাড়া করে দিয়েছেন, সাহসী তরুণ অভিজিৎ বিদেশের নিরাপদ জীবন ছেড়ে জেন-জি প্রজন্মকে নেতৃত্ব দিতে আগাম ঘোষণা দিয়ে সেই দেশের রাজধানীতে উপস্থিত হয়ে প্রমাণ করেছেন একমাত্র তরুণরাই পারে পরিবর্তন *(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)*

ডা. মুহাম্মাদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ

বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবস ২০২৬

হেপাটাইটিসমুক্ত ভবিষ্যৎ গড়তে সচেতনতাই সবচেয়ে বড় শক্তি

প্রতি বছর ২৮ জুলাই বিশ্বজুড়ে পালিত হয় বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবস। দিবসটির উদ্দেশ্য হলো ভাইরাল হেপাটাইটিস সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, সময়মতো রোগ নির্ণয়, কার্যকর চিকিৎসা নিশ্চিত করা এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা জোরদার করা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার লক্ষ্য ২০৩০ সালের মধ্যে ভাইরাল হেপাটাইটিসকে জনস্বাস্থ্যের জন্য বড় হুমকি হিসেবে নির্মূল করা। কিন্তু সেই লক্ষ্য অর্জনে এখনও বড় চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে। আক্রান্ত মানুষের উল্লেখযোগ্য অংশ জানেনই না যে তারা ভাইরাস বহন করছেন। ফলে রোগ ধরা পড়ে তখনই, যখন লিভারের মারাত্মক ক্ষতি হয়ে গেছে।২০২৬ সালের প্রতিপাদ্য; 'হেপাটাইটিস: আসুন, বাধা ভেঙে এগিয়ে যাই'। এ প্রতিপাদ্যের মূল আহ্বান হলো অজ্ঞতা, কুসংস্কার, বৈষম্য, আর্থিক সীমাবদ্ধতা এবং স্বাস্থ্যসেবায় প্রবেশের প্রতিবন্ধকতা দূর করে সবার জন্য পরীক্ষা ও চিকিৎসা নিশ্চিত করা।

হেপাটাইটিস কী? হেপাটাইটিস হলো লিভারের প্রদাহ। ভাইরাসজনিত সংক্রমণ এর প্রধান কারণ হলেও অতিরিক্ত মদ্যপান, কিছু ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া, বিষাক্ত রাসায়নিক এবং অটোইমিউন রোগের কারণেও এটি হতে পারে। ভাইরাল হেপাটাইটিসের পাঁচটি ধরন -এ, বি, সি, ডি ও ই। এর মধ্যে হেপাটাইটিস বি ও সি সবচেয়ে বেশি উদ্বেগের কারণ। কারণ এগুলো দীর্ঘদিন নীরবে শরীরে থেকে লিভার সিরোসিস, লিভার বিকল হওয়া এবং লিভার ক্যানসারের মতো জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে। এ কারণেই হেপাটাইটিসকে 'নীরব ঘাতক' বলা হয়। অধিকাংশ রোগীর প্রাথমিক পর্যায়ে কোনো লক্ষণ থাকে না। ফলে একজন ব্যক্তি বছরের পর বছর স্বাভাবিক জীবনযাপন করলেও অজান্তেই অন্যদের মধ্যে সংক্রমণ ছড়াতে পারেন।

বৈশ্বিক ও বাংলাদেশের চিত্র:- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বে বর্তমানে প্রায় ২৪ কোটি মানুষ দীর্ঘমেয়াদি হেপাটাইটিস বি এবং ৪ কোটি ৭০ লাখ মানুষ হেপাটাইটিস সি নিয়ে বসবাস করছেন। প্রতিবছর প্রায় ১৮ লাখ নতুন সংক্রমণ এবং ১৩ লাখেরও বেশি মৃত্যু ঘটে হেপাটাইটিস-জনিত লিভার সিরোসিস ও লিভার ক্যানসারের কারণে। বাংলাদেশেও হেপাটাইটিস একটি গুরুত্বপূর্ণ জনস্বাস্থ্য সমস্যা। নবজাতকের টিকাদান কর্মসূচির কারণে হেপাটাইটিস বি সংক্রমণ কমলেও প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে সংক্রমণ এখনও উদ্বেগজনক। সচেতনতার অভাব, নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা না করা, সহজে পরীক্ষা ও চিকিৎসা না পাওয়া এবং সামাজিক ভয়ের কারণে অনেক রোগী দেরিতে চিকিৎসা গ্রহণ করেন। নিরাপদ রক্ত সঞ্চালন, জীবাণুমুক্ত চিকিৎসা সরঞ্জাম ব্যবহার, ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর স্ক্রিনিং এবং জনসচেতনতা আরও বাড়ানো জরুরি।

কীভাবে ছড়ায়? হেপাটাইটিস এ ও ই সাধারণত দূষিত খাবার ও পানির মাধ্যমে ছড়ায়। অন্যদিকে হেপাটাইটিস বি ও সি ছড়ায় সংক্রমিত রক্ত গ্রহণ, জীবাণুমুক্ত না করা সুচ-সিরিঞ্জ ব্যবহার, অনিরাপদ অস্ত্রোপচার বা দাঁতের চিকিৎসা, অনিরাপদ যৌন সম্পর্ক এবং সংক্রমিত মা থেকে নবজাতকের মধ্যে। রেজার, নখ কাটার যন্ত্র বা টুথব্রাশ ভাগাভাগি করেও সংক্রমণ হতে পারে। তবে করমর্দন, আলিঙ্গন, একসঙ্গে খাওয়া, কাশি-হাঁচি বা একই বাসন ব্যবহারের মাধ্যমে হেপাটাইটিস বি ও সি ছড়ায় না। তাই আক্রান্ত ব্যক্তির প্রতি সামাজিক বৈষম্য বা অযথা ভয় প্রদর্শনের কোনো যৌক্তিকতা নেই।

কারা বেশি ঝুঁকিতে? সংক্রমিত মায়ের নবজাতক, গর্ভবতী

নারী, স্বাস্থ্যকর্মী, ডায়ালাইসিস রোগী, বারবার রক্ত গ্রহণকারী ব্যক্তি, ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদক গ্রহণকারী, অনিরাপদ যৌন আচরণে অভ্যস্ত ব্যক্তি এবং কারাগারে থাকা জনগোষ্ঠী তুলনামূলক বেশি ঝুঁকিতে থাকেন।

লক্ষণ ও রোগ নির্ণয়:- প্রাথমিক পর্যায়ে অনেকের কোনো লক্ষণ থাকে না। পরে দুর্বলতা, জ্বর, ক্ষুধামন্দা, বমি, জন্ডিস, গাঢ় প্রস্রাব, পেটের ডান পাশে ব্যথা এবং শরীর চুলকানোর মতো উপসর্গ দেখা দিতে পারে। রোগ নির্ণয়ের জন্য HBsAg, Anti-HCV, HBV DNA, HCV RNA, Liver Function Test (LFT), আল্ট্রাসোনোগ্রাম এবং FibroScan গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা। ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তিদের নিয়মিত স্ক্রিনিং রোগ দ্রুত শনাক্ত করতে সহায়তা করে।

আধুনিক চিকিৎসায় আশার আলো

বর্তমানে হেপাটাইটিস বি সম্পূর্ণ নির্মূল করা না গেলেও কার্যকর অ্যান্টিভাইরাল ওষুধের মাধ্যমে ভাইরাস নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। অন্যদিকে হেপাটাইটিস সি আধুনিক Direct Acting Antiviral (DAA) ওষুধের মাধ্যমে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ নিরাময়যোগ্য। তাই রোগ ধরা পড়লেই হতাশ হওয়ার কারণ নেই; বরং দ্রুত চিকিৎসা শুরু করাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

হেপাটাইটিসে হোমিওপ্যাথিক ব্যবস্থাপনা

হোমিওপ্যাথির মূলনীতি হলো, 'রোগ নয়, রোগীর চিকিৎসা'। অর্থাৎ রোগীর শারীরিক গঠন, মানসিক অবস্থা, রোগের পর্যায়, উপসর্গের ধরন, লিভারের কার্যক্ষমতা, পূর্ববর্তী রোগের ইতিহাস এবং পরীক্ষার ফলাফল বিবেচনা করে ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিকিৎসা পরিকল্পনা করা হয়।

রোগীর উপসর্গ অনুযায়ী চেলিডোনিয়াম মেজাস, কার্ডুয়াস মেরিয়ানাস, লাইকোপোডিয়াম, নাক্স ভোমিকা, ফসফরাস, চায়না অফিসিনালিস, মার্কিউরিয়াস সলিউবিলিস, নেট্রাম সালফিউরিকাম, সালফার, আর্সেনিকাম অ্যালবাম, ব্রায়োনিয়া, পালসেটিলা, ক্যালকেরিয়া কার্বোনিকা, সেপিয়া, কালি মিউরিয়াটিকাম, ফেরাম ফসফরিকাম, আইরিস ভার্সিকালার, পোডোফাইলাম, কিওনান্থাস ভার্জিনিকা, মাইরিকা সেরিফেরা, হেপার সালফিউরিস, থুজা অক্সিডেন্টালিস, গ্রাফাইটিস, সিলিসিয়া এবং ফেরাম মেটালিকাম প্রভৃতি ওষুধ নিবন্ধিত ও অভিজ্ঞ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক প্রয়োজন অনুযায়ী বিবেচনা করতে পারেন।

তবে হেপাটাইটিসের জন্য কোনো নির্দিষ্ট হোমিওপ্যাথিক ওষুধ সবার ক্ষেত্রে সমানভাবে কার্যকরড়এমন নির্ভরযোগ্য বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই। তাই নিজে নিজে ওষুধ সেবন করা উচিত নয়। জন্ডিস, তীব্র দুর্বলতা, রক্তক্ষরণ, পেটে পানি জমা, অতিরিক্ত বমি বা অচেতনতার মতো লক্ষণ দেখা দিলে দ্রুত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে। হেপাটাইটিস বি ও সি-এর ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় আধুনিক অ্যান্টিভাইরাল চিকিৎসা, নিয়মিত ফলো-আপ ও পরীক্ষার বিকল্প নেই। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা গ্রহণ করলেও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে চলা জরুরি।

প্রতিরোধই সর্বোত্তম উপায়:- হেপাটাইটিস প্রতিরোধে সবচেয়ে কার্যকর ব্যবস্থা হলো হেপাটাইটিস বি টিকা। জন্মের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নবজাতককে এই টিকা প্রদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি নিরাপদ ও পরীক্ষিত রক্ত গ্রহণ, জীবাণুমুক্ত সুচ-সিরিঞ্জ ব্যবহার, নিরাপদ যৌন আচরণ, ব্যক্তিগত ব্যবহার্য সামগ্রী ভাগাভাগি না করা, নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত খাবার গ্রহণ এবং ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তিদের নিয়মিত স্ক্রিনিং নিশ্চিত করতে হবে।

সরকারের করণীয়:- হেপাটাইটিস নির্মূলে শুধু ব্যক্তি সচেতনতা যথেষ্ট নয়; সরকারেরও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রয়োজন। জেলা পর্যায়ে সহজলভ্য স্ক্রিনিং, সাশ্রয়ী চিকিৎসা, শতভাগ নবজাতক টিকাদান, নিরাপদ রক্ত সঞ্চালন, স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ এবং গণসচেতনতামূলক কর্মসূচি আরও জোরদার করতে হবে। পাশাপাশি গণমাধ্যম, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক সংগঠনকে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে এবং আক্রান্ত ব্যক্তিদের প্রতি সামাজিক বৈষম্য দূর করতে হবে।

শেষকথা:- হেপাটাইটিস একটি প্রতিরোধযোগ্য এবং অনেক ক্ষেত্রেই নিরাময়যোগ্য রোগ। তবুও সচেতনতার অভাব, দেরিতে রোগ শনাক্তকরণ এবং যথাসময়ে চিকিৎসা গ্রহণ না করার কারণে এটি এখনও বিশ্বব্যাপী লাখো মানুষের প্রাণ কেড়ে নিচ্ছে। বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য আমাদের একটি স্পষ্ট বার্তা দেয়ড়অজ্ঞতা, অবহেলা ও বৈষম্যের দেয়াল ভেঙে সবাইকে পরীক্ষা, টিকাদান এবং কার্যকর চিকিৎসার আওতায় আনতে হবে। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সম্মিলিত উদ্যোগে গড়ে উঠতে পারে হেপাটাইটিসমুক্ত বাংলাদেশ। সুস্থ লিভার মানেই সুস্থ জীবন, আর সেই লক্ষ্য অর্জনে সচেতনতাই আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি। **কলাম লেখক, জনস্বাস্থ্য বিশ্লেষক ও গবেষক**
প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, জাতীয় রোগী কল্যাণ সোসাইটি

ফ্যাসিবাদ ও আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে জাতির অঙ্গীকার

মেজর জেনারেল (অব.) এইচআরএম রোকন উদ্দিন

অনেক সমস্যার আবর্তে জুলাই বিপ্লবের দুবছর হয়ে গেল। জুলাই বিপ্লবের সাফল্য একটি জাতির অদম্য চেতনা ও সম্মিলিত ইচ্ছাশক্তির মহাকাব্যিক দলিল। এটি কোনো একক রাজনৈতিক দল, অভিজাত শ্রেণি বা মতাদর্শিক গোষ্ঠীর কৃতিত্ব ছিল না। বরং এটি ছিল একটি স্বতঃস্ফূর্ত ও প্রাকৃতিক জাতীয় জাগরণ-আঘাত, ক্ষোভ, আশা ও সংকল্পের একত্রিত বিস্ফোরণ, যা সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে একত্র করেছিল। এ বিপ্লব জন্ম নিয়েছিল বছরের পর বছর ধরে চলা নিপীড়ন, অবিচার ও রাজনৈতিক দমনের গভীর ক্ষত থেকে। এটি ছিল এমন একটি জাতির সম্মিলিত চিৎকার, যারা দীর্ঘদিন ধরে নীরব করে রাখা হয়েছিল, কিন্তু এখন এক কণ্ঠে বলে উঠেছিল : আর না! এই গণজাগরণের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল ছাত্রসমাজ-জাতির বিবেক ও অগ্রভাগের যোদ্ধারা। তাদের পাশে দাঁড়িয়েছিল শ্রমিক, কৃষক, শিক্ষক, পেশাজীবী এবং শিশু কোলে মায়েরা। সবাই একটি লক্ষ্যেই ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল-স্বৈরশাসন থেকে মুক্তি ও গণতান্ত্রিক মর্যাদার পুনঃপ্রতিষ্ঠা। তারা সম্মিলিতভাবে ভেঙে দিয়েছিল সেই ভয়ের দুর্গ, যার ওপর দীর্ঘদিন ধরে দাঁড়িয়ে ছিল আওয়ামী লীগের ফ্যাসিবাদী শাসনব্যবস্থা। এটি কোনো বিদেশি সহায়তায় নয়, বরং দেশের মানুষের অভ্যন্তরীণ ন্যায়ের প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও স্বাধীনতার তৃষ্ণা থেকেই জন্ম নিয়েছিল। আর তাই, যখন বিপ্লবের পতাকা উড়ল এবং ভয়ভীতির প্রাচীর ভাঙতে শুরু করল, তখন জনগণ একটি জাতীয় শপথ নিল-আর কখনো বিভাজন ও দাসত্বের শৃঙ্খলে ফিরে যাবে না।

কিন্তু ইতিহাস আমাদের শিক্ষা দেয়, একটি শাসন পতনের পরেই মূল সংগ্রাম শুরু হয়। সামনে যে পথ, তা কণ্টকাকীর্ণ-চোখে দেখা যায় এমন শত্রুর চেয়ে গোপন ষড়যন্ত্র আরও বিপজ্জনক। সেই পুরোনো শক্তিরাই এখন ছদ্মবেশে-কখনো আমলাতন্ত্রে, কখনো বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থার প্রভাবক, আবার কখনো অভ্যন্তরীণ সুবিধাভোগী রূপে-বিপ্লবের চেতনা হাইজ্যাক করার চক্রান্তে লিপ্ত। এটি আত্মতৃপ্ত হওয়ার সময় নয়-এটি স্পষ্টতা, অঙ্গীকার এবং টানা লড়াইয়ের সময়। যে স্বপ্নে লাখো মানুষ জেগে উঠেছিল, সেই স্বপ্নকেই এখন বাস্তব নির্মাণে রূপ দিতে হবে-চিন্তায়, কাঠামোয় ও জাতীয় চরিত্রে। জুলাই বিপ্লব তার পূর্ণতা পাবে তখনই, যখন সেই নতুন বাংলাদেশ বাস্তবিক অর্থে গড়ে উঠবে। এখন, যখন বিপ্লবের ধুলো একটু একটু করে বসে যাচ্ছে, ঠিক তখনই একটি ভয়ংকর নতুন যুদ্ধের মঞ্চ প্রস্তুত হচ্ছে-এটি আর উন্মুক্ত দমন নয়,

এটি আর রক্তাক্ত বিদ্রোহ নয়। এটি হচ্ছে : তথ্যযুদ্ধ, মানসিক ধোঁয়াশা এবং কৌশলগত ষড়যন্ত্র।

বর্তমানে এটা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, পতিত স্বৈরাচারের প্রতি অনুগত গোষ্ঠীগুলো এবং সীমান্তপারের প্রভাবশালী শক্তিগুলো একত্রে কাজ করছে-নতুন করে গড়ে ওঠা জাতীয় ঐক্যকে ধ্বংস করতে এবং জনগণের বিপ্লবকে ব্যর্থ করতে। এই অভ্যন্তরীণ সুযোগসন্ধানী ও বিদেশি ষড়যন্ত্রীদের জোট এখন একটি ভয়ংকর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে-ট্যাংক বা পুলিশি দমন-পীড়নের মাধ্যমে নয়, বরং প্রচারণা, গুজব, ছলনামূলক কূটনীতি এবং মানসিক যুদ্ধের মাধ্যমে। তাদের লক্ষ্য অত্যন্ত সরল কিন্তু মারাত্মক : বিপ্লবের চেতনাকে ভিতর থেকে দুর্বল করে দেওয়া, জনগণের মধ্যে আবার বিভাজন সৃষ্টি করা, এবং নতুন বাংলাদেশের অঙ্কুরোদ্গম হওয়ার আগেই তাকে ধ্বংস করে দেওয়া। সবচেয়ে উদ্বেগজনক ও অস্বীকারযোগ্য নয় এমন সত্য হলো-ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর সরাসরি হস্তক্ষেপ বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে। বহুদিন ধরেই তারা ঢাকা শহরের রাজনৈতিক কাঠামোয় ছায়াময় প্রভাব বিস্তার করে আসছে, কিন্তু এখন তারা প্রকাশ্যেই তৎপর-নতুন সরকারের পথযাত্রা ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ধারাকে ব্যাহত করার লক্ষ্যে। তাদের উদ্দেশ্য কৌশলগত ও লেনদেনভিত্তিক-বাংলাদেশে এমন একটি সরকার নিশ্চিত করা যা ভারতের আঞ্চলিক নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক এবং ভূরাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষা করবে, জনগণের ইচ্ছা প্রকাশ করে কিনা তা তাদের কাছে গৌণ। এ উদ্দেশ্যে তারা ব্যবহার করছে-সাইবার অনুপ্রবেশ, কূটনৈতিক চাপ, অর্থনৈতিক ব্ল্যাকমেইল, এমনকি রাস্তায় বিশৃঙ্খলাকারী গোষ্ঠীকে অর্থায়ন।

তারা সমন্বিতভাবে ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম পরিচালনা করেছে-ঐতিহাসিক জুলাই বিপ্লবকে হেয় ও অস্বীকার করা, রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম ব্যাহত করা, সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য সাজানো ঘটনা ও প্রভাবিত মিডিয়া রিপোর্ট প্রকাশ করা। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, যেগুলো জনগণের সেবায় নিয়োজিত থাকার কথা, সেগুলোর অনেক আজও আগের সরকারের নিযুক্ত অনুগতদের দ্বারা দখলীকৃত-যাদের নিয়োগ হয়েছিল দক্ষতার জন্য নয়, বরং অন্ধ আনুগত্যের বিনিময়ে। এই অভ্যন্তরীণ গোষ্ঠী আজও নীরব, নিষ্ক্রিয় কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে বাধাদানকারী হয়ে আছে, যখন দেশটির সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ঐক্য, দক্ষতা ও সংস্কারের। তাদের এই নিষ্ক্রিয়তা নিরপেক্ষ নয়-এটি ধীর বিষক্রিয়ার মতো বিশ্বাসঘাতকতা।

কিন্তু এর চেয়েও বেশি মারাত্মক হলো ভুয়া ও ষড়যন্ত্রমূলক বয়ান তৈরির আন্তর্জাতিক প্রচারণা। একটি সুস্পষ্ট প্যাটার্ন লক্ষ্য করা যাচ্ছে-পুনরাবৃত্তি ও কৃত্রিমভাবে তৈরি কিছু বিষয়ের জোরালো প্রচার চালানো হচ্ছে : ‘ইসলামিক মৌলবাদ মাথাচাড়া দিচ্ছে’-এই ভীতিজনক বয়ানটি পশ্চিমা বিশ্বের নিরাপত্তা মনস্তত্ত্বকে ঘুচাতে ব্যবহৃত হচ্ছে। সংখ্যালঘু নির্যাতনের অভিযোগ-যেগুলো উদ্দেশ্যমূলকভাবে অতিরঞ্জিত বা সম্পূর্ণ মনগড়া, যাতে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা ও বিদেশি কূটনীতিকদের হস্তক্ষেপ আহ্বান করা যায়। এই গল্পগুলো সত্য বা সহানুভূতির জায়গা থেকে তৈরি নয়, বরং এগুলো কৌশলগতভাবে তৈরি করা মিথ্যা, যার উদ্দেশ্য হলো সন্দেহ সৃষ্টি, জনগণকে বিভক্ত করা, বিপ্লবকে অবৈধ প্রমাণ করা এবং ‘সহানুভূতির ছায়ায়’ বিদেশি হস্তক্ষেপের পথ প্রশস্ত করা। যারা এ বয়ানগুলোর কারিগর, তারা জানে দুর্বল রাষ্ট্রগুলোর ওপর কীভাবে আন্তর্জাতিক প্রচারণাকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে হয়।

আজকের জনগণ অনেক বেশি সচেতন। তারা দেখতে পেয়েছে কীভাবে আগের সরকার ছিল বিদেশি স্বার্থের প্রতিনিধি। এখনকার দেশপ্রেমিকরা জানে-মুক্তি কোনো একদিনের ঘটনা নয়, এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া-যা প্রতিদিন রক্ষা করতে হয় মিথ্যা, ষড়যন্ত্র এবং বিশ্বাসঘাতকদের হাত থেকে। এ সময় আমাদের দরকার শুধু আবেগতাড়িত ঐক্য নয়, কৌশলগত স্পষ্টতা, তথ্য-সচেতনতা, প্রাতিষ্ঠানিক সতর্কতা ও সত্যের প্রতি আপসহীন দায়বদ্ধতা। কোনো গুজব যেন প্রশ্নহীন না থাকে, কোনো চক্রান্ত যেন অবহেলায় পার পেয়ে না যায়, কোনো বিশ্বাসঘাতক যেন চিহ্নিত না হয় এমনভাবে। এ দেশের শত্রু-তারা হোক বিদেশি দূতাবাসে, কিংবা স্থানীয় বোর্ডরুমে-তাদেরকে সাহসিকতা, প্রমাণ এবং জাতীয় সংকল্পের মাধ্যমে মোকাবিলা করতেই হবে। বাংলাদেশ রক্ত ও ত্যাগের বিনিময়ে তার বিপ্লব অর্জন করেছে। এখন সময় এসেছে সেই বিপ্লবকে শৃঙ্খলা, প্রজ্ঞা ও অবিচল ঐক্যের *(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)*

জ্যামাইকায় বাংলাদেশী আমেরিকান অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত মেডিকেল ও ডেন্টাল অফিস

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়।

Cell: 718-864-8882

আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সিওরেন্স গ্রহণ করি।

Dr. Mohammad M. Rahman, MD
Attending Physician, NYU School of Medicine

Board Certified in Internal Medicine, Geriatrics, Hospice & Palliative Care Medicine

Astoria Office
30-04 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500
www.drmrahman.com

718-526-0700

অভিজ্ঞ ডেন্টিষ্ট

Digital Xray সহ সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে অত্যন্ত যত্নসহকারে শিশু, বয়োজেষ্ঠ সহ সবার দাঁতের সকল প্রকার চিকিৎসা করা হয়।

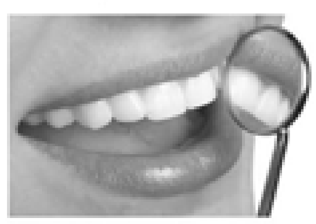

We Do Implant

Dr. Siddiqur Rahman D.D.S.

We accept Medicaid, Metro Plus, Health Plus, Wellcare, Fidelis, Health First, United Health Care, Affinity & Other PVT. INS.

Dental Office

Monday	: 2-7 PM
Tuesday	: 2-7 PM
Wedbesday	: 12-5 PM
Thursday	: 2-7 PM
Friday	: 2-7 PM
Saturday	: 11-5PM

Jamaica Office
170-12, Highland Ave,
Jamaica NY 11432
Tel: 718-526-0700

MEDICAL & DENTAL OFFICE
170-12, HIGHLAND AVE, JAMAICA, NY 11432

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

আমি কি দু'টো সুস্পষ্ট পথ দেখাইনি?

জাফর আহমাদ

মহান আল্লাহ মানুষদেরকে দু'টো পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। এবং সাথে সাথে উভয় পথের পরিনাম ও পরিণতিও বলে দিয়েছেন। কোন রাস্তা ধরে পথ হাটলে সোজা জান্নাতে গিয়ে যাত্রা শেষ হবে আবার কোন রাস্তা ধরে হাটলে সোজা জাহান্নমের অতল গহ্বরে নিপতিত হতে হবে।দু'টো পথই মহান আল্লাহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"আমি কি তাকে দু'টি সুস্পষ্ট পথ দেখাইনি? কিন্তু সে দূর্গম গিরি পথ অতিক্রম করার সাহস করেনি।তুমি কি জানো সেই দুর্গম গিরিপথটি কি? কোন গলাকে দাসত্বমুক্ত করা অথবা অনাহারের দিন কোন নিকটবর্তী এতিম বা ধূলি মলিন মিসকিনকে খাবার খাওয়ানো। তারপর তাদের মধ্যে শামিল হওয়া যারা ঈমান এনেছে এবং যারা পরস্পরকে সবর ও রহম করার উপদেশ দেয়।"(সুরা বালাদ: ১০-১৭)

মহান আল্লাহ মানুষকে শুধুমাত্র জ্ঞান-বুদ্ধি ও চিন্তার শক্তি দান করে তাকে নিজের পথ নিজে খুঁজে সেবার জন্য ছেড়ে দেননি বরং তাকে ভালো-মন্দ ও, জান্নাত-জাহান্নামের পথও দেখিয়ে দিয়েছেন। এটিও মহন আল্লাহ করুণাময়ের এক বিশেষ দান। তার সামনে ভালো ও মন্দ করে তার মধ্য থেকে নিজ দায়িত্বে যে পথটি ইচ্ছা সে গ্রহণ করতে পারে। সুরা দাহরেও এই একই কথা বলা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে:"আমি মানুষের একটি মিশ্রিত বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছি, যাতে তার পরীক্ষা নেয়া যায় এবং এ উদ্দেশ্যে আমি তাকে শ্রবন শক্তি ও দৃষ্টিশক্তির অধিকারী করেছি। আমি তাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছি. চাইলে সে শোকরকারী হতে পারে বা কুফরকারী।"(আয়াত ২-৩) প্রত্যেক মানুষকে জ্ঞান ও বিবেক-বুদ্ধিও যোগ্যতা দেয়ার সাথে সাথে তাকে একটি নৈতিক বোধ ও অনুভূতি দেয়া হয়েছে যার সাহায্যে সে প্রকৃতিগতভাবেই ভাল ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য করে, কিছু কাজ-কর্ম ও বৈশিষ্ট্যকে খারাপ বলে জানে যদিও সে নিজেই তাতে লিপ্ত। আবার কিছু কাজ-কর্ম ও গুণাবলীকে ভাল বলে মনে করে যদিও সে নিজে তা থেকে দূরে অবস্থান করে। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা বিবেক (তিরস্কারকারী নফস) বলে একটি জিনিস রেখে দিয়েছেন। যখন সে কোন মন্দ কাজ করতে উদ্যত হয় অথবা করতে থাকে অথা করে ফেলে তখন এ বিবেকই তাকে দংশন করে।

দু'টি পথের পরিচয় হলো, একটি পথ উপড়ের দিকে চলে গেছে আর অন্যটি নীচের দিকে। প্রথমটি পথটি অত্যন্ত কষ্টসাধ্য পথ। যাকে আল্লাহ তা'আলা পর্বতশৃংগের দুর্গমগিরি পথ বলে উল্লেখ করেছেন। নিজেকে কোন কঠিন ও পরিশ্রম সাধ্য কাজে নিযুক্ত করা। আর পর্বতশৃংগে যারার জন্য পাহাড়ের মধ্য দিয়ে যে দুর্গম পথ অতিক্রম করতে হয় তাকে বলা হয় আকাবাহ। অর্থৎ এখানে বলা হচ্ছে, দুটি পথ আমি তাকে দেখিয়েছি। একটি গেছে ওপরের দিকে। কিন্তু সেখানে যেতে হলে খুব কষ্ট ও পরিশ্রম করতে হয়। সে পথটি বড়ই দুর্গম। সে পথে যেতে হলে মনুষকে নিজের প্রবৃত্তি ও তার আখাংকা এবং শয়তানের প্ররোচনার সাথে লড়াই করে এগিয়ে যেতে হয়।

দ্বিতীয় পথটি বড়ই সহজ। এটি খাদের মধ্যে নেমে গেছে। এই পথ দিয়ে নেমে যাবার জন্য কোন পরিশ্রমের

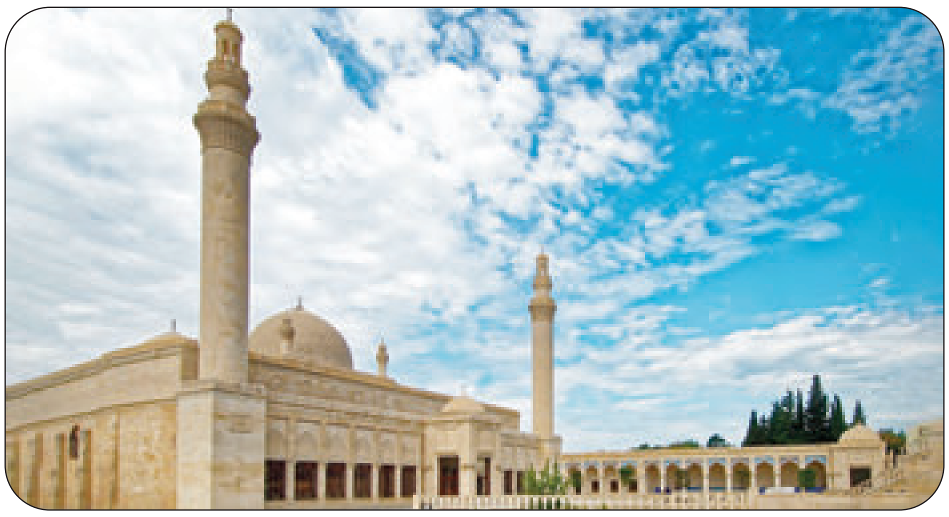

প্রয়োজন হয় না। বরং এ জণ্য শুধুমাত্র নিজের প্রবৃত্তির বাঁধনটা একটু আলগা করে দেয়াই যতেষ্ট। তারপর মানুষ আপনা আপনি গড়িয়ে যেতে থাকবে। এখন যে ব্যক্তি দু'টি পথই দেখিয়ে দেয়ার পরও নীচের দিকে নেমে যাওয়ার পথটি গ্রহণ করে নিয়েছে এবং ওপরের দিকের পথটি পরিত্যাগ করেছে সে সোজা গিয়ে জাহান্নামে নিপতিত হবে।

উপরের দিকে চলে যাওয়া পথটির পরিচয় দু/তিনটি সংক্ষিপ্ত আয়াতে বর্ণনা করেছেন কিন্তু এর উপলব্ধির গভীরতা অত্যন্ত ব্যাপক। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তুমি কি জানো সেই দুর্গম গিরিপথটি কি? কোন গলাকে দাসত্বমুক্ত করা অথবা অনাহারের দিন কোন নিকটবর্তী এতিম বা ধূলি মলিন মিসকিনকে খাবার খাওয়ানো। তারপর তাদের মধ্যে শামিল হওয়া যারা ঈমান এনেছে এবং যারা পরস্পরকে সবর ও রহম করার উপদেশ দেয়। তারপর (এই সংগে) তাদের মধ্যে শামিল হওয়া যারা ঈমান এনেছে এবং যারা পরস্পরকে সবর ও রহম করার উপদেশ দেয়।"(সুরাবালাদ:১২-১৭)

সুরা বালাদের প্রথম দিকের আয়াতে অমিতব্যয়িতার কথা বলা হয়েছে। নিজের শ্রেষ্ঠত্বের প্রদর্শনী ও অহংকার প্রকাশ করার জন্য সে অর্থের অপচয় করতো। তাই এখানে তার মোকাবেলায় এমন ব্যয় ও ব্যয়ক্ষেত্রের কথা বলা হয়েছে যা মানুষের নৈতিক অধপতন রোধ করে তাকে উন্নতির দিকে নিয়ে যায়। কিন্তু এতে প্রবৃত্তির কোন সুখানুভব নেই। বরং এ জন্য মানুষকে প্রবৃত্তির ওপর জোর খাটিয়ে ত্যাগের মহড়া দিতে হয়। নিজেই কোন দাসকে দাসমুক্ত করে সেই ব্যয়ের দৃষ্টান্ত পেশ করা যায়। অথবা তাকে আর্থিক সাহায্য করা যেতে পারে। তার ফলে সে নিজের মুক্তিপণ আদায় করে মুক্ত হতে পারে। অথবা অর্থ সাহায্য করে কোন গরীবের গলাকে ঋণমুক্ত করা যেতে পারে। অথবা কোন অসচ্ছল ব্যক্তি যদি কোন অর্থদণ্ডের বোঝার তলায় চাপা পড়ে গিয়ে থাকে তাহলে তাকে তা থেকে উদ্ধার করা যেতে পারে। অনুরূপভাবে কেন নিকটবর্তী এতম এবং কোন ধরনের অভাবীকে আহার করিয়ে এই অর্থ ব্যয় করা যায়। নৈতিক উন্নতির পথটি এই দুর্গম গিরিমপথটি অতিক্রম করেই এগিয়ে গেছে।

এই আয়াতগুলোতে যেসব সৎকাজের উল্লেখ করা হয়েছে রাসুলুল্লাহ সা: তাঁর বিভিন্ন বাণীর মাধ্যমে সেগুলোর বিপুল মর্যাদা ও সওয়াবের কথ ঘোষনা করেছেন। হযরত আবু হুরাইরা রা: থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সা: বলেন: যে ব্যক্তি একজন মুমিন গোলামকে আযাদ করে আল্লাহ ঐ গোলামের প্রতিটি অংগের বদলে আযাদকারীর প্রতিটি অংগকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাবেন। হাতের বদলে হাত, পায়ের বদলে পা এবং লজ্জাস্থানের বদলে লজ্জাস্থান।(বুখারী: ২৫১৭, ৬৭১৫, কিতাবুল ইতক, বাবু ফি ইতকে ওয়া ফাদলিহি, মুসলিম, তিরিমিযি, নাসাঈ ও মুসনাদে আহমাদ ইফা:২৩৫১, আ প্র:২৩৩৪) হযরত আবু হুরাইরা রা বলেন, এ ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সা: এর কাছে অভিযোগ করেন, আমার মন বড় কঠিন। রাসুলুল্লাহ সা: জবাবে বললেন, এতিমের মাথায় হাত বুলাও এবং মিসকিনকে আহার করাও।(মুসনাদে আহমাদ)

উপরে উল্লেখিত গুণাবলী অর্জনের সাথে সাথে তার জন্য মু'মিন হওয়াও জরুরী। কারণ ঈমান ছাড়া কোন কাজ সৎকাজ হিসেবে চিহ্নিত হতে এবং আল্লাহর কাছে গৃহীত হতে পারে না। কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে ঈমান সহকারে যে সৎকাজ করা হয় একমাত্র সেটিই নেকী ও মুক্তির উপায় হিসেবে গৃহীত হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,"পুরুষ বা নারী যে ব্যক্তিই সৎকাজ করবে সে যদি মু'মিন হয়, তাহলে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"(সুরা নিসা: ১২৪) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,"পুরুষ বা নারী যে ব্যক্তিই সৎকাজ করবে সে যদি মু'মিন হয়, তাহলে আমি তাকে পবিত্র জীবন যাপন করাবো এবং এই ধরনের লোকদেরকে তাদের সর্বোত্তম কাজ অনুযায়ী প্রতিদান দেবো।"(সুরা নাহল:৯৭) যে কোন ব্যক্তিই কুরআন মাজীদ অধ্যায়ন করলে দেখতে পাওয়া যায় এ কিতাবের যেখানেই সৎকাজ ও তার উত্তম প্রতিদানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেখানেই অবশ্যই তার সাথে ঈমানের শর্ত লাগানো হয়েছে। ঈমান বিহীন আমল আল্লাহর কাছে কোথাও গ্রহণযোগ্য হয়নি। কোথাও এ ধরনের কাজের বিনিময়ে কোন প্রতিদানের আশ্বাস দেয়া হয়নি।

সৎ পথের অনুসারীর দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যকে দু'টি ছোট ছোট বাক্যে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এই সমাজের সদস্যরা পরস্পরকে সবর করার উপদেশ দেবে এবং দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তারা পরস্পরকে রহম ও পরস্পরের প্রতি স্নেহার্দ্র ব্যবহারের উপদেশ দান করবে। একজন মু'মিনের সমগ্র জীবনই সবরের জীবন বলা যায়। ঈমানের পথে পা রাখার সাথে সাথেই মানুষের সবরের পরীক্ষা শুরা হয়ে যায়। প্রথমত নফসের সাথে দ্বন্ধ শুরু হয়, তখন তার নিজেকে প্রতিরক্ষার প্রধান অস্ত্র হলো সবর। আল্লাহর প্রতিটি বিধান সম্পাদনের ক্ষেত্রে সবরের প্রয়োজন হয়। আল্লাহ যেসব জিনিস হারাম করেছেন সবরের সাহায্য ছাড়া সেগুলোর হাত থেকে রেহাই পাওয়াও কঠিন। নৈতিক অসৎবৃত্তি পরিহার করা ও সৎবৃত্তি অবলম্বন করার জন্য সবরের প্রয়োজন। প্রতি পদে পদে গোনাহ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে। তার মোকাবেলা করা সবর ছাড়া সম্ভব নয়। জীবনের এমন সময় বহু সময় আসে যখন আল্লাহর আইনের আনুগত্য করলে বিপদ-অপদ, কষ্ট, ক্ষতি ও বঞ্চনার সম্মুখীন হতে হয়। আবার এর বিপরীত পক্ষে নাফরমানির পথ অবলম্বন করলে লাভ, ফায়দা, আনন্দ ও ভোগের পেয়ালা উপচে পড়তে দেখা যায়। সবর ছাড়া কোন মু'মিন এ পর্যায়গুলো নির্বিঘ্নে অতিক্রম করতে পারে না। ঈমানের পথ অবলম্বন করতেই মানুষ বিরোধীতার সম্মুখীন হয়। নিজের কাছের লোকজন বিরোধীতায় লিপ্ত হয়। আল্লাহর পথে হিজরত ও জিহাদও করতে হয়। এসব অবস্থায় একমাত্র সবরের গুণই মানুষকে সত্য *(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)*

ইসলামে প্রতিবেশীর অধিকার

আবুল বাশার

ইসলাম একটি ভারসাম্যপূন্য সমাজ বান্ধব জীবনব্যবস্থা যার বিচরণ ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে সমাজ রাষ্ট্র এমন কি আন্তর্জাতিক পরিমন্ডল পর্যন্ত বিস্তৃত। মানুষ জন্মগত ভাবেই সামাজিক জীব এবং পরস্পর পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীল। তাই সমাজের শান্তি শৃঙ্খলার জন্য পরস্পর সুহাদ্য সম্পর্ক থাকা অপরিহার্য। ইসলাম প্রতিবেশীর মধ্যে সুসম্পর্ক রাখার জন্য বেশ গুরুত্ব আরোপ করেছে। "তোমরা সদয় ব্যাবহার করো আত্মীয় প্রতিবেশী,অনাত্মীয় প্রতিবেশী,এবং পার্শ্বসাথী,"(সূরা নিসা আয়াত ৩৬)।

প্রতিবেশী কারা।

সাধারণভাবে বাড়ির আশে পাশে যারা বাস করে তাদেরকেই প্রতিবেশী বলা হয়। এছাড়াও সহকর্মী, সহ ব্যবসায়ী,যাত্রাপথের সাথীদেরকেও প্রতিবেশী বলা হয়ে থাকে। রাসুল সা: কে প্রশ্ন করা হলো প্রতিবেশীর সীমানা কতটুকু, রাসুল সা: উত্তরে বললেন:-ডানে চল্লিশ, বামে চল্লিশ সামনে চল্লিশ,পিছনে চল্লিশ ঘর। মানুষের সব চাইতে কাছের মানুষ হলো প্রতিবেশী, কেননা বিপদে আপদে সুখে দু:খে নিজের রক্তের সম্পর্কের আগেই প্রতিবেশীই খবর পায় এবং এগিয়ে আসে। তাই প্রতিবেশীই বেশী আপন। অতএব প্রতিবেশীর সাথে সুসম্পর্ক রাখার ব্যপারে ইসলাম বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। এ ছাড়াও অসংখ্য হাদিসের মাধ্যমে রাসুল সা: প্রতিবেশীর সাথে সুসম্পর্ক রাখার তাকিদ দিয়েছেন।

এখানে মুসলিম অমুসলিম প্রতিবেশী উভয়ের প্রতিই গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

১. হযরত আবু শুরাইহ বর্ননা করেন,রাসুল সা: বলেছেন:-"যে ব্যাক্তি আল্লাহ ও শেষ বিচার দিবসের উপরে বিশ্বাস রাখে,সে যেন তার প্রতিবেশীকে সন্মান করে।" (বুখারী ৬০১৮)।

অন্য হাদিসে বলেছেন:-যে ব্যাক্তি আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে সে যেন তার প্রতিবেশীর সাথে সদাচারণ করে," (মুসলিম, ১৮৫)।

অন্য এক হাসিসে রাসুল সা: বলেছেন:-যে ব্যাক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়।(মুসলিম, হাদিস ১৮৩)।

* ২.হযরত আয়িশা রা: বর্নিত রাসুল সা: বলেছেন:- হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন,রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,জিবরাঈল

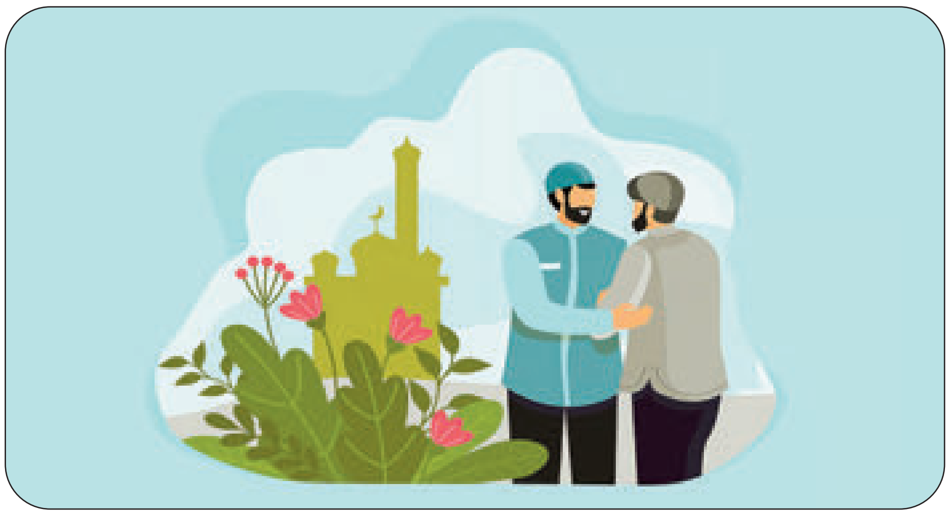

আ:আমাকে প্রতিবেশী সম্পর্কে এতো অধিক নসিহত করতে থাকেন যে,আমি মনে মনে ভাবলাম,তিনি হয়তো প্রতিবেশীকে আমার ওয়ারিস বানিয়ে দিবেন(বুখারি, মুসলিম, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, হিব্বান)

অভাব অনটনে প্রতিবেশীকে সাহিয্য করার জন্য ইসলাম তাকিদ দিয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস রা: থেকে বর্নিত রাসুল সা: বলেছেন:-ওই ব্যাক্তি মুমিন নয়,যে ব্যাক্তই উদর পূণ্য করে খেল আর তার প্রতিবেশী অভুক্ত থাকে,(আদাবুল মুফরাদ হাদিস নং ১১২)।

ও অমুসলিম প্রতিবেশীর সাথে সুসম্পর্ক

৩।হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুল সা: এর জন্য একটি ছাগল জবেহ করা হলে তিনি তার গোলামকে বলতে লাগলেন,তুমি কি আমাদের ইয়াহুদি প্রতিবেশীকে তা দিয়েছো?তিনি এ কথা দুইবার বলেছেন।

সর্বোত্তম প্রতিবেশী

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,আল্লাহর কাছে সেই সঙ্গী উত্তম যে নিজ সঙ্গীদের কাছে উত্তম। আল্লাহর কাছে সেই প্রতিবেশী উত্তম যে নিজ প্রতিবেশীদের কাছে উত্তম।'(তিরমিজি, আদাবুল মুফরাদ, আবু দাউদ)।

রাসুল সা: আরো বলেছেন:- তোমরা যখন তরকারী রান্না করবে তখন তরকারীতে একটু জোল বেশী দিবে এবং তরকারী মধ্য তোমার প্রতিবেশীকে শরিক করবে।

প্রতিবেশী জান্নাতি ও জাহান্নামি হওয়ার কারণ

হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা হলো- ইয়া রাসুলাল্লাহ! অমুক নারী সারা রাত নামাজ পড়ে; সারা দিন রোজা রাখে; ভালো কাজ করে; দান-সাদকা করে আবার নিজ প্রতিবেশীদেরকে মুখের কথায় কষ্ট দেয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,'তার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই, সে জাহান্নামি। পুনরায় সাহাবিগণ বলেন,অমুক নারী ফরজ নামায পড়ে,বস্ত্র দান করে এবং কাউকে কষ্ট দেয় না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, সে জান্নাতি।'(আবু দাউদ, মুসনাদে আহমাদ,মুস্তাদরেকে হাকেম,ইবনে হিব্বান, মুসনাদে বাযযার ও আদাবুল মুফরাদ)।

ঙরাসুল সা: বলেন :-তোমরা প্রতিবেশীরা পরস্পর হাদিয়া বিনিময় করো এতে তোমাদের মধ্য ভালোবাসা সৃষ্টি হবে।(হাদিস আদাবুল মুফরাদ হা নং৫৯৪)।

*প্রতিবেশীর হক কি কি?।

ইসলামে প্রতিবেশীর প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এ মর্মে কুরআন-সুন্নায় তাদের প্রতি করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়ে অনেক কথা বর্ণিত হয়েছে।নিম্নে ইসলামের দৃষ্টিতে প্রতিবেশীর প্রতি কতিপয় হক অধিকার উল্লেখ করা হল: তাকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা; ২) সে কষ্ট দিলে যথাসম্ভব ধৈর্য ধারণ *(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)*

বসার ঘরের কাব্যপাঠ : মননশীল আড্ডার আলোয় সাহিত্যচর্চা

আব্দুল কাদের

জ্ঞানের অন্বেষণে অধ্যবসায়ের যেমন অন্ত নেই, তেমনি মানুষের শিল্পানুরাগী কৌতূহলও চিরপ্রবহমান। বাংলা একাডেমি কিংবা স্বনামধন্য সাহিত্যপত্রিকার পাতা উল্টালে একটি সত্য অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, কেবল ব্যক্তিগত সদিচ্ছা কিংবা আবেগ দিয়ে কাব্যসাধনা কখনো পূর্ণতা লাভ করে না। মানসম্মত সাহিত্য সৃষ্টির নেপথ্যে প্রয়োজন হয় সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা, অনুকূল পরিবেশ, নিঃসঙ্কোচে শেখার আগ্রহ এবং অভিজ্ঞজনের সুনিবিড় সান্নিধ্য। প্রতিটি শিল্পেরই নিজস্ব ব্যাকরণ রয়েছে, আর সাহিত্যের রয়েছে নিজস্ব রূপায়ণরীতি ও নির্মাণশৈলী। কবিতা নিছক কিছু পঙক্তির সাদামাটা বিন্যাস নয়, বরং কবিতা হলো ভাষার এক সূক্ষ্ম ও নান্দনিক স্থাপত্য।

বিশিষ্ট কবি ও বিদগ্ধ সমালোচকদের মতে, কবিতা রচনার গভীর অন্তস্তলে কিছু মৌলিক জিজ্ঞাসা সর্বদা ক্রিয়াশীল থাকে। যেমন একটি পঙক্তির পর অন্য পঙক্তিটি ঠিক কোন অনিবার্য টানে এসে উপস্থিত হয়, সামান্য একটি শব্দের রদবদল কীভাবে পুরো পঙক্তির আবেগের তীব্রতা আমূল বদলে দিতে পারে এবং বাক্যের কোথায় সামান্য বিরতির প্রয়োজন পড়ে কিংবা কোথায় গভীর নীরবতাই সবচেয়ে শক্তিশালী ভাষা হয়ে ওঠে। এই নান্দনিক বিষয়গুলোর যথাযথ মীমাংসা কেবল নিভৃতে ব্যক্তিগত সাধনায় সম্ভব হয় না। মুক্ত আলোচনা, নিয়মিত পঠনচক্র এবং অভিজ্ঞতা আদানপ্রদানের যৌথ পরিসরে এই বিষয়গুলো অনেক বেশি সহজ ও বোধগম্য হয়ে ওঠে। আমাদের সাহিত্যিক ঐতিহ্যের পরতে পরতে যৌথ চর্চার এই গুরুত্ব সবসময় পরম আদরের সঙ্গে স্বীকৃত হয়ে এসেছে।

সাহিত্যের ভূগোলে কবিতা ও সৃজনশীল সাহিত্য নিয়ে পথ চলা এক গভীর আনন্দের ব্রত ও মননশীল সাধনা। এখানে কেবল অভিধান ঘেঁষে কঠিন বা ভারী কোনো প্রতিশব্দ জোড়াতালি দিয়ে বসিয়ে দেওয়া সাহিত্যের কাজ নয়, বরং এর মূল লক্ষ্য হলো মানুষের অন্তরের বহমান অনুভূতি, হাসি-কান্না ও মরমী আকৃতিকে নিখুঁতভাবে মূর্ত করে তোলা। কালান্তরের দীর্ঘ ইতিহাস, সমাজবাস্তবতার নানা রূপ এবং মানবজীবনের অন্তিম সত্য এই সৃষ্টির ক্যানভাসে অত্যন্ত জীবন্তভাবে প্রতিফলিত হয়। একজন নবীন লেখকের কাছে এই সৃজনশীল জগৎ এক অফুরন্ত সম্ভাবনার ক্যানভাস। সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য এবং সাহিত্যের সঠিক পথ চেনার জন্য সবার আগে প্রয়োজন একটি সুস্থ, মননশীল ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ। সাহিত্যের সুদীর্ঘ ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখা যায়, প্রাতিষ্ঠানিক আনুষ্ঠানিকতার বাইরে গিয়ে ঘরোয়া আলোচনা, ছোট পরিসরের আড্ডা কিংবা নিভৃত পঠনচক্র থেকেই যুগে যুগে বহু স্মরণীয় সাহিত্যিক ধারা ও আন্দোলন গড়ে উঠেছে। কারণ, মানুষের একক চিন্তার পরিধি যতই বিস্তৃত হোক না কেন, যৌথ ভাবনার আলোয় মিলিত হলে অনুভূতির দিগন্ত আরও বহুগুণ প্রসারিত হয়।

আমাদের একান্ত ও মার্জিত প্রত্যাশা, সমাজের প্রতিটি ঘরে ঘরে সাহিত্য ও সংস্কৃতির আলোকবর্তিকা প্রজ্বলিত হোক। প্রাত্যহিক জীবনের যান্ত্রিক ক্লান্তি ও ব্যস্ততার গণ্ডি পেরিয়ে প্রতিটি হৃদয়ে উচ্চারিত হোক স্নিগ্ধ কবিতার পঙক্তিমালা। দেশ-বিদেশের বরেণ্য ও ক্লাসিক কবিদের জীবনদর্শন নিয়ে গভীর মননশীল আলোচনা হোক এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম ও জীবনানন্দ দাশ থেকে শুরু করে সমকালীন তরুণ উদীয়মান কবিদের সৃষ্টিশীল পঙক্তিগুলোও গভীরভাবে পঠিত ও মূল্যায়িত হোক। একটি সার্থক কবিতার বাহ্যিক ভাষা ও শব্দচয়ন কেমন হবে এবং এর ভেতরের নির্মিতি, রূপক, প্রতীক ও অন্তর্নিহিত দর্শন কী, সেসব বিষয় নিয়ে বিস্তারিত ও ইতিবাচক আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। কবিতার নিজস্ব নন্দনতত্ত্ব এবং পাঠকের মনে তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব নিয়ে চলুক সুগভীর কথোপকথন। এ ধরনের আলোচনায় সবার গঠনমূলক মতপার্থক্য থাকতে পারে, থাকতে পারে সৃষ্টিশীল বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তিতর্ক বা বিশ্লেষণ, আর এই স্বাধীন মতবিনিময়ই মূলত সাহিত্যকে আরও নিবিড়ভাবে অনুধাবনের পথকে প্রশস্ত ও সুগম করে তোলে।

এই নান্দনিক ভাবনার আলোকেই নবীন ও প্রবীণ কবি-সাহিত্যিকরা নিজেদের সুবিধামতো যেকোনো একটি সুন্দর স্থান নির্ধারণ করে অত্যন্ত ঘরোয়া ও হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে সাহিত্য আড্ডার আয়োজন করতে পারেন। এটি কোনো কঠোর নিয়মের গণ্ডি নয়, এটি মূলত সম্মিলিতভাবে শেখার, বই পড়ার এবং মনের ভাব আদানপ্রদানের এক অপূর্ব স্বতঃস্ফূর্ত কেন্দ্র যেখানে দলমত নির্বিশেষে সকল লেখক স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নিতে পারবেন। এই অন্তরঙ্গ আড্ডার পরিসরে নিজের লেখা কোনো কবিতা উপস্থাপন করে উপস্থিত সবার গঠনমূলক পর্যালোচনার মাধ্যমে তা আরও শাণিত ও পরিমার্জন করা যাবে, প্রিয় কোনো কবির জনপ্রিয় পঙক্তি স্বকণ্ঠে আবৃত্তি করে তার শিল্পমূল্য ও সৌন্দর্য বিশ্লেষণ করা যাবে এবং সাহিত্যের যেকোনো তাত্ত্বিক বিষয়ে নিজের জিজ্ঞাসা রেখে সবাই উন্মুক্তভাবে ইতিবাচক মতামত জানাতে পারবেন।

ভবিষ্যতে এই ঘরোয়া কার্যক্রমকে আরও অর্থবহ ও বিস্তৃত করতে একে কেন্দ্র করে নিয়মিত পাঠচক্রের আয়োজন, আকর্ষণীয় কবিতা পাঠের আসর এবং মানসম্মত সংকলন প্রকাশের মতো গঠনমূলক পরিকল্পনা যুক্ত করা যেতে পারে। পরিশেষে বলা যায়, সাহিত্যের পথচলা কোনো নির্জন দ্বীপের সাধনা নয়, বরং এটি হলো হৃদয়ে হৃদয়ে মেলবন্ধন ঘটানোর এক পবিত্র শিল্প। আমাদের বসার ঘরের এই ছোট্ট পঠনচক্র ও অন্তরঙ্গ আড্ডাগুলোই একদিন আলো ছড়াবে বৃহত্তর সমাজে, জাগিয়ে তুলবে নতুন প্রাণের স্পন্দন। আসুন, বইয়ের পাতা খুলে শব্দের ভুবনে হারিয়ে যাই এবং মননশীলতার আলোয় আমাদের প্রতিটি বিকেলকে করে তুলি অর্থবহ ও জাদুকরী।

কবিতা মূলত মানুষের অন্তরের এক গোপন ও মায়ার ঘর। সেই ঘরের ভেতরে জ্বলে ওঠা শব্দের জাদুকরী দীপ্তিতে মানুষ যেমন নিজের অচেনা মনকে চিনতে শেখে, তেমনি অপরের দুঃখ-সুখকেও আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করতে শেখে। তাই কবিতাকে কেবল বইয়ের পাতায় বা লাইব্রেরির তাকে বন্দি করে রাখা যাবে না, কবিতাকে আমাদের নিত্যদিনের জীবনচর্চার, যাপনের এবং অনুভূতির এক চিরন্তন ও অপরিহার্য অংশ করে তুলতে হবে।

সর্বগ্রাসী বিনাশ

আশরাফ আহমেদ

মিথ্যের বেসাতি চলে লাফিয়ে বেসামাল
বানরের গল্প কিংবা রাস্তায় শ'বছর চলাচল
সবই বানোয়াট, অহরহ ষড়যন্ত্রের অংশ
অহংকারী মন কলুষিত অহেতুক যতো দ্বেষ ।
হবে কালে বিধ্বংস
আলামত সর্বগ্রাসী বিনাশ উৎসবে
সময়ের অপেক্ষায় উদ্বাহু তান্ডবে ।
আয়োজন ফেরানোর নেই কোন মন্ত্র
প্রার্থনা কিংবা কুমন্ত্রনায় আয়ত্ব তন্ত্র
উন্মোচনের অপেক্ষায় দলিল দস্তাবেজ
সাক্ষী প্রমাণে মিলবেনা আশ্রয় তাবিজ ।
শীতল সময়ের এ এক অমোঘ ভবিষ্যতবাণী
মানবতা দলনেরও সত্য উন্মোচনের কাহিনী
বেঁচে থাকবে জন্মজন্মান্তরে
কথা কাহিনীর গভীরে
মানুষের মনে, আকাশে বাতাসে ।

বকুল পুষ্পের মতো

ফারুক আহম্মেদ জীবন

ঝরে যাওয়া বকুল ফুলে
যদিও, রাতের শিশির জমে....
বাসি বকুল ফুলের তবুও
সুবাস নাহি কমে।।
তুমি, আমার কাছে তেমনি যে
বকুল, পুষ্পেরই মতো....
আমি, তোমার মাঝেই খুঁজে পাই প্রেম
ভালোবাসা যতো।।
বকুল ফুলের মতো তুমি যে
অন্তহীন, সুবাসে ভরা
গহীন, আঁধার রাতে নীল আকাশের
তুমি যে শুভ্র তারা।।
মিশে থাকো তুমি যে আমার
প্রতি দমে-দমে।।
বন্ধু, তুমিই ছিলে আছ তুমি
থাকবে, এই অন্তরে।।
শুধু যে, তুমিই রবে এই মনের ভিতর
আমি, গেলেও ঐ পারে।।
তোমার, চিঠি খানি রাখছি তুলে
বুকের হৃদয় খামে।।

তোমার ছোঁয়ায় আমার জীবন

আশরাফুল ইসলাম মিলন

তোমার ছোঁয়ায় আমার জীবন জেগে ওঠে নতুন ভোরে,
হৃদয়ের সব নিঃশব্দ গান বাজে ভালোবাসার সুরে।
তোমার হাসি রঙিন করে আমার প্রতিটি দিন,
তোমার চোখে খুঁজে পাই ভালোবাসার অমলিন ঋণ।
তুমি এলে বসন্ত নামে শুকিয়ে যাওয়া ডালে,
স্বপ্নেরা ডানা মেলে নীল আকাশের কূলে।
তোমার হাতের উষ্ণ স্পর্শ শান্তির এক নীড়,
তোমায় ছাড়া এই পৃথিবী লাগে যেন ভীষণ নিঃসঙ্গ।
তোমার কথায় জোছনা নামে অন্ধকার রাত জুড়ে,
ভালোবাসা ফুটে ওঠে হৃদয়ের প্রতিটি সুরে।
তোমার নামে লিখি আমি হাজারো অনুরাগ,
তুমি আমার জীবনের সবচেয়ে সুন্দর রাগ।
যত দূরেই থাকো তুমি, হৃদয়ে আছো কাছে,
প্রতিটি নিঃশ্বাসে তোমার নামই নীরবে ভেসে আসে।
তোমার ছোঁয়ায় দুঃখগুলো হারিয়ে যায় দূরে,
আনন্দের রঙ ছড়িয়ে পড়ে জীবনের প্রতিটি সুরে।
তুমি আমার প্রার্থনা, তুমি আমার আশা,
তোমায় ঘিরেই বেঁচে থাকার অফুরন্ত ভালোবাসা।
যদি কোনোদিন হারিয়ে যায় সময়ের সব হিসাব,
তবু তোমাকেই ভালোবাসবড়এ আমার অটুট জবাব।
তোমার ছোঁয়ায় আমার জীবন পূর্ণতার গান,
তুমি আছো বলেই আজ সুখে ভরে প্রতিটি প্রাণ।
চিরকাল থেকো পাশে, হাত রেখে হাতে,
ভালোবাসার এই গল্প লিখি আমরা দু'জনে একসাথে।

আমার সোনার দেশে

মাসুদ রানা

আমার বাড়ি নদীর দেশে পদ্মা নদীর পাড়ে,
রুই,কাতলা,বোয়াল মাছ খেলে মনে ধরে।
মাঠভরা সোনার ধান পেকে ঝলমলিয়ে হাসে,
পদ্মা পাড়ের মিঠেল হাওয়া নয়ন জুড়ে আসে।
হেথায় আছে শিমূল,পলাশ,শাপলা ফুলের মেলা,
নীল আকাশে সাদা সাদা উড়ে মেঘের ভেলা।
কাঁঠাল গাছে শালিক নাচে আম-বাগানে কাছে,
বাবুই পাখি অবাক হয়ে তাইতো চেয়ে আছে।
সজিনাগাছ সাদা ফুলে দুলছে দেখো গাছে,
জেলের জালে ধরা পড়ে নদীর তাজা মাছে।
পুকুর ভরা দিঘির বুকে শাপলা ফুলে ভাসে,
সবুজ সবুজ পানা গুলো মিঠেল রোদে হাসে।
বালুর চরে ফসল ফলে সবুজ ঘেরা মাঠে,
কলাবাগান বিঘায় বিঘায় গাড়ি ভরে ঘাটে।
পদ্মা নদীর জলে ভোরের সূর্য ওঠে হেসে,
দেখতে যদি চাওগো এসো ''আমার সোনার দেশে"।

অসুস্থ বাংলা

লুৎফুর রহমান চৌধুরী

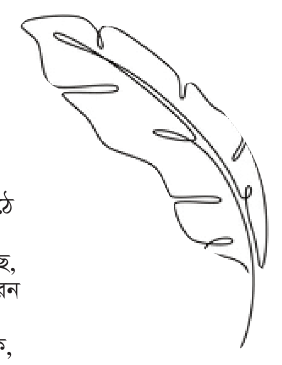

জীবনে অনেক কিছু আসে আবার চলে ও যায়
ভালো-মন্দের হিসাবটুকুড়
সঠিকভাবে কষে দেখা হয় না
বাংলাকে লিখতে গিয়ে কলমের বুক কেঁপে ওঠে
কোথা থেকে শুরু করবো অসুস্থ বাংলার কথা!
তবুও অনেক বাধা অতিক্রম করে লিখতে হচ্ছে,
খেলা নিয়ে সবাই বিভিন্ন দলে পক্ষ নিতে পারেন
সবার সেই অধিকার আছে তাই!
কিন্তু লেখা নিয়ে নিজের জীবন দেওয়া কি ঠিক,
তাও বিশ্বের খেলোয়াড়দের খেলার জন্য?
এদিকে অন্য খেলায় মেতে ওঠে সুশীল সমাজ
নিজেকে ভাবে একজন দক্ষ খেলোয়াড় হিসাবে
বলের মতো ছুঁড়ে দেয় মা বাবাকে বৃদ্ধাশ্রমে,
ফাঁকা মাঠে গোল দিয়ে যায় লোক চক্ষুর আড়ালে!
কাপুরুষের দল ঘৃণা হয় তোদের কাজ কর্ম দেখে।
লজ্জা লাগে বলতে আমি অসুস্থ বাংলার সন্তান,
দাবা ঘরের রাজা, মন্ত্রী ও রাণী ওদের কাছে
প্রজা হয়ে ওঠে হাতের পুতুলড়
ওরা বেঁচে যায়, মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড় করিয়ে দেয়
অসহায় নিরহ সরল প্রজাদের,
প্রজাদের একেকটি লাশের মূল্য দাঁড়ায়,
এক থেকে দুই লক্ষ টাকা!
প্রজাদের রক্তে সাজে রাজা মন্ত্রীদের চার দেয়াল
প্রজাদের মা বাবার মনের দেয়াল ভাসে
বুক ভাঙা চোখের জলে,
সময় থাকলে ভালো মন্দের হিসাব কষে নিন
কারো জন্য প্রাণ দেওয়ার আগে একটু ভাবুন।

জুলাই জাগরণ

মোঃ সৈয়দুল ইসলাম

জুলাই মানে, জাগরণ
জুলাই মানে, নতুন দিগন্তের দ্বার উন্মোচন।
জুলাই মানে, নতুন করে বাঁচা
জুলাই মানে, চাইনা বন্দী খাঁচা।
জুলাই মানে, দুর্নীতির দিন শেষ,
জুলাই মানে, স্বৈরাচার মুক্ত বাংলাদেশ।
জুলাই মানে, কোটা নয় মেধার ফল
জুলাই মানে, ছাত্রজনতার দাবানল।
জুলাই মানে, জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ
জুলাই মানে, ইনকিলাব জিন্দাবাদ।
জুলাই মানে, রাজপথ কাঁপানো জনতা
জুলাই মানে, বিপ্লবী সফলতা।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

পুলিশের এসকর্ট কী, কারা পান, বাতিল হওয়ায় ১৮ মন্ত্রীর নিরাপত্তা এখন কীভাবে হবে

ঢাকা : সামনে পুলিশের গাড়ি, হুটারের শব্দ করছে সতর্কড় এ দৃশ্য বলে দেয় গুরুত্বপূর্ণ কেউ যাচ্ছেন। ঢাকার সড়কে পুলিশের বিশেষ পাহারা বা এসকর্টের এমন দৃশ্য খুবই চেনা। তবে সেটাই এখন আলোচনায়। এর কারণ সরকারের একটি সিদ্ধান্ত। সেটা হলো ১৮ জন মন্ত্রীর 'এসকর্ট' সুবিধা বাতিল। রাজধানীতে চলাচলের সময় এখন থেকে তাঁদের সামনে পুলিশের গাড়ি থাকবে না। কেবল ছয়জন মন্ত্রী ও একজন মন্ত্রী পদমর্যাদার উপদেষ্টা কেবল এই সুবিধা পাবেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) সূত্রে জানা গেছে, প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশে ডিএমপি এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জ্বালানি সাশ্রয়, পুলিশের যানবাহনের স্বল্পতা এবং প্রটোকলের বহর ছোট করার সরকারি অবস্থান মিলিয়েই সিদ্ধান্তটি নেওয়া হয়েছে। এর আগে প্রধানমন্ত্রী নিজেই তাঁর প্রটোকল কমিয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নেন। এখন রাজধানীতে মন্ত্রীদের মধ্যে এসকর্ট সুবিধা বহাল থাকা ছয়জন মন্ত্রী ও একজন উপদেষ্টা হলেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর; স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ; অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী; সমাজকল্যাণ এবং মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রী অধ্যাপক ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন; পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমান; বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদমন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ এবং মন্ত্রী পদমর্যাদার পরিকল্পনা উপদেষ্টা রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর।

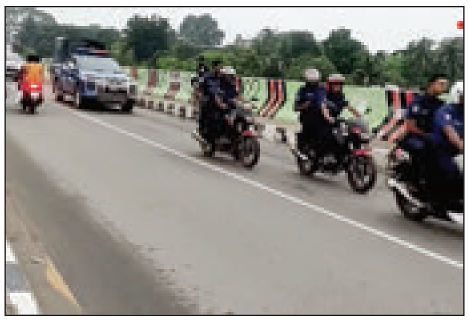

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে মন্ত্রিসভায় প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও ২৪ জন পূর্ণমন্ত্রী, ২৩ জন প্রতিমন্ত্রী, ৫ জন মন্ত্রী পদমর্যাদার উপদেষ্টা রয়েছেন। এ ছাড়া পাঁচ জন উপদেষ্টা রয়েছেন প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদায়। সরকারের এ সিদ্ধান্তের অনেকেরই কৌতূহলড়পুলিশের এই এসকর্ট সুবিধা কী, এই সুবিধার আওতায় কী কী থাকে, এই সুবিধা বাতিল করার ফলে কি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সব ধরনের নিরাপত্তা শেষ হয়ে যায়, চলুন খুঁজি তার উত্তর।

এসকর্ট সুবিধা কী : রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের চলাচলের সময় তাঁদের গাড়ির সামনে বা পাশে থাকা পুলিশি সুরক্ষার গাড়িকে এসকর্ট বা প্রটেকশন গাড়ি বলা হয়। এটি পুলিশের বিশেষ নিরাপত্তা ও প্রটোকল ব্যবস্থা। এই সুবিধার আওতায় রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত করা, যানজটে দ্রুত পার হতে সাহায্য করা এবং অনাকাঙ্ক্ষিত ঝুঁকি এড়ানো। রাজধানীতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের এসকর্ট সুবিধা দেয় ডিএমপির প্রটেকশন বিভাগ। বিভাগটির তথ্য অনুযায়ী, সাধারণত প্রতিটি এসকর্ট গাড়িতে পাঁচ সদস্যের একটি পুলিশ দল থাকে। তাদের মধ্যে একজন উপপরিদর্শক (এসআই) এবং চারজন কনস্টেবল থাকেন। তাঁদের চলাচলের জন্য বরাদ্দ থাকে পুলিশের একটি গাড়ি। রাজধানীতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা মন্ত্রীর প্রয়োজন *(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)*

PCA & HHA
FREE
TRAINING
আমরা বাংলায় কথা বলি
ফ্রি
Bestcare
Home care, your care
প্রশিক্ষন এর
বিস্তারিত জানতে কল করুন..
516-666-5802, 516-731-3770
১৯৮১ সাল থেকে স্বাস্থ্যসেবায় কমিউনিটির সাথে আছি
Queens
70-50 Austin Street, Suite 130, Forest Hills, NY 11375
Nassau
50 Clinton Street, Suite 201, Hempstead, NY 11550
Bronx
4119 White Plains Road, Bronx, NY 10466
Corporate
3000 Hempstead Turnpike, Suite 205, Levittown, NY 11756
Brooklyn
1781 Flatbush Avenue, Brooklyn, NY 11210
Highbridge
1592 Jessup Avenue, Bronx, NY 10452
Manhattan
Staten Island
60 Bay Street, Suite 506, Staten Island, NY 10301
Westchester
35 East Grassy Sprain Road, Suite 203B, Yonkers, NY 10710
Suffolk
97 West Main Street, Bay Shore, NY 11706
Eastern Suffolk
630 Middle Country Road, Selden, NY 11784
নিউ ইয়র্ক ডিপার্টমেন্ট অফ হেলথ লাইসেন্স এজেন্সী।

WWW.MOINLAW.COM
LAW OFFICES
Toll Free: 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256
(To schedule appointment only)
এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস
বিনামূল্যে পরামর্শ
প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন
• গাড়ী এক্সিডেন্ট
• কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
• বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা
• স্লিপ এন্ড ফল
• ট্রিপ এন্ড ফল
• হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
• বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য
• লেড পয়জনিং
ক্লায়েন্টেদের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি
• IMMIGRATION
(Consultation fee applies)
Prior Result Does Not Guarantee future outcome of any cases
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and Michigan State Supreme Court only.
Michael Taub is admitted in New York State Only.

অঙ্গন পার্টি হল
ANGAN
Party Hall
50%
OFF
FOR
GRAND
Opening
জ্যামাইকায় অবস্থিত ৬০০০ বর্গফুটের সম্পূর্ণ নতুন
অঙ্গন পার্টি হল থেকেই শুরু হোক আপনার
স্মৃতিগুলো
Weddings Event
Birthdays Event
Gathering & Meeting
Sweet 16 & Graduation
BOOK NOW
89-16 175th Street CF-2
Jamaica, NY 11432
Phone: 929-949-1234

"... and we have not sent you, (O Muhammad SAW), except as a mercy to the worlds" - Al-Anbiyaa:107
The great event for the declaration: "global prophet, global ummah, united muslim millah"

19TH International UNITED SEERAH CONVENTION 2026

Muhammad Sallallahu Alayhi Wa Sallam

THE MODEL OF WORLD PEACE & SOCIAL JUSTICE

August 16, Sunday
English Se: 06 - 07 pm
Bangla Se: 07 - 10 pm

ANGAN Party Hall
89-16 175th St, Jamaica, NY 11432
Train Last Stop to Jamaica 178 St. Hillside Ave

Lectures: by the Well Known Speakers

Sisters Arrangement | Dinner
Public Transport & Parking Avaiable at Hillside Ave.

American Muslim Center
917-204-3570, 347-575-1110
Donate by Zelle : 929-519-5208

বিশ্বনবীর বিশ্ব উম্মাত ঐক্যবদ্ধ মুসলিম মিল্লাতের বিশ্ব ঘোষণার মহা আয়োজন

১৯তম ইন্টারন্যাশনাল ইউনাইটেড সীরাত কনভেনশন ২০২৬

মুহাম্মদ

বিশ্ব শান্তি ও সামাজিক ন্যায়বিচারের আদর্শ

আগষ্ট ১৬ রবিবার

ANGAN Party Hall
89-16 175th st. Jamaica, NY 11432
Train Last Stop to Jamaica 178 St. Hillside Ave

আলোচকঃ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বক্তাবৃন্দ

Sisters Arrangement | Dinner
Public Transport & Parking Avaiable at Hillside Ave.

American Muslim Center
917-204-3570, 347-575-1110
Donate by Zelle : 929-519-5208

NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C

WOMEN'S MEDICAL OFFICE

ডা. রাবেয়া চৌধুরী
Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obstetrics & Gynecology) Board Certified
Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
- Flushing Hospital Medical Center
- North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
- Long Island Jewish (LIJ) Hospital

Caring for Women, Nurturing Life

Scan me

Amyeo A. Jereen, MD.
Obstetrics & Gynecology
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Long Island Jewish Medical Center Northwell Health
FLUSHING HOSPITAL MEDICAL CENTER

Dr. Maria Chattha, MD, FACOG.
Board Certified Obstetrics & Gynecology
Board Certified Obesity Medicine.

New office:
87-44 168th Place (1st Fl.), Jamaica, NY 11432
91-12, 175th St, Suite-1B, Jamaica, NY 11432

Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687

Email: info@mynewlifemd.com | www.mynewlifemd.com

গোপনে শিশুর ক্ষতি করছে যে ৫ খাবার

বাংলাদেশ ডেস্ক : শিশুর ভবিষ্যৎ গঠনে খাদ্যাভ্যাস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সঠিক পুষ্টি ভবিষ্যতে তাদের যে রোগ হওয়ার ঝুঁকি থাকে তা প্রতিরোধ করতে পারে। কোনো সন্দেহ নেই যে বাবা-মায়েরা তাদের সন্তানদের পুষ্টিকর খাবার দেওয়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। তবে, আপনি যে খাবারগুলোকে ক্ষতিকারক নয় বা স্বাস্থ্যকর বলে মনে করেন, সেগুলোর মধ্যে কিছু খাবার নীরবে শিশুর স্বাস্থ্যের করতে পারে। রঙিন প্যাকেজিং এবং আকর্ষণীয় বিপণনের আড়ালে লুকিয়ে থাকা কিছু খাবার আপনার সন্তানের স্বাস্থ্যকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলতে পারে। এখানে পাঁচটি খাবারের তালিকা দেওয়া হলো, যা নীরবে আপনার সন্তানের স্বাস্থ্যের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে-

ব্রেকফাস্ট সিরিয়াল এবং পানীয় : হ্যাঁ, ব্রেকফাস্ট সিরিয়াল সুবিধাজনক, বিশেষ করে যদি আপনার সবকিছু রুটিন অনুযায়ী থাকে। কিন্তু সেই সুবিধা কি আপনার সন্তানের স্বাস্থ্যের জন্য ভালো? উজ্জ্বল রঙের এবং মিষ্টি সিরিয়াল ভালোর চেয়ে বেশি ক্ষতি করছে। কিছু সিরিয়ালে মিষ্টির চেয়ে বেশি চিনি থাকে, যা ওজন বৃদ্ধি এবং শক্তি কমাতে কাজ করে। এতে মেশানো রঙ অন্ত্রের স্বাস্থ্যকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে। অন্যদিকে, চিনিযুক্ত পানীয় খালি ক্যালোরি ছাড়া আর কিছুই নয়। কোল্ড ড্রিংকস এবং কৃত্রিম মিষ্টির কোনো পুষ্টিকর উপকারিতা নেই।

স্বাদযুক্ত দই : দই আজ নতুনভাবে পরিচিত হয়ে উঠেছে। প্রোটিনের পরিমাণের কারণে স্বাস্থ্যকর হিসাবে বাজারজাত করা স্বাদযুক্ত দই শিশুর জন্য স্বাস্থ্যকর নয়। কারণ এতে চিনি এবং কৃত্রিম রঙ মেশানো থাকে। বাবা-মায়েরা এই দইকে স্বাস্থ্যকর ভেবে তাদের শিশুকে বেশি বেশি খেতে দেন। শিশুদের অতিরিক্ত চিনি গ্রহণ স্থুলতা, টাইপ ২

ডায়াবেটিস এবং দাঁতের সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। চি-নিযুক্ত দইয়ের বদলে টক দই বেছে নিন। মিষ্টি স্বাদ যোগ করতে মধু এবং বেরি মিশিয়ে খেতে দিতে পারেন।

মাইক্রোওয়েভ পপকর্ন : আমরা সবাই পপকর্ন পছন্দ করি। শিশুরাও পপকর্ন খেতে পছন্দ করে। তবে দোকান থেকে কেনা এই পপকর্ন শিশুর জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। তাতে এমন পদার্থ থাকে যা শরীরের ওপর বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। অনেক ব্র্যান্ডের ব্যাগের আস্তরণে পলিফ্লুরোঅ্যালকাইল পদার্থ (চঋঅঝ) থাকে, যা ফরেভার কেমিক্যাল নামেও পরিচিত। গবেষণায় চঋঅঝ-কে বিকাশগত সমস্যা এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার ক্ষতির সঙ্গে সম্পর্কিত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই শিশুকে বাড়িতে চুলায় তৈরি পপকর্ন খেতে দিন।

প্রক্রিয়াজাত মাংস : প্রক্রিয়াজাত মাংস প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য স্বাস্থ্যকর নয়, শিশুদের ক্ষেত্রে তো কথাই নেই। হট ডগ, ডেলি মিট এবং সসেজ অনেক শিশুরই টিফিনের প্রধান খাবার। কিন্তু এগুলো সোডিয়াম, নাইট্রেট এবং প্রিজারভেটিভের মতো অ্যাডিটিভ সমৃদ্ধ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডঐঙ) প্রক্রিয়াজাত মাংসকে গ্রুপ ১ কার্সিনোজেন হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করেছে। এই প্রক্রিয়াজাত মাংস নিয়মিত খেলে তা কোলোরেক্টাল ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। উচ্চ সোডিয়ামের মাত্রা শিশুদের রক্তচাপ নিয়েও উদ্বেগ বাড়ায়।

ডিপ ফ্রাই খাবার : শিশুরা ভাজা সব জিনিসই পছন্দ করে। তবে এধরনের খাবার তাদের স্বাস্থ্যের জন্য ভালো নয়। এই ভাজা খাবারে ট্রান্স ফ্যাট থাকে, যা খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা এবং হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ায়, এমনকী শিশুদের ক্ষেত্রেও। ভাজা খাবারে ক্যালোরি বেশি থাকে এবং এর পুষ্টিগুণ কম। এছাড়াও দোকান থেকে কেনা চিকেন নাগেট, ফ্রাই এবং এই জাতীয় রান্নার জন্য প্রস্তুত অন্যান্য স্ন্যাকসে অ্যাডিটিভ থাকে। শিশু যদি ভাজা খাবার পছন্দ করে তাহলে তাজা উপাদান দিয়ে বেকিং বা এয়ার-ফ্রাই করার চেষ্টা করুন।

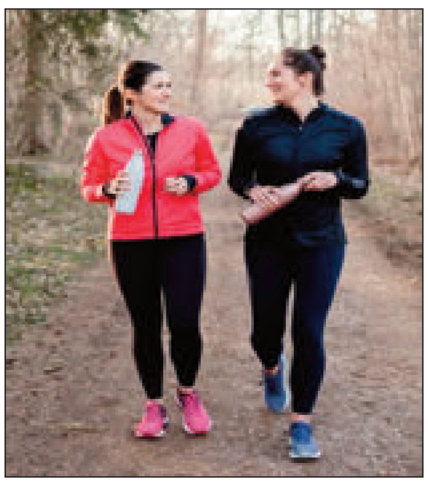

কখন হাঁটা বেশি উপকারী?

বাংলাদেশ ডেস্ক : হাঁটা শরীরের জন্য কতটা উপকারী এটা কমবেশি সবারই জানা। চিকিৎসকরাও এ কারণে নিয়মিত হাঁটার পরামর্শ দেন। তবে সকাল না সন্ধ্যা কখন হাঁটলে বেশি উপকার পাওয়া যাবে তা নিয়ে অনেকেরই প্রশ্ন রয়েছে। আবার কখন হাঁটলে শরীরের মেদ ঝরবে তা নিয়েও কেউ কেউ জানতে চান। ওজন ঝরানোর জন্য যে কয়টি পদ্ধতি রয়েছে তার মধ্যে শরীরচর্চা অন্যতম। তবে সবাই যে জিমে গিয়ে ঘাম ঝরাতে পছন্দ করেন, তা নয়। কেউ কেউ যোগাসন করেন, কেউ আবার বাড়িতেই ব্যায়াম করেন। আবার, এমনও অনেকে রয়েছেন, যারা ফিট থাকতে এবং ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে হাঁটাহাঁটি করতেই বেশি পছন্দ করেন। কেউ সকালে হাঁটেন কেউ বা সময় না পেলে রাতে খাওয়ার পর হাঁটতে বের হোন।

চিকিৎসকরা বলছেন, সকালে হাঁটার বাড়তি কিছু সুবিধা রয়েছে। এই সময়ের বিশুদ্ধ বাতাসে শ্বাস নিতে নিতে হাঁটলে হাঁপানির সমস্যা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আসে। হৃৎস্পন্দনের হারও স্বাভাবিক থাকে। এর পাশাপাশি হজমের সমস্যা থেকে মুক্তি মেলে। সকালের দিকে হঁ-াটাহাঁটি করলে শরীর, মন ভালো থাকে। সেই সঙ্গে কাজে গতি আসে। আবার যাদের অনিদ্রাজনিত সমস্যা আছে তারা সকালের দিকে হাঁটলে সুফল পাবেন।

সামনেই শীতকাল। এই সময়ে বাতাসে দূষণ এবং পোলেনের মাত্রা বেশি থাকে। তাই অনেক চিকিৎসকের মতে, খুব ভোরে নয়, বরং বেলা বাড়লে বা রোদ উঠলে তবেই হাঁটতে যাওয়া উচিত। তা না হলে অ্যালার্জিজনিত সমস্যা বাড়তে পারে। যারা সারাদিন সময় পান না তার সন্ধ্যায় কাজ থেকে ফিরে বা রাতে হাঁটতে বের হোন। বিশেষজ্ঞদের মতে, সারা দিনের ব্যস্ততার শেষে হাঁটলে মানসিক চাপ অনেকটাই কমে যায়। ক্লান্ত শরীরে ফিরে আসে ফুরফুরে ভাব। এই সময় হাঁটলে ওজনেও কমে। এ সময় সূর্যের তাপ থাকে না। ফলে বেশি ক্ষণ হাঁটলে ক্লান্তি কম হয়।

বিভিন্ন গবেষণায় বলছে, হাঁটার কোনও আদর্শ সময় নেই। দিনের যে কোনও সময়ে হাঁটলেই উপকার মিলবে। কে কখন হাঁটবেন, সেটা নির্ভর করছে ওই ব্যক্তির শারীরিক পরিস্থিতি বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর। চিকিৎসকরা বলছেন,কোন সময় হাঁটবেন সেটা বড় কথা নয়, হাঁটাটাই বড় বিষয়।

যেসব খাবার রক্তচাপ বাড়িয়ে দেয়

বাংলাদেশ ডেস্ক : আমরা সবাই জানি, সকালের খাবার আমাদের শরীরে শক্তি আনে। সারাদিনের ক্লান্তি দূর করতে সকালের নাশতার ঠিক করে দেয়। কিন্তু আপনি জানেন কি? সকালের নাশতা স্বাস্থ্যকর মনে করে খাচ্ছেন, কিন্তু এতে আপনার রক্তচাপ বাড়িয়ে দিচ্ছে? এ বিষয়ে হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. সঞ্জয় ভোজরাজ বলেছেন, সকালের কিছু 'হেলদি' খাবার, যেমনড় হোল গ্রেইন টোস্ট, প্যাকেটজাত ওটমিল বা গ্র্যানোলাড় আসলে আমাদের হার্টের জন্য ভালো না-ও হতে পারে। কারণ এসব খাবারে থাকতে পারে লুকানো সোডিয়াম ও পরিশোধিত কার্বোহাইড্রেট, যা আপনার অজান্তেই রক্তচাপ বাড়িয়ে দিচ্ছে।

আপনি যেসব খাবারকে স্বাস্থ্যকর মনে করছেন, হয়তো সেগুলোই বাড়িয়ে দিচ্ছে আপনার বিপদ। ডা. ভোজরাজ বলেন, প্যাকেটে হোল গ্রেন, লো ফ্যাট বা হার্ট হেলদি লেখা থাকলেই সেটা স্বাস্থ্যকর নয়। এসব খাবারেই লুকিয়ে আছে অতিরিক্ত লবণ (সোডিয়াম) কিংবা এমন কার্বোহাইড্রেট, যা দ্রুত রক্তে শর্করার পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। তিনি বলেন, সকালে এ ধরনের খাবার খেয়ে আপনি নিজের অজান্তেই আপনার ইনসুলিন ও রক্তচাপ বাড়িয়ে ফেলছেন।

এবার জেনে নিন কেন এসব খাবার ক্ষতিকর?

১. লুকানো সোডিয়াম শরীরে পানি ধরে রাখে। সে কারণে রক্তচাপ বাড়িয়ে দেয়।

২. পরিশোধিত কার্বোহাইড্রেট, যা আপনার ইনসুলিন ও স্ট্রেস হরমোন বাড়িয়ে দেয়।

আর এই দুইয়ের মিশ্রণে দেখা যায়, আপনার শরীরে প্রদাহ সৃষ্টি করে এবং হার্টের ওপর চাপ ফেলে। আর নিয়মিত এমন খাবার খাওয়া হার্টের দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতি করতে পারে বলে সতর্ক করেছেন ডা. ভোজরাজ।

এখন জেনে নিন সকালের জন্য উপযুক্ত কোন খাবার?

সকালের উপযুক্ত খাবার নির্বাচন করলেই আপনি সকালে ভালোভাবে দিন শুরু করতে পারবেন। খাবার এমন হওয়া উচিত, যা রক্তে শর্করার ভারসাম্য রাখে। প্রদাহ কমিয়ে দেয়। সেই সঙ্গে হৃদযন্ত্রের স্বাস্থ্য ভালো রাখে। যেমনড় ঘরে তৈরি ওটস বা দুধ-চিড়া, ডিম ও সবজি দিয়ে অমলেট, ফল ও বাদাম বা পানির সঙ্গে একটি লেবু বা সামান্য আদা।

'হেলদি' শব্দটা দেখে নয়, উপাদান দেখে খাবার নির্বাচন করুন। অনেক খাবারে 'হেলদি' লেখা থাকলেও আসল উপাদান দেখে না খেলে তা হতে পারে আপনার শরীরের জন্য বিপদ। তাই নাশতার সময় আরেকটু সচেতন হোন। দিন শুরু হোক এমন খাবার দিয়ে, যেটা সত্যিই আপনার শরীর ও হার্টকে সুস্থ রাখবে।

লিভারের জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর খাবার কী সেটি?

বাংলাদেশ ডেস্ক : লিভার ভালো রাখার জন্য মানুষ কত কিছুই না করে থাকেন। কেউ তেল মসলায় রাশ টানেন, কেউ মোহত্যাগ করেন মিষ্টির, আবার কেউ বাইরে খেতে ভালোবাসেন। সপ্তাহান্তে সপরিবার হাজির হন রেস্তোরাঁয় কিংবা বাড়িতেই বাইরের খাবার আনিয়ে মহাভোজ সারেন। এখন লিভারের কথা ভেবে তারাও বদলে ফেলছেন তাদের খাদ্যাভ্যাস। কারণ লিভারের আসল শত্রু তেল-মসলা-ঘি কিংবা ভাজাভুজি নয়।

এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের থাইরয়েড চিকিৎসক অ্যাড্রিয়ান শ্লাইডার কিছু পরিসংখ্যান এবং গবেষণায় উল্লেখ করেছেন, লিভারের জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর খাবার কোনটি। সেই সঙ্গে পোস্টে তিনি বলেছেন, যদি ভাবেনড় রেস্তোরাঁর মাংস, তেল-মসলা-ঘি-মাখন খেয়ে আপনার লিভারের ক্ষতি হচ্ছে, তবে খুব ভুল করছেন। আমেরিকান লিভার ফাউন্ডেশনের গবেষণা বলছে, লিভারের জন্য সবচেয়ে খারাপ হলো সেসব খাবার, যাতে 'ফ্রুকটোজ কর্ন সিরাপ' মেশানো আছে।

কতটা খারাপ ওই ফ্রুকটোজ় কর্ন সিরাপ, তা বোঝাতে অ্যাড্রিয়ান বলেছেন, প্রতি বছর লিভারের অসুখে মারা যান ২০ লাখ মানুষ। তাদের মধ্যে ১ লাখ ৭০ হাজার মানুষ নন-অ্যালকোহলিক ফ্যাটিলিভার ডিজিজে আক্রান্ত। আর এই নন-অ্যালকোহলিক ফ্যাটিলিভারের অসুখের জন্য দায়ী ওই ফ্রুকটোজ কর্ন সিরাপ।

যুক্তরাষ্ট্রের লিভার ফাউন্ডেশনের গবেষণা অনুযায়ী, ফ্রুকটোজ গ্লুকোজের থেকেও দ্রুত ফ্যাটে বদলে যায়, যা লিভারের ক্ষতি করতে পারে। কিন্তু কোন কোন খাবারে ওই ফ্রুকটোজ সিরাপ থাকে? এ বিষয়ে চিকিৎসক বলেনড় কুকিজ, লজেন্সসহ বিভিন্ন স্বাদের নরম পানীয়, সস, রেডিমেড ব্রেকফাস্ট সিরিয়ালে থাকে ফ্রুকটোজ সিরাপ, যা এড়িয়ে চললে লিভারের ক্ষতি অনেকটাই এড়ানো যাবে।

ভালো থাকার সহজ উপায়

বাংলাদেশ ডেস্ক : ভালো থাকতে কেন চা চায়? কিন্তু মানুষ সারাক্ষণ তার জীবনের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি নিয়ে এত বেশি হা -হুতাশ করতে থাকে যে ভালো থাকাটাই ভুলে যায়। অথচ ভালো থাকার জন্য খুব বেশি কিছুর প্রয়োজন নেই। ছোট ছোট কিছু পরিবর্তন, অভ্যাস তৈরি করলে আপনি মনে শান্তি খুঁজে পাবেন। ভালো থাকতে পারবেন।

সকালটা শুরু হোক আস্তে ধীরে : ভোরে উঠার চেষ্টা করুন। তাহলে নিজের জন্য কিছুটা সময় বের করতে পারবেন। দিনের ব্যস্ততা শুরুর আগে নিরিবিল কোনো জায়গায় বসে দশ মিনিট শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম করুন। ভালো হয় কিছুক্ষণের জন্য হলেও মেডিটেশন করতে পারলে।

প্রতি সপ্তাহে ছোট ছোট জিনিস বাদ দিন : আপনার আলমারি এমন কিছু পোশাক থাকতে পারে যা হয়তো আপনি বছরের পর বছর পরছেন না। এমন পোশাক বেছে বেছে অন্যকে দিয়ে দিন। প্রতি সপ্তাহে চেষ্টা করু ঘরের ছোটখাটো জিনিস বাদ দিতে, যা আপনার কাজে লাগে না। অথচ ঘরেই পড়ে আছে দিনের পর দিন।যত এমন সব জিনিস বাদ দেবেন ততই মন হালকা হবে।

বর্তমান মুহুর্তের সাথে নিজের যোগাযোগ স্থাপন : সব কিছু থেকে মাঝে মধ্যে বিরতি নিন। সূর্যের আলো, বৃষ্টির গন্ধ, কারও হাসির শব্দ, প্রকৃতির সান্নিধ্য উপভোহ করুন। আমরা শুধু অতীত- ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতে থাকি, কিন্তু বর্তমানে যেসব আনন্দের উপাদান রয়েছে তা উপভোগ কেরতে ভুলে যাই।

নিজের সঙ্গে কথা বলুন : নিজেই নিজের সমালোচনা করুন। 'আমার আরও ভাল করা উচিত ছিল' এমন বাক্যো পরিবর্তে 'আমি আজকের জন্য আমার সেরাটা করেছি' এমন সব বাক্য ব্যবহার করুন। এর মানে এটা নয় যে আপনি নিজের ভুল উপেক্ষা করছেন বরং অন্যদের ব্যাপারেও আপনি সহানুভূতিশীল থাকবেন।

কৃতজ্ঞতা দিয়ে দিনটি শেষ করুন : ঘুমানোর আগে, তিনটি জিনিসের কথা ভাবুন যা সঠিকভাবে হয়েছে - তা যত ছোটই হোক না কেন। এটি হতে পারে একটি কাজ শেষ করা, কাউকে ভালো সংবাদ দেওয়া অথবা কেবল একটি কঠিন দিন পার করা। সব কিছুর জন্য কৃতজ্ঞ থাকুন। কৃতজ্ঞ হলেই সমস্যা কমবে বিষয়টি তা নয়- তবে এটি যা কিছু ভালো হয়েছে তা মনে করিয়ে দেয়। আমাদের জীবনযাপন পদ্ধতি একদিনেই পরিবর্তন হবে না। তবে যত্ন এবং সচেতনতা নিয়ে দিন শুরু করলে অনেকটা ভালো থাকা যায়। সূত্র : ইন্ডিয়া টিভি

বিশ্বকাপের মালিকানা বিক্রির পরিকল্পনা মূল্য কত, কেন এ পথে হাঁটছে ফিফা

স্পোর্টস ডেস্ক : বিশ্বকাপ, ক্লাব বিশ্বকাপসহ নিজেদের প্রধান ফুটবল আসরগুলো পরিচালনা করতে নতুন একটি কোম্পানির কাছে বড় আকারের সংখ্যালঘু শেয়ার বিক্রির পরিকল্পনা করেছে ফিফা। মূলত ২১১টি সদস্যসংস্থাকে দেওয়া উন্নয়ন তহবিলের পরিমাণ তিন গুণ করার বড় উদ্যোগের অংশ হিসেবে এই পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। প্রস্তাবিত পরিকল্পনা অনুযায়ী, 'ফিফা ফরোয়ার্ড এন্টারপ্রাইজ' (এফএফই) নামে নতুন এ প্রতিষ্ঠান সব ধরনের বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করবে। তবে ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা হিসেবে বহাল থাকবে ফিফাই এবং এফএফইয়ের সংখ্যাগরিষ্ঠ শেয়ার বা মালিকানাও তাদের হাতেই থাকবে। তবে এ প্রস্তাবের বাস্তবায়ন নির্ভর করছে ফিফার ৩৭ সদস্যের কাউন্সিল ও বেশির ভাগ জাতীয় অ্যাসোসিয়েশনের অনুমোদনের ওপর। গত মঙ্গলবার বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে এ পরিকল্পনার নানা দিক প্রকাশিত হতে শুরু করলে ফিফা তড়িঘড়ি করে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানাতে বাধ্য হয়। বিজ্ঞপ্তিতে সংস্থাটি নিশ্চিত করে, নতুন প্রতিষ্ঠান 'এফএফই'র সর্বোচ্চ ২১ শতাংশ শেয়ার বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের কাছে বিক্রি করতে চায় তারা। 'ফিফা ফাস্ট ফরওয়ার্ড প্রোগ্রাম' (এফএফএফপি) নামে নতুন একটি অর্থায়ন প্রকল্পের আওতায় সদস্যসংস্থাগুলোকে তাৎক্ষণিকভাবে দেওয়ার জন্য ৪২০ কোটি ডলার তোলাই এ পদক্ষেপের লক্ষ্য। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও নিশ্চিত করা হয়, যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাংক জেপি মরগান এ প্রকল্পে ফিফার প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জামাতা জ্যারেড কুশনারের ভাই জশুয়া কুশনারের বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান 'থ্রাইভ ইটারনাল' এফএফইর 'প্রস্তাবিত এই বিনিয়োগকারী দলের নেতৃত্ব দেবে বলে ধারণা করা হচ্ছে'।

এ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে আগামী চার বছরে ফিফার মোট উন্নয়ন তহবিলের পরিমাণ ১০০ কোটি ডলার ছড়িয়ে যাবে। নতুন 'এফএফএফপি' প্রকল্পের আওতায় প্রতিটি সদস্যসংস্থা 'বিশেষ ও জরুরি প্রকল্পের' জন্য 'ঐচ্ছিক' হিসেবে ২ কোটি ডলার করে তুলে নিতে পারবে। এই অর্থ আসবে সংখ্যালঘু শেয়ার বিক্রির টাকা থেকে। তবে এটি বড় অর্থ পাওয়ার কেবল শুরু। কারণ, আগামী চার বছরের চক্রে প্রতিটি সদস্য সংস্থা নিয়মিত 'ফরোয়ার্ড প্রোগ্রাম' অনুদান হিসেবে বর্তমানে ৮০ লাখ ডলারের জায়গায় ২ কোটি ডলার করে পাবে। বরাদ্দের পরিমাণ ২০৩১-৩৪ সময়ে দেশপ্রতি বেড়ে দাঁড়াবে ২ কোটি ২০ লাখ ডলার এবং ২০৩৫-৩৮ মেয়াদে ২ কোটি ৪০ লাখ ডলার, যা বর্তমান অঙ্কের তিন গুণ।

এ পরিকল্পনার পেছনে কে : এটি ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনোর মস্তিষ্কপ্রসূত পরিকল্পনা। সংবাদমাধ্যম দ্য অ্যাথলেটিক জানিয়েছে, এ বিষয়ে তিনি কয়েক মাস ধরে কাজ করেছেন। ফিফা সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ইনফান্তিনো বলেন, 'আমাদের পরবর্তী ধাপের প্রবৃদ্ধির জন্য এমন একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামো প্রয়োজন, যেখানে ফুটবলের বাণিজ্যিক দিকটি একনিষ্ঠ ও নিবেদিত ব্যবসা হিসেবে পরিচালিত হবে এবং এর থেকে অর্জিত মূল্য সারা বিশ্বে আরও ভালোভাবে ও সমবণ্টনের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়বে। এটি মূলত বিশ্বজুড়ে ফুটবলের গণতান্ত্রিকীকরণেরই একটি প্রয়াস।' বেশির ভাগ জাতীয় ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনই যেখানে আয়ের প্রধান উৎস হিসেবে ফিফা অনুদানের ওপর নির্ভরশীল, সেখানে ফিফার এ প্রস্তাব যে তাদের কাছে সমাদৃত হবে, তা বলাই বাহুল্য। বাইরের বিনিয়োগ এনে

ফিফার সম্পত্তিকে ব্যবসায়িকভাবে কাজে লাগানোর চেষ্টা এই প্রথম করছেন না ইনফান্তিনো। ২০১৮ সালেও সৌদি অর্থায়নে পরিচালিত জাপানি প্রতিষ্ঠান সফটব্যাংক থেকে ২ হাজার ৫০০ কোটি ডলার এনে বড় আকারের ক্লাব বিশ্বকাপ ও গ্লোবাল নেশনস লিগ আয়োজনের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন ফিফা সভাপতি। দ্য অ্যাথলেটিককে ফিফার এক মুখপাত্র নিশ্চিত করেন, জেপি মরগান এই প্রকল্পে ফিফাকে উপদেষ্টা হিসেবে পরামর্শ দিয়ে যাবে। সেই সঙ্গে রোমভিত্তিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান 'ওপেনইকোনমিকস' এবং 'ব্যান ভেঞ্চার্স'-এর প্রধান নির্বাহী গ্রেগ মাফেই এ প্রকল্পে উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করছেন।

প্রতিক্রিয়া কেমন : বিশ্বকাপের সময় ও তার আগে কিছু বিতর্কের কথা বিবেচনা করলে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে পারিবারিক সম্পর্ক থাকা জোশুয়া কুশনারের মতো কারও যুক্ত হওয়ার বিষয়টি বিশ্ব ফুটবলে নিশ্চিতভাবেই ভুরু কেঁ-াচকানোর মতো পরিস্থিতির জন্ম দেবে। এমনিতেই ফুটবলের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদগুলো বেসরকারি বিনিয়োগকারী ও সার্বভৌম তহবিলের কাছে বিক্রি করার পরিকল্পনার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ইউরোপীয় ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা উয়েফা। ফিফা তাদের পরিকল্পনা আনুষ্ঠানিকভাবে জানানোর আগে এক বিবৃতিতে উয়েফার পক্ষ থেকে বলা হয়, 'এটি এমন একটি সীমানা পেরোবে, যা ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর কখনোই অতিক্রম করা উচিত নয়।' বিবৃতিতে আরও বলা হয়, 'বিষয়টিকে উয়েফা অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখছে। প্রতিটি জাতীয় ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনেরও বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। ফুটবল লিগ, ক্লাব, খেলোয়াড়, সমর্থক, সরকার এবং বিশ্ব ফুটবলের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবেনড়এমন প্রতিটি অংশীদারেরও এটি গুরুত্বের সঙ্গে নেওয়া উচিত।' বিবৃতিতে কড়া ভাষায় উয়েফা বলেছে, 'ফুটবলের আত্মা এবং এর পরিচালনা ব্যবস্থা কোনো কেনাবেচার জিনিস নয়ড়বিশেষ করে আর্থিক লাভের টাকা কার পকেটে যাচ্ছে, সে বিষয়ে যেখানে কোনো স্বচ্ছতা নেই। আমরা কেউই ফুটবলের মালিক নই। ফুটবল বেচে দেওয়ার এখতিয়ার ফিফার নেই।' ফুটবল অনুরাগী হিসেবে পরিচিত যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী অ্যান্ডি বার্নহাম সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে লিখেছেন, 'বিশ্বকাপ কোনো পণ্য নয়। এটি বিশ্বের ক্রীড়াঙ্গনে সেরা প্রতিযোগিতা এবং বেচে দেওয়ার জন্য কখনোই কারও সম্পত্তি ছিল না। এই চুক্তিকে যেভাবে ইচ্ছা সাজিয়ে-গুছিয়ে উপস্থাপন করুন না কেন, একবার আপনি এর একটি অংশ বিক্রি করে দেওয়া মানেই আপনি এর সঙ্গে প্রতারণা করলেন।' পোস্টে বার্নহাম যোগ করেন, 'ফুটবল সমর্থকদের সম্পত্তি। ফুটবল সব সময়ই সমর্থকদের ছিল এবং সব সময় থাকবে।'

ফিফার কি অর্থের খুব দরকার : বাইরের সাহায্য ছাড়াই রেকর্ড পরিমাণ অর্থ আয় করছে ফিফা। কিছুদিন আগে শেষ হওয়া বিশ্বকাপ এবং সর্বশেষ ক্লাব বিশ্বকাপকে কেন্দ্র করে শেষ হওয়া চার বছরের চক্রে ফিফার আয় ১ হাজার ৫০০ কোটি ডলারে পৌঁছাবে বলে আশা করা হচ্ছে। এটি তাদের ১ হাজার ৩০০ কোটি ডলার আয়ের লক্ষ্যমাত্রাকেও ছড়িয়ে গেছে, যা ২০১৯-২২ মেয়াদে অর্জিত আয়ের দ্বিগুণ। ফিফার তাদের টুর্নামেন্টগুলোর নিয়ন্ত্রণ যদি শুধু ব্যবসায়িক মুনাফা বাড়ানোর লক্ষ্যে গঠিত কোনো প্রতিষ্ঠানের হাতে তুলে দেয়, তবে এই আয়ের অঙ্ক যে আরও অনেক বাড়বে, তা নিশ্চিত। আর এর ফল হিসেবে ভবিষ্যতে দেখা যেতে পারে ৬৪ দলের বিশ্বকাপ। এর পাশাপাশি নারী ফুটবলেও একই ধরনের পরিবর্তন আসতে পারে। প্রশ্ন উঠেছে, নতুন এই 'এফএফই' প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বে কারা থাকবেন? ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য টাইমস দাবি করেছে, প্রতিষ্ঠানটির প্রধান হবেন ইন-ফান্তিনো নিজেই। সেখানে তাঁর বেতন হতে পারে যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ফুটবল লিগের (এনএফএল) কমিশ-নার রজার গুডেলের সমান। ২০২১ সালের তথ্যানুযায়ী গুডেল বছরে ৬ কোটি ৪০ লাখ ডলার পেয়েছেন। ইনফ-ান্তিনোর ক্ষেত্রে সেটা হবে তাঁর বর্তমান বেতনের প্রায় ১০ গুণ বেশি। দ্য অ্যাথলেটিককে ফিফার এক মুখপাত্র বলেন, 'এ বিষয়ে কোনো আলোচনাই হয়নি। তবে প্রস্তাবটি অনুমোদিত হলে ফিফার বিধিবিধান মেনে এবং সদস্যসংস্থাগুলোর স্বার্থ সুরক্ষায় সংস্থাটির সভাপতি ও প্রশাসনকে অবশ্যই এই নতুন প্রতিষ্ঠানে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে, যাতে ফিফার প্রতিটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান সব সময় তাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে থাকে।'

দেশের দ্রুততম মানব-মানবী মারিয়া-জাকির

স্পোর্টস ডেস্ক : নতুন কুঁড়ি স্পোর্টসের শেষ দুটি ইভেন্ট ছিল ছেলে ও মেয়েদের ১০০ মিটার স্প্রিন্ট। আর্মি স্টেডিয়ামের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সামনে হল দুই জনপ্রিয় ইভেন্ট। মেয়েদের ১০০ মিটার শুরুর আগে মাঠে চলছিল মেয়েদের ফুটবলের ফাইনাল। কাঁচ ঘেড়া শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বিশেষ কক্ষে ছিল প্রধানমন্ত্রীর বসার জন্য নির্ধারিত স্থান। সেই কক্ষ থেকে হঠাৎ বের হয়ে ট্র্যাকের পাশে চলে আসেন তারেক রহমান। মেয়েদের ফুটবল শেষে দুটি স্প্রিন্ট সামনে থেকে উপভোগ করতে চেয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। সামনে দিয়ে কিশোর-কিশোরীদের সেরার লড়াইয়ে ছুটে চলা দারুণ উপভোগ করলেন তিনি, পরে কাছে ডেকে বাহবা জানালেন দুই ইভেন্টের দুই সেরা মারিয়া ও জাকির হোসেনকে।

আগের দিন হিটে সেরা টাইমিং করেছিলেন দু'জনই। ফাইনালেও সেরা হওয়ার লড়াইয়ে তারাই ছিল ফেভারিট। হয়েছেও তাই। ঢাকার মারিয়া সবাইকে ছাড়িয়ে গেছেন। হিটে সেরা হয়েছিলেন ১৩.৮২ সেকেন্ডে। ফাইনাল জিতলেন টাইমিংয়ে উন্নতি করে, ১৩.৭৫ সেকেন্ডে। তাকে কিছুটা চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে সিলেটের তিশা আক্তার ও খুলনার অধরা ঐশী। তিশা দ্বিতীয় হন ১৪.২৫ সেকেন্ডে স্প্রিন্ট শেষ করে। আর ঐশী তৃতীয় হতে সময় নেন ১৪.৬২ সেকেন্ড। প্রধানমন্ত্রীর সামনে দৌঁড়ে সেরা হওয়ার অনুভূতিটা অন্যরকম মাবিয়ার জন্য। জয়ের পর প্রধানমন্ত্রী কাছে ডেকে নিয়ে প্রশংসা করেছেন তার, 'অনেক ভালো লাগছে। আমি কখনো ভাবিনি এভাবে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা ও কথা বলার সুযোগ পাব। তার সামনে দৌড়ে সেরা হতে পেরে অনেক খুশি লাগছে।' ঢাকা অঞ্চলের হয়ে খেলা মারিয়া মূলত কিশোরগঞ্জ থেকে উঠে এসেছে। নিজেকে একজন সেরা স্প্রিন্টার হিসেবে গড়ে তুলতে কঠোর পরিশ্রম করছে মারিয়া। এই সাফল্য তাকে সামনে বড় অ্যাথলেট হয়ে গড়ে উঠতে অনুপ্রাণিত করবে, 'আমার স্বপ্ন একজন বড় অ্যাথলেট হওয়া, দেশের জন্য, আমার বাবা-মার জন্য কিছু করা। একদিন এশিয়ান গেমস, অলিম্পিক গেমসের ট্র্যাকে দোঁড়ানোর স্বপ্ন দেখি। দিনমজুর বাবার হাতে সেরা পুরস্কার তুলে দেওয়ার কথা জানিয়েছেন মারিয়া। এরপর শুরু হয় ছেলেদের ১০০ মিটার স্প্রিন্ট। এই ইভেন্টে একচ্ছত্র আধিপত্য দেখিয়েছে খুলনার জাকির হোসেন। আগের দিন জাতীয় স্টেডিয়ামের ট্র্যাকে ১১.৫০ সেকেন্ডে দৌড় শেষ করে হিটে সেরা হয়েছিলেন। এবার ফাইনালে নিজের টাইমিং আরও উন্নতি করেছেন। ১১.১৫ সেকেন্ডে দৌড় শেষ করেই অন্যরকম উদযাপনে মেতে ওঠেন জাকির। প্রথমে সিজদাহ দিয়ে সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান, এরপর ছুটে যান নিজ দলের সতীর্থ ও কোচদের কাছে। এই ইভেন্টে জাকিরকে কোন চ্যালেঞ্জই জানাতে পারেননি বাকী সাতজন। রংপুরের জিয়াদ হাসান ১১.২০ সেকেন্ড নিয়ে দ্বিতীয় ও রাজশাহীর সুমন শেখ ১১.৪০ সেকেন্ড সময় নিয়ে হন তৃতীয়।

এশিয়ান গেমসে সরাসরি নকআউট খেলবে বাংলাদেশ

স্পোর্টস ডেস্ক : ২০২৬ এশিয়ান গেমসকে সামনে রেখে পুরুষ ও নারী ক্রিকেট ইভেন্টের ড্র প্রকাশ করা হয়েছে। এবারের আসরে পুরুষদের বিভাগে সরাসরি নকআউট পর্বে খেলার সুযোগ পেয়েছে বাংলাদেশ। তবে নারীদের লড়াই শুরু হবে সরাসরি কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে। যেখানে বাংলাদেশ মুখোমুখি হবে শক্তিশালী চীনের। র‍্যাঙ্কিংয়ের ভিত্তিতে সুবিধাজনক অবস্থানে থাকায় বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান এবং শ্রীলঙ্কাকে এবারের এশিয়ান গেমসের পুরুষ ইভেন্টে প্রথম রাউন্ড খেলতে হবে না।

১০ দলের এই আসরে প্রথম রাউন্ডে লড়বে বাকি ছয়টি দল। গ্রুপ 'এ'তে আফগানিস্তানের সঙ্গী জাপান ও নেপাল, আর গ্রুপ 'বি'তে রয়েছে হংকং, মালয়েশিয়া ও ওমান। দুই গ্রুপের শীর্ষ দুটি দল নকআউটে উঠে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কার সঙ্গে যোগ দেবে। নারীদের ক্রিকেটে সরাসরি কোয়ার্টার ফাইনাল দিয়ে শুরু হবে পদকের লড়াই। ড্র অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ চীন। অন্যান্য ম্যাচে ভারতের প্রতিপক্ষ জাপান, শ্রীলঙ্কা খেলবে মালয়েশিয়ার বিপক্ষে এবং পাকিস্তান মুখোমুখি হবে থাইল্যান্ডের। নারীদের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে ১৭ থেকে ২২ সেপ্টেম্বর, আর পুরুষদের আসর গড়াবে ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে ১ অক্টোবর পর্যন্ত। পুরুষ ও নারী উভয় বিভাগের সব ম্যাচই জাপানের নাগোয়ায় অনুষ্ঠিত হবে এবং সবগুলোই টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে হবে। সবশেষ ২০২৩ এশিয়ান গেমসে পুরুষ ও নারী, দুই বিভাগেই স্বর্ণপদক জিতেছিল ভারত। এবারও দুই বিভাগেই শিরোপা ধরে রাখার লক্ষ্য নিয়ে মাঠে নামবে ভারত। আর সরাসরি নকআউটে ওঠায় বাংলাদেশের সামনে থাকবে পদকের লড়াইয়ে ভালো করার বড় সুযোগ।

২০৩০ বিশ্বকাপ কোথায়, সরাসরি কয়টি দেশ খেলবে?

স্পোর্টস ডেস্ক : ২০২৬ বিশ্বকাপের পর্দা নামার পরপরই ফুটবলপ্রেমীদের চোখ এখন ২০৩০ সালের বিশ্বকাপের দিকে। ফুটবল বিশ্বকাপের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে ফিফা নিয়েছে এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত। ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ছয়টি দেশে আয়োজিত হবে ফুটবলের সবচেয়ে বড় এই আসর। ২০৩০ সালের বিশ্বকাপের মূল আয়োজক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছে স্পেন, পর্তুগাল ও মরক্কো। তবে ১৯৩০ সালে উরুগুয়েতে প্রথম বিশ্বকাপের আসর বসার শতবর্ষপূর্তিকে স্মরণীয় করে রাখতে বিশেষ আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ফিফা। সেই ধারাবাহিকতায় উদ্বোধনী তিনটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে দক্ষিণ আমেরিকার তিন দেশ–উরুগুয়ে, আর্জেন্টিনা ও প্যারাগুয়েতে। পরিকল্পনা অনুযায়ী, প্রথম ম্যাচটি হবে উরুগুয়ের রাজধানী মন্টেভিডিওতে। এ ছাড়া আর্জেন্টিনায় একটি এবং প্যারাগুয়েতে একটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। এরপর টুর্নামেন্টের বাকি সব ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে মূল আয়োজক স্পেন, পর্তুগাল ও মরক্কোতে। স্বাগতিক হওয়ার সুবাদে ২০৩০ বিশ্বকাপে সরাসরি খেলার সুযোগ পাবে মোট ৬টি দেশ। নিয়ম অনুযায়ী, মূল আয়োজক হিসেবে স্পেন, পর্তুগাল ও মরক্কো স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিশ্বকাপে জায়গা পাবে। পাশাপাশি শতবর্ষের ম্যাচ আয়োজনের বিশেষ স্বীকৃতিস্বরূপ উরুগুয়ে, আর্জেন্টিনা ও প্যারাগুয়েকেও সরাসরি চূড়ান্ত পর্বে খেলার সুযোগ দিচ্ছে ফিফা। ইতিমধ্যে ফিফা বিশ্বকাপের জন্য ২৩টি স্টেডিয়ামের পরিকল্পনা অনুমোদন করেছে, যার মধ্যে রয়েছে স্পেনের ক্যাম্প ন্যু ও সান্তিয়াগো বার্নাব্যু, পর্তুগালের এস্তাদিও দা লুজ, মরক্কোর হাসান-২ স্টেডিয়াম, আর্জেন্টিনার এস্তাদিও মনুমেন্টাল এবং উরুগুয়ের ঐতিহাসিক এস্তাদিও সেন্টেন-ারিওর মতো বিখ্যাত ভেন্যুগুলো। তিনটি মহাদেশে ছড়িয়ে থাকা এই বৈশ্বিক আসর ফুটবল ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করতে যাচ্ছে।

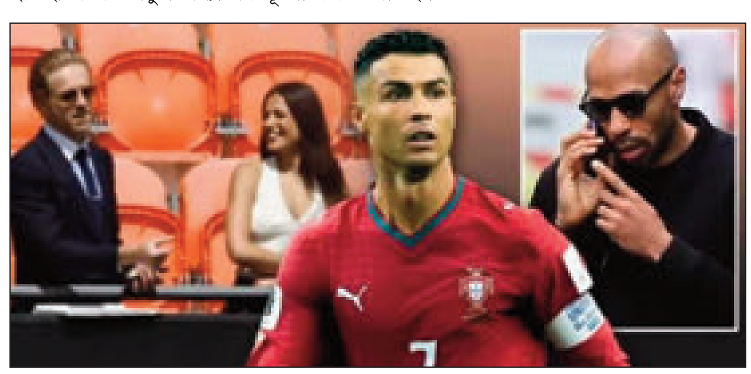

স্পোর্টস ডেস্ক : দীর্ঘ ফুটবল ক্যারিয়ারের পাশাপাশি এবার বিনোদন অঙ্গনেও নতুন ভূমিকায় দেখা যাবে ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোকে। পাঁচবারের ব্যালন ডি'অরজয়ী এই পর্তুগিজ তারকা নতুন টেলিভিশন ড্রামা সিরিজ 'ডে ওয়ানস'-এ নির্বাহী প্রযোজকের দায়িত্ব পালন করবেন। পাশাপাশি বিশেষ অতিথি চরিত্রেও অভিনয় করবেন তিনি। সিরিজটির সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন আর্সেনাল ও ফ্রান্সের সাবেক তারকা থিয়েরি অঁরিও। মাঠের প্রতিদ্বন্দ্বিতা পেরিয়ে এবার দুজনকে দেখা যাবে একই প্রযোজনা প্রকল্পে। 'ডে ওয়ানস' যৌথভাবে নির্মাণ করছে রোনালদো এবং হলিউড পরিচালক ম্যাথিউ ভনের প্রতিষ্ঠিত ইউআর-মার্ভ স্টুডিওস। ভন 'কিংসম্যান' ও 'কিংসম্যান' চলচ্চিত্র পরিচালনার জন্য পরিচিত।

৫৫ বছরে ২২ প্রেসিডেন্ট

(প্রথম পাতার পর)

একেক ধাঁচের। প্রেসিডেন্ট পদে আসা ব্যক্তিদের বেশির ভাগই ছিলেন রাজনীতিক। দুইজন সামরিক বাহিনী থেকে প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। এর বাইরে পেশাজীবীও ছিলেন কয়েকজন। কেউ মেয়াদ শেষে স্বাভাবিকভাবে বিদায় নিয়েছেন আবার কেউ বিদায় হয়েছেন অস্বাভাবিকভাবে। হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন দুইজন। এই প্রেসিডেন্ট পদ ঘিরে ঘটেছে নানা ঘটনাও। সর্বশেষ দেশের ২২তম প্রেসিডেন্ট মো. সাহাবুদ্দিন পদত্যাগ করেছেন। তিন বছর তিন মাস দায়িত্ব পালন করে তিনি অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে সরে দাঁড়িয়েছেন। তিনি একমাত্র প্রেসিডেন্ট যিনি তিনটি সরকারের মেয়াদে দায়িত্ব পালন করেন। নানা আলোচনা-সমালোচনার কেন্দ্রে থাকা প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দিনের বিদায় ঘিরেও চলছে নানা আলোচনা। বিপুল ভোটে বিজয়ী বিএনপি সরকারের দায়িত্ব নেয়ার পাঁচ মাস পর তিনি বিদায় নিয়েছেন। এর আগে তাকে সরকারের তরফেও সরানোর কোনো উদ্যোগ নেয়া হয়নি। লন্ডন সফরের সময় ভারতে পালিয়ে যাওয়া সাবেক প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ফোনালাপের জেরে সাহাবুদ্দিনকে সরে যেতে হয়েছে- এমন আলোচনাই আছে বাইরে।

এছাড়া আরও কিছু হিসাবও রয়েছে প্রেসিডেন্টের পদত্যাগের পিছনে। বলা হচ্ছে এই সময়ে প্রেসিডেন্টের পদত্যাগের পেছনে বিএনপি'র রাজনৈতিক কৌশলও রয়েছে। আওয়ামী লীগের ফ্যাসিবাদী শাসনের শেষ সময়ে সাহাবুদ্দিনকে প্রেসিডেন্ট করা হয়েছিল একটি ব্যবসায়িক গ্রুপের হস্তক্ষেপে। ওই গ্রুপের হস্তক্ষেপে তিনি ইসলামী ব্যাংকের নীতি নির্ধারণী পর্যদেও যুক্ত হয়েছিলেন। দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনার পদে থাকার সময়ও তার বিরুদ্ধে ছিল এন্তার অভিযোগ। সাহাবুদ্দিনের অতীত নিয়ে বিষদ তদন্তেরও দাবি উঠেছে বিভিন্ন পক্ষ থেকে।

শুক্রবার বিকালে স্পিকার মেজর অব. হাফিজ উদ্দিন আহমদের কাছে জমা দেয়ার মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে সাহাবুদ্দিনের বঙ্গভবন অধ্যায়। দুই-একদিনের মধ্যেই তিনি বঙ্গভবন ছেড়ে গুলশানের বাসায় উঠছেন বলে জানা গেছে। সাহাবুদ্দিনের পদত্যাগে সংবিধান অনুযায়ী স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। নিয়ম অনুযায়ী জাতীয় সংসদের আগামী অধিবেশনে পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগ পর্যন্ত হাফিজ উদ্দিনই এই দায়িত্ব পালন করবেন। স্বাধীনতার পর শুরুতে প্রেসিডেন্ট শাসিত ব্যবস্থায় প্রায় ২০ বছর ছিল দেশ। তখন প্রেসিডেন্টই ছিলেন নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী। ১৯৯১ সাল থেকে দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র চালু হলে প্রেসিডেন্ট পদের ক্ষমতা কমে যায়। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা ঘোষণা করার পর ১৭ই এপ্রিল মুজিবনগর সরকারেরর রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করা হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। তখন তিনি পাকিস্তানে বন্দি। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালের ১২ই জানুয়ারি সংসদ অধিবেশন বসলে, তিনি প্রেসিডেন্টের অধ্যাদেশের মাধ্যমে সংসদীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন এবং প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের জন্য প্রেসিডেন্ট পদ ত্যাগ করেন। '৭৫ সালে বাকশাল গঠনের পর তিনি ফের প্রেসিডেন্ট শাসিত ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনেন এবং প্রেসিডেন্ট হন। ওই বছরের ১৫ই আগস্ট ধানমণ্ডির ৩২ নম্বরের বাড়িতে এক সেনা অভ্যুত্থানে নিহত হন।

শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম প্রেসিডেন্ট হলেও তার অবর্তমানে অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম। ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল থেকে '৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্ব পালন করেন।

শাসন ব্যবস্থা পরিবর্তন হওয়ায় ১৯৭২ সালের ১২ই জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেন বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী। স্বাধীনতার আগে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ছিলেন। ১৯৭৩ সালের শেষের দিকে তিনি পদত্যাগ করে মন্ত্রী পদমর্যাদায় বৈদেশিক সম্পর্ক বিষয়ক বিশেষ দূত নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৯৭৫ সালে শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ডের পরে তিনি মোশ্তাক আহমেদের মন্ত্রিসভায় পররাষ্ট্রমন্ত্রীও হয়েছিলেন।

১৯৭৩ সালে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী পদত্যাগ করলে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন মোহাম্মদ মোহাম্মদউল্লাহ। তিনি ১৯৭৪ সালের ২৪শে জানুয়ারি অস্থায়ী থেকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়ে ২৭শে জানুয়ারি শপথ গ্রহণ করেন। ১৯৭৫ সালের ২৫শে জানুয়ারি পর্যন্ত তিনি দায়িত্ব পালন করেন। মেয়াদ পূরণের আগেই তাকে সরে যেতে হয়। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের হত্যাকাণ্ডের পর ওই সময়ের মন্ত্রিসভার সদস্য খন্দকার মোস্তাক আহমেদকে প্রেসিডেন্ট পদে বসানো হয়। ১৯৭৫ সালের ৬ই নভেম্বর রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহে প্রেসিডেন্ট হন বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম। ১৯৭৭ সালের ২১শে এপ্রিল শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে পদত্যাগ করেন। পরবর্তীতে মেজর জিয়াউর রহমান প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পরের বছরের ২৩শে জুন নির্বাচনে জিয়া প্রথম সরাসরি নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হন। ১৯৮১ সালের ৩০শে মে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে কতিপয় সেনা সদস্যের গুলিতে তিনি শাহাদতবরণ করেন। এই ঘটনার পর উপ-রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবদুস সাত্তার সাংবিধানিকভাবে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। ১৯৮২ সালের মার্চ মাসে তৎকালীন সেনাপ্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল এইচ এম এরশাদ একটি রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা গ্রহণ করেন। ওই বছরের ২৭শে মার্চ জেনারেল এরশাদ আহসান উদ্দিন চৌধুরীকে প্রেসিডেন্ট পদে অভিষিক্ত করেন। ১৯৮৩ সালের ১১ই ডিসেম্বর এরশাদের চাপে পদত্যাগ করেন আহসান উদ্দিন। সামরিক শাসক এরশাদ নিজেই প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৯৯০ সালের মাঝামাঝি নাগাদ এরশাদের স্বৈশাসনবিরোধী আন্দোলন তীব্র হয়। ডিসেম্বরে এরশাদ পদত্যাগ করেন। তার পদত্যাগের পর প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদকে ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট করে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়। তার নেতৃত্বে নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ১৯৯১ সালের ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের সময় ওই বছরের ২৩শে জুলাই তিনি দেশের আবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ২০০১ সালের ১৪ই নভেম্বর মেয়াদ শেষে তিনি দায়িত্ব ছাড়েন। বাংলাদেশে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা চালু হবার পর ১৯৯১ এর ৮ই অক্টোবর প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন আবদুর রহমান বিশ্বাস। ১৯৯৬ সালের ৮ই অক্টোবর মেয়াদ শেষে তিনি দায়িত্ব ছাড়েন। বিএনপি'র সরকারের সময় ২০০১ সালের ১৪ই নভেম্বর অধ্যাপক ডা. এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। রাজনৈতিক মতবিরোধের কারণে মেয়াদ শেষের আগেই ২০০২ সালের ২১শে জুন তিনি পদত্যাগ করেন। তার পদত্যাগের পর ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকার। ওই বছরের ২১শে জুন থেকে ৬ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্ব পালন করেন। পরে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন প্রফেসর ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ। তিনি ২০০৬ সালের ২৯শে অক্টোবর প্রেসিডেন্টের দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ২০০৭ সালের ১২ই জানুয়ারি তিনি এই পদ ত্যাগ করেন। আওয়ামী লীগ ক্ষমতা গ্রহণের পর ২০০৯ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি তিনি জিল্লুর রহমানের কাছে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব হস্তান্তর করেন। ২০১৩ সালের ২০শে মার্চ সিঙ্গাপুরের মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হলে পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হন তৎকালীন স্পিকার মোহাম্মদ আবদুল হামিদ। তিনি প্রথমে ভারপ্রাপ্ত ও পরে ২০১৩ সালের ২৪শে এপ্রিল থেকে ২০২৩ সালের ২৪শে এপ্রিল পর্যন্ত দুই মেয়াদে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করেন। ওই বছরের ২৪শে এপ্রিল থেকে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন।

আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

রুমী ডেন্টাল ল্যাব
কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত (Unbreakable, Flexi, Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।

Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)
Tel: 718-672-0209, 718-414-4760

ডাঃ মোহাম্মদ মুজাহিদ বিল্লাহর নূতন মেডিকেল অফিস
ফুসফুসের রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার
বিভিন্ন ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করা হয়
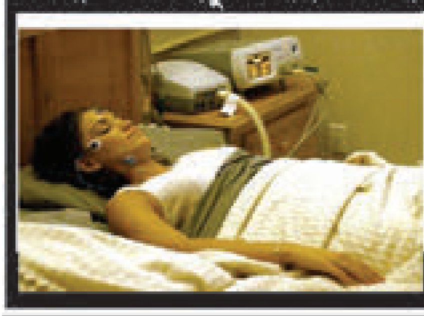
Sleep and Lung Center
* আপনি কি অনিদ্রা, নিদ্রাকলীন শ্বাসকষ্ট এবং নাক ডাকা সহ নিদ্রাজনিত সমস্যায় ভুগছেন?
* ঘুমন্ত অবস্থায় আপনার শ্বাস-প্রশ্বাস কয়েকসেকেন্ডের জন্য বন্ধ হওয়ার অভিযোগ কেউ কি করেছেন?
* আপনি কি গাড়ী চালাতে গিয়ে কিংবা কর্মক্ষেত্রে ঝিমিয়ে পড়েন?
* আপনি কি রাত্রিবেলা ঘুম থেকে বারবার জেগে উঠেন?
* আপনি কি এজমা/ ফুসফুস, ধুমপান জনিত রোগে ভুগছেন?
* সুস্বাস্থ্য ও সুখময় জীবনের জন্য আমাদের সেবা নিন।
* পালমোনারী ফাংশন টেষ্ট,এলার্জি স্কীন টেষ্ট ও কনসাল্ট।
আপনাদের সেবায় এখন জ্যামাইকা এষ্টেটে
Dr. Muhammad Muzahid Billah
Lungs & Sleep Specialist
Cell: 347-204-9683, Fax: 718-526-8900
Tel: 718-526-2700
170-12, Highland Ave. Suite#102, Jamaica, NY-11432

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ

ডাঃ আতাউল ওসমানী
এম.ডি

ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

718-636-0100

Brooklyn

20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
B'tw. Bedford & Nostrand Ave.
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-636-0100
Fax: 718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn, NY 11208
Tel : 718-484-3960
Fax : 718-484-3962

আমরা সব ধরণের ইস্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

ডাঃ গোবিন্দ পাল
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Attending Physician
Wyckoff Heights
Medical Center

Gobinda Paul M.D., F.A.C.P.
Board Certified in Internal Medicine

- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য সুলভে পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারিরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।
- বয়সভিত্তিক বিভিন্ন রোগের টিকা দিয়ে ভবিষ্যতে নিরাপদ থাকুন।

আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি। অফিসে আসার পূর্বে অনুগ্রহ করে ফোন করুন।

Gobinda Paul Physician P.C
An Ideal Healthcare Unit for Curative and Preventive Medicine

Visiting Hours: Mon-Fri : 6PM-9PM, Sat or Sun: 9 Am-2PM
রোগী দেখার সময় : সোম-শুক্র : বিকাল ৬ টা-রাত ৯টা
এবং শনি ও রবি : সকাল ৯টা থেকে দুপুর ২টা

87-38 168 Pl, Jamaica, NY 11432
P: 718-874-0076, F: 718-841-7499
E-mail : GobindaPaul.PC@outlook.com

FAMILY CARE RX PHARMACY

WE ACCEPT MOST INSURANCE

- Metro Plus
- Fidelis Care
- Wellcare
- Health First
- Affinity
- Health Plus
- Hip
- All Private Insurance
- Express Scripts
- Magna Care
- Optumrx
- United Health Care

মামুনের তত্বাবধানে

170-04 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432
TEL : 718-297-1927, FAX : 718-297-3029

হবিগঞ্জে এনসিপি নেতা-কর্মীদের ওপর বিএনপির হামলা

(প্রথম পাতার পর)

আহত হয়েছেন। ভাঙচুর করা হয়েছে বহরে থাকা কয়েকটি গাড়ি। এনসিপি নেতারা জানিয়েছেন, টাউন হলে নির্ধারিত সভা শেষে নেতাকর্মীদের ওপর বিএনপি ও ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা অতর্কিতে হামলা করেন। হামলা থেকে বাঁচতে নেতাকর্মীরা পাশে থাকা সোনালী ব্যাংক ও সার্কিট হাউজে অবস্থান নেন। ঘটনার পর তাৎক্ষণিক স্থানীয় বিএনপি ও ছাত্রদলের কারও বক্তব্য পাওয়া যায়নি। মঙ্গলবার পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে হবিগঞ্জে পৃথক কর্মসূচিতে অংশ নেন এনসিপি'র কেন্দ্রীয় নেতারা। বিকালে জেলা শহরের টাউন হলে পথ সভায় বক্তব্য রাখেন তারা। বক্তব্যে সরকার ও বিএনপি'র কড়া সমালোচনা করেন নেতারা। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, বিএনপি নেতাদের নিয়ে উত্তেজনাকর বক্তব্য দেয়ায় ক্ষুব্ধ বিএনপি ও ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা এই হামলা চালান। ঘটনার ভিডিও ফুটেছে জেলা ছাত্রদল লেখা টি-শার্ট গায়ে একজনকে হামলায় অংশ নিতে দেখা যায়। টাউন হলের সভা শেষে ফেরার পথে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও সদর থানার সামনে হামলা ও ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। হামলায় আহতদের সদর হাসপাতালে নেয়ার পথে আবারো হামলা হয় বলে স্থানীয় সাংবাদিকদের সামনে অভিযোগ করেন সারজিস আলম। তিনি আহত একজনকে দেখিয়ে বলেন, হামলাকারীরা রড দিয়ে পিটিয়ে আহত করেছে। হামলা ও ধাওয়ার ঘটনার পর এনসিপি নেতাকর্মীরা সার্কিট হাউজে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। তাদের নিরাপত্তায় পুলিশ সার্কিট হাউজের সামনে অবস্থান নেয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে।

ঘটনার বিষয়ে জেলা ছাত্রদলের সভাপতি শাহ রাজীব আহমেদ রিংগন বলেন, একটি রাজনৈতিক সংগঠন উস্কানিমূলক বক্তব্য দিয়ে সাজানো নাটক মঞ্চস্থ করেছে। উস্কানিমূলক বক্তব্যের প্রেক্ষিতে সাধারণ ছাত্র-জনতাই প্রতিবাদ জানিয়েছে। এর দায়ভার তাদেরই নিতে হবে। এর দায়ভার ছাত্রদলের নয়। ওদিকে ঘটনার পর এনসিপি'র আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম তার ভেরিফায়েড ফেসবুক পোস্টে জানান, হবিগঞ্জে জুলাই পদযাত্রায় নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী ও সারজিস আলমের গাড়ি বহরে অতর্কিত ও সশস্ত্র হামলা করেছে স্থানীয় বিএনপি'র নেতাকর্মীরা। এতে বেশ কয়েকজন সাংবাদিক ও এনসিপি নেতাকর্মীরা আহত হয়েছেন। দুর্ভাগ্যবশত আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর উপস্থিতিতে এই হামলা হয়েছে। তিনি লেখেন, এনসিপি'র মিডিয়া টিমের মাইক্রোবাসটিকে হবিগঞ্জ জেলা সার্কিট হাউজের ভেতরে নিয়ে হামলা করেছে সন্ত্রাসীরা। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের ভেতর নিয়ে এমন ন্যক্কারজনক কাণ্ড ঘটিয়েছে তারা। কেবল মাইক্রোবাস ভেঙেই তারা ক্ষান্ত হয়নি; মোবাইল ফোন এবং ক্যামেরা ছিনিয়ে নিয়ে গেছে।

হবিগঞ্জে বিএনপি-এনসিপির পাল্টাপাল্টি কর্মসূচি, ১৪৪ ধারা জারি : এনসিপি ও বিএনপির পাল্টাপাল্টি কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে হবিগঞ্জ পৌর এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করেছে জেলা প্রশাসন। সম্ভাব্য সংঘর্ষ ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতির আশঙ্কায় বুধবার জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জি এম সরফরাজ স্বাক্ষরিত এক আদেশে এ তথ্য জানানো হয়। আদেশে বলা হয়, বুধবার হবিগঞ্জ পৌর এলাকায় বিক্ষোভ সমাবেশ ও পথসভা কর্মসূচির ঘোষণা করেছে এনসিপি। একই সময়ে ও একই স্থানে হবিগঞ্জ সদর উপজেলা বিএনপি, হবিগঞ্জ পৌর বিএনপি ও হবিগঞ্জ জেলা ছাত্রদল পাল্টা প্রতিবাদ সমাবেশ ও অবস্থান কর্মসূচির ঘোষণা দিয়েছে। উভয় কর্মসূচিতে বিপুলসংখ্যক নেতা-কর্মীর উপস্থিতির সম্ভাবনা আছে। এ কারণে দুই পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছে এবং যেকোনো সময় সংঘর্ষ, জানমালের ক্ষয়ক্ষতি, জনশান্তি বিনষ্ট ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে পারে।

এমন পরিস্থিতিতে জনস্বার্থে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি হওয়ায় ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮-এর ১৪৪ ধারার ক্ষমতাবলে এ আদেশ জারি করা হয়েছে বলে আদেশে উল্লেখ করা হয়। আদেশ অনুযায়ী, হবিগঞ্জ পৌর এলাকায় পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তির সমাবেশ, জনসভা, মাইকিং, মিছিল, স্লোগান, পিকেটিং, যেকোনো যন্ত্রের মাধ্যমে বিকট শব্দ সৃষ্টি এবং আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত করতে পারেড়এ ধরনের সব কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এর আগে মঙ্গলবার বিকেলে হবিগঞ্জে 'জুলাই পদযাত্রা' কর্মসূচি শেষে এনসিপি নেতাদের গাড়িবহরে হামলা ও নেতা-কর্মীদের মারধর করা হয়। হামলার জন্য ক্ষমতাসীন বিএনপিকে দায়ী করেছে এনসিপি। সন্ধ্যায় শহরে এনসিপি প্রতিবাদ মিছিল বের করলে আরেক দফা সংঘর্ষ হয়। এ ঘটনার প্রতিবাদে বুধবার হবিগঞ্জসহ সারা দেশে বিক্ষোভ সমাবেশের ডাক দেয় দলটি। পরে হবিগঞ্জ বিএনপি ও ছাত্রদলের পক্ষ থেকে পাল্টা প্রতিবাদ সমাবেশের ঘোষণা দেওয়া হয়। জেলা প্রশাসক জি এম সরফরাজ প্রথম আলোকে বলেন, জননিরাপত্তা নিশ্চিত ও শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতেই এ আদেশ জারি করা হয়েছে।

১৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে নতুন আঙ্গিক
জ্যামাইকা ফার্মেসী
আমরা এখন নতুন করে
সিভিএস কেয়ারমার্ক-
এর আওতাধীন সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করছি
Now we accept CVS CAREMARK
✓ WellCare ✓ MetroPlus ✓ healthfirst ✓ Fidelis Care
✓OTC Card
আমরা সব রকমের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

We accept all private Insurances
ঔষধ, মেডিকেল, সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি, ভিটামিন, নিউট্রিশনসহ বিভিন্ন ধরনের মেডিকেল সামগ্রী পাওয়া যায়
JAMAICA PHARMACY Tel : 718-206-9333
168-43 Hillside Ave., Jamaica, NY 11432 Fax: 718-206-4973
E-MAIL : jamaicapharmacy16843@yahoo.com

যুক্তরাষ্ট্র-সমর্থিত আলোচনায় অংশ নেবেন না মাচাদো

বাংলাদেশ ডেস্ক : গত ২৬ জুলাই প্রকাশিত এক যৌথ বিবৃতিতে মাচাদো ও ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বিরোধী জোটের প্রার্থী এডমান্ডো গঞ্জালেজ উরুতিয়া বলেন, প্রস্তাবিত এই সংলাপের পরিকল্পনা, আয়োজন কিংবা বাস্তবায়নের কোনো পর্যায়েই তারা অংশ নেবেন না। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত ওই বিবৃতিতে তারা জানান, সংলাপে অংশ না নিলেও দেশের জন্য প্রকৃত অগ্রগতি বয়ে আনতে পারে- এমন কোনো উদ্যোগে বাধা দেবেন না বলে।

১২ হাজার অভিবাসী শিশু ও স্পন্সরকে গ্রেপ্তার আইসিইর

বাংলাদেশ ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে এ পর্যন্ত ১২ হাজারের বেশি অভিবাসী শিশু ও তাদের স্পন্সরদের গ্রেপ্তার করেছে মার্কিন অভিবাসন কর্তৃপক্ষ (আইসিই)। মঙ্গলবার রয়টার্সের এক বিশেষ অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে এই চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে। যুক্তরাষ্ট্রের শরণার্থী পুনর্বাসন কার্যালয় (ওআরআর) গত বছরের জানুয়ারি মাস থেকে এ পর্যন্ত চার লাখ ৬০ হাজারের বেশি তথ্য আইসিইর সঙ্গে শেয়ার করেছে। ঐতিহাসিকভাবে সীমান্ত পেরিয়ে আসা অভিভাবকহীন শিশুদের সুরক্ষার বিষয়টি অভিবাসন এনফোর্সমেন্ট বা কড়াকড়ির আওতামুক্ত ছিল। কিন্তু বর্তমান প্রশাসনের নীতি পরিবর্তনের ফলে ওই শিশুদের স্পন্সর করা পরিবারগুলোও এখন ধরপাকড়ের মুখে পড়ছে। বিশ্লেষকদের মতে, শিশুকল্যাণমূলক একটি কর্মসূচিকে অভিবাসনপ্রত্যাশীদের বিতাড়নের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। সূত্র : রয়টার্স

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ অনলাইনে পড়ুন
www.weeklybangladeshusa.com

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
WEEKLY BANGLADESH

যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবন্দরে বাড়ছে আইসের অভিযান

(প্রথম পাতার পর)

বৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে থাকা এবং বিভিন্ন ধরনের অভিবাসন আবেদন প্রক্রিয়াধীন থাকা অনেক মানুষের মধ্যেও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে ।আইনজীবীদের মতে, আগের তুলনায়

এখন আইস বিমানবন্দরকে গ্রেপ্তারের গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসেবে ব্যবহার করছে। কারণ, যাত্রীদের ভ্রমণসংক্রান্ত তথ্য আগে থেকেই ট্রান্সপোর্টেশন সিকিউরিটি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (টিএসএ) ও হোমল্যান্ড সিকিউরিটির কাছে থাকে। ফলে কোনো ব্যক্তি কখন, কোথায় এবং কোন ফ্লাইটে ভ্রমণ করবেন, তা জানা সহজ হয়। সাবেক ভারপ্রাপ্ত আইস পরিচালক জন স্যান্ডওয়েগ বলেন, নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ হওয়ায় বিমানবন্দর থেকে কাউকে আটক করা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর জন্য তুলনামূলক সহজ ।সাম্প্রতিক কয়েকটি ঘটনায় বিষয়টি আলোচনায় এসেছে। ওয়াশিংটন ডিসি এলাকার একটি বিমানবন্দর থেকে আশ্রয়প্রার্থী এক নারীকে টেক্সাসে বাবার শেষকৃত্যে যাওয়ার পথে আটক করা হয়। শিকাগোর একটি বিমানবন্দর থেকেও আরেক অভিবাসীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, যিনি বৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছিলেন বলে তাঁর আইনজীবী দাবি করেছেন।

ন্যাশভিল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে কর্মরত অবস্থায় সাউথওয়েস্ট এয়ারলাইন্সের এক ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্টকেও আটক করে আইস। লাস ভেগাসে এক ব্যক্তিকে আটক করতে গিয়ে জনতার প্রতিবাদের মুখে অভিযান সাময়িকভাবে বন্ধ করা হলেও পরদিন তাঁকে লস অ্যাঞ্জেলেস আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আবার গ্রেপ্তার করা হয়। ডেনভার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের জেট ব্রিজ থেকেও এক নারীকে আটক করার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। ট্রাম্প প্রশাসন বলছে, যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধভাবে অবস্থানকারীদের শনাক্ত ও বহিষ্কার করাই এই অভিযানের লক্ষ্য। হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ জানিয়েছে, যারা যুক্তরাষ্ট্রে থাকার আইনগত অধিকার হারিয়েছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। তবে সংস্থাটি বিমানবন্দরে অভিযান বেড়েছে কি না, সে বিষয়ে সরাসরি মন্তব্য করেনি।

প্রশাসনের লক্ষ্য প্রতিদিন প্রায় দুই হাজার অভিবাসন গ্রেপ্তার সম্পন্ন করা। অন্যদিকে অভিবাসন আই-নজীবী ও অধিকারকর্মীরা বলছেন, এই অভিযান শুধু অনথিভুক্ত অভিবাসীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছে না। অনেক ক্ষেত্রে আশ্রয় আবেদনকারী, ভিসার মেয়াদসংক্রান্ত জটিলতায় থাকা ব্যক্তি কিংবা অন্য আইনি প্রক্রিয়াধীন অভিবাসীরাও ঝুঁকির মুখে পড়ছেন। তাঁদের মতে, বিমানবন্দরে ভ্রমণ এখন অনেক অভিবাসীর জন্য নতুন ধরনের আইনি ঝুঁকি তৈরি করেছে।

পায়ের রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
Bangladeshi Foot Specialist
Dr. Sadi Alam

পায়ের কোন সমস্যায় ভুগছেন?
নিউইয়র্কে বাংলাদেশী চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
ডায়াবেটিক রোগীদের ফুট চেকআপ করা হয়।
We accept
Wellcare, Health First, Metro-plus, Fidelis, Medicare, Aetna, Cigna and other private insurances.
আজই আপনার ডাক্তারকে রেফারেলের জন্য জিজ্ঞাসা করুন।
Call for Appoinment
Jamaica Office : 16605 Highland Ave, Suite L1, Jamaica, NY 11432
Jackson Heights: 70-17 37th Ave. Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office : 486 McDonald Avenue, Brooklyn, NY 11218
Parkchester: 1381 Castle Hill Ave, Bronx NY 10461
Ozone park: 77-21, 101th Avenue, Ozonepark, NY11416
Floral Park : 264-02, Hillside Ave, Floral Park, NY 11004
Phone: 347-509-4470 (Cell)
Fax : (646) 845-1861

ব্রুকলীন চার্চ ম্যাকডোনাল্ডে বাংলাদেশী ডাক্তার
SAYERA HAQUE, M.D
আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
এটেন্ডিং ফিজিসিয়ান, ই. আর, কনি আইল্যান্ড হাসপাতাল
সেবাসমূহ
• জেনারেল চেকআপ • হাই কোলেস্টরল এজমা • TLC/Motor Vehicle Exam
• শারীরিক পরীক্ষা • ইকেজি
• ডায়াবেটিস • বয়স্ক ভেক্সিনেশান • মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরণের রোগের চিকিৎসা করা হয়।
• হাইপারটেনশন • ব্লাড টেষ্ট
আমাদের অফিসে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বসেন
We accept most of the Insurances
Haque Medical Office, PC
540 McDonald Ave., Brooklyn, NY-11218
"F" Train and Bus B35, B67
Office Hours
TTuesday: 12pm-8pm
Thursday: 12pm-8pm
Saturday: 12pm-8pm
Friday: 1pm-5pm
Monday: 11am-6pm
Tel: 718-633-5883/5800, 347-715-7593

জ্যামাইকায় ডা. শামীম আহমেদের নিজস্ব নতুন অফিস
GETWELL MED-CARE P.C.
170-25 Cedarcroft Rd,
Jamaica, NY 11432
718-305-1262
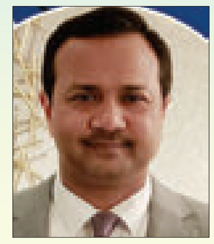
ডা. শামীম আহমেদ, এমডি,এফএসিপি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
আমাদের সেবাসমূহ
* জেনারেল চেকআপ
* ডায়াবেটিস
* হাই ব্লাড প্রেসার
* হাই ক্লোলেস্টেরল।
* অ্যাজমা
* আথরাইটিস
* জব ফিজিক্যাল
* টিএলসি
* ইকেজি
* ল্যাবস : ব্লাড, ইউরিন, প্রেগনেন্সি
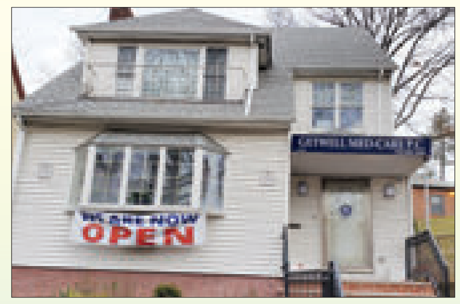
আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত
আমরা প্রায় সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।
SHAMIM AHMED, MD, FACP
INTERNAL MEDICINE, GERIATRIC MEDICINE
Jamaica Office
170 25 Cedarcroft Rd, Jamaica, NY 11432
Ph: 718-305-1262
Fax:718-205-4815
Jackson Heights Office
35-30 64th Street, Woodside, NY 11377
Phone : 718-205-6561
Fax: 718-205-4815

Just... Smile...
A Beautiful Smile Is A Healthy Smile
General Dentistry
Nitrous Oxide
Crown & Bridges
Dentures
Extractions
Cosmetic Dentistry
Veneers
Bonding
Root Canal Therapy
Implant Surgery & Restorations
IMPLANT & COSMETIC DENTISTRY
MEDICAID & MOST INSURANCE ACCEPTED
WE ACCPT MAJOR CREDIT CARDS
VISA MasterCard
IMPLANT CONSULTATION

Dr. Muslima J. Khandakar, DMD
Dr. Mohammad Wahedur Rahman, D.D.S
TWO OFFICES ON HILLSIDE AVENUE
FLORAL DENTAL CARE P.C.
256-18 Hillside Ave.
Floral Park, NY-11004
Tel: (718)343-5353
Fax: (718)343-5354
CUTE DENTAL CARE P. C.
167-01 Hillside Ave.
Jamaica, NY-11432
Tel: (718)526-5999
Fax: (718)526-6646

নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন : আলোচনায় ড. ইউনূস!

(প্রথম পাতার পর)

(৯০ দিনের মধ্যে) নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। ক্ষমতাসীন দল বিএনপির অভ্যন্তরীণ সমীকরণ ছাপিয়ে এই পদে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ও সাবেক প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নাম আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসায় রাজনৈতিক অঙ্গনে তৈরি হয়েছে বাড়তি কৌতূহল। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, রাষ্ট্রপতির মতো অলংকারিক পদে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নাম আসার পেছনে রয়েছে তার আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা ও রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা। ২০২৪ থেকে ২০২৬ সাল পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে সফলভাবে দায়িত্ব পালনের পর, বহির্বিশ্বে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে এবং কূটনৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখতে তার মতো ব্যক্তিত্ব বড় ভূমিকা রাখতে পারেন বলে মনে করছেন অনেকে। তবে দলীয় আনুগত্য নাকি বৈশ্বিক ভাবমূর্তিড়এই দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে গিয়ে কিছুটা কৌশলগত সমীকরণের মুখোমুখি হয়েছে বিএনপি। ড. ইউনূসের পাশাপাশি বিএনপির নিজস্ব নীতিনির্ধারণী পর্যায় এবং দলের ভেতরে অভিজ্ঞ একঝাঁক নেতার নামও জোরালোভাবে আলোচিত হচ্ছে। সম্ভাব্য এই তালিকার শীর্ষে রয়েছেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর (মহাসচিব ও মন্ত্রী), ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন (প্রবীণ নেতা), গয়েশ্বর চন্দ্র রায় ও ড. আবদুল মঈন খান, অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী (প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা ও দলের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব)। এছাড়া বর্তমান ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হাফিজ উদ্দিন আহমেদকে স্থায়ীভাবে এই পদে রাখার গুঞ্জনও রয়েছে।

এ বিষয়ে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও মন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে দলের নীতিনির্ধারণী ফোরাম এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে। দলটির একটি অংশের মতে, দীর্ঘ লড়াই-সংগ্রাম ও রাজপথের সংকটে পরীক্ষিত কাউকেই সর্বোচ্চ এই পদে বসানো উচিত। অন্যদিকে সংবিধান ও গঠনতন্ত্র মেনেই সঠিক সময়ে প্রার্থীর নাম আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হবে বলে স্পষ্ট করেছেন জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। এখন দেখার বিষয়, শেষ পর্যন্ত দলীয় পরিচয়ের ওপর নির্ভর করে কাউকে এই পদে বেছে নেওয়া হয়, নাকি বৈশ্বিক গ্রহণযোগ্যতাকে প্রাধান্য দিয়ে ড. ইউনূসের মতো কোনো নিরপেক্ষ ব্যক্তিত্বের হাতে বঙ্গভবনের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

সেপ্টেম্বরে নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন

দলের প্রতি বিশ্বস্ত ও রাজনৈতিক বা সাংবিধানিক যেকোনো সংকট মোকাবেলায় সক্ষম সর্বজন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিকেই দেশের ২৩তম রাষ্ট্রপতি হিসেবে দেখতে চান ক্ষমতাসীন বিএনপি নেতা-কর্মীরা। একই সঙ্গে তাঁরা বলছেন, নীতিনৈতিকতাসম্পন্ন ও অভিজ্ঞতারও বিকল্প নেই। কোনো অবস্থাতেই আর অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের মতো অরাজনৈতিক এবং জাতীয় সংকট মোকাবেলায় ব্যর্থ কোনো ব্যক্তিকে দেশের এই সর্বোচ্চ সম্মানিত পদে দেখতে চান না তাঁরা। বিএনপির কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যন্ত বেশ কিছু নেতা-কর্মীর সঙ্গে আলাপকালে 'কেমন রাষ্ট্রপতি চান'- প্রশ্নের জবাবে এমন মতামত ব্যক্ত করেন তাঁরা। তাঁদের মতে, অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দেওয়াটা ছিল বিএনপির সবচেয়ে বড় ভুলের মধ্যে একটি। যার চরম মাশুল দলীয় চেয়ারপারসন, তাঁর পরিবারসহ বিএনপির লাখ-কোটি নেতা-কর্মী তথা সমগ্র দেশকেই দেড় যুগ ধরে গুনতে হয়েছে। নেতাদের মতে, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব যেকোনো সংকটময় মুহূর্তে দেশ-জাতির স্বার্থ ও সংবিধান রক্ষায় তাঁরা অবিচল থাকেন। কারণ দেশের প্রতি তাঁরা কমিটেড। পক্ষান্তরে যত বড় মেধাবীই হোন না কেন দুর্বলচিত্তের কোনো পেশাজীবী ব্যক্তির পক্ষেই সেই চরম সংকট মোকাবেলা সম্ভব হয় না। দলের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ফোরাম জাতীয় স্থায়ী কমিটি থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি এবং তৃণমূল পর্যন্ত দল ও অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীরা চাচ্ছেন দল থেকে একজন বিশ্বস্ত, সৎ, গ্রহণযোগ্য, দক্ষ ও অভিজ্ঞ- সর্বোপরি যেকোনো ধরনের সংকট দৃঢ় হাতে মোকাবেলায় সক্ষম হবেন এমন একজন ব্যক্তিকেই জাতীয় সংসদের আগামী অধিবেশনে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করা হোক। বিশেষ করে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এবং দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আদর্শে শতভাগ উদ্বুদ্ধ ব্যক্তিকেই করা হোক বাংলাদেশের পরবর্তী নতুন রাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের পদত্যাগের পর সংবিধান অনুযায়ী স্পিকার মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমদ বীর-বিক্রম ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। ৯০ দিনের মধ্যে নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করতে হবে। বর্তমান সংবিধান সংশোধিত না হওয়ায় বিদ্যমান পদ্ধতিতেই জাতীয় সংসদের ৩৫০ জন সদস্যের ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবেন। সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে বিএনপি যাঁকে মনোনয়ন দেবে, তিনিই রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবেন।

এ বিষয়ে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, দেশের নতুন রাষ্ট্রপতি কে হবেন, বিএনপিদলীয় নাকি বাইরের কেউ, তা দলের নীতিনির্ধারণী ফোরামের বৈঠকে নির্ধারণ হবে। সংবিধান ও প্রয়োজনীয় আইন মেনে দলের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ফোরাম জাতীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠকে আলোচনা শেষে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এদিকে দেশের পরবর্তী রাষ্ট্রপতি কে হবেন, তা নিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে জোর আলোচনা চলছে। বিভিন্ন নাম আলোচনায় এলেও বিএনপির শীর্ষস্থানীয় নেতাদের বক্তব্যে স্পষ্ট ইঙ্গিত মিলছে দলীয় নেতৃত্ব থেকেই রাষ্ট্রপতি মনোনয়ন দেওয়ার পক্ষে অবস্থান তাঁদের। তবে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে আলোচনার পর দলের চেয়ারম্যান ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করবেন। বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান এ প্রসঙ্গে বলেন, সংবিধান অনুযায়ী যা হওয়ার তা-ই হবে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হয় জাতীয় সংসদের সদস্যদের ভোটে। ন্যাচারালি বিএনপি যাঁকে নমিনেট করবে তিনিই রাষ্ট্রপতি হবেন। বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু বলেন, 'সরকারি দল বিএনপির পক্ষ থেকে যাঁকে মনোনয়ন দেওয়া হবে তিনিই হবেন পরবর্তী রাষ্ট্রপতি। আমরা বিশ্বাস করি আমাদের দলের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ফোরামের সঙ্গে আলোচনা করে দলের চেয়ারম্যান এবং প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এ ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্তটিই নেবেন।'

বিএনপির কেন্দ্রীয় যুগ্ম মহাসচিব ও মুন্সিগঞ্জ-২ আসনের এমপি অ্যাডভোকেট আবদুস সালাম আজাদ বলেন, নীতিনৈতিকতাসম্পন্ন ও অভিজ্ঞতারও বিকল্প নেই। কোনো অবস্থাতেই আর প্রফেসর ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের মতো অরাজনৈতিক এবং ক্রাইসিস মোকাবেলায় ব্যর্থ কোনো ব্যক্তিকে দেশের এই সর্বোচ্চ সম্মানিত পদে দেখতে চান না বিএনপির কোনো নেতা-কর্মী। দলীয় চেয়ারম্যান ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এ ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্তটিই নেবেন। এদিকে দেশের ২৩তম রাষ্ট্রপতি হিসেবে বিএনপির মহাসচিব ও স্থানীয় সরকারমন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের নামটিই সবচেয়ে বেশি আলোচনায় রয়েছে। এ ছাড়া জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন, ড. আবদুল মঈন খান ও নজরুল ইসলাম খানের নামও বিভিন্ন মহলে আলোচিত হচ্ছে। আবার কেউ কেউ চাচ্ছেন ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হাফিজ উদ্দিন আহমদ বীরবীক্রমকেই রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করে স্থায়ীভাবে রেখে দেওয়া হোক। এর বাইরে আরও যুক্ত হয়েছে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য প্রফেসর ড. আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী, জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশ মিশনের স্থায়ী প্রতিনিধি আইরিন খান, মন্ত্রিপরিষদ সচিব নাসিমুল গনির নামও গণমাধ্যমে আসছে। রাষ্ট্রপতি হিসেবে রাজনৈতিক নেতৃত্ব থেকেই কাউকে বেছে নেওয়ার পক্ষে মত দেন দলীয় চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল। তিনি বলেন, দলের মধ্যে বিশ্বস্ত, দলের প্রতি আনুগত্য এবং পরীক্ষিত, শহীদ জিয়া এবং বেগম খালেদা জিয়ার অনুসারী, এরকম যাঁরা আছেন তাঁদের মধ্য থেকেই নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়া উচিত। কারণ রাজনৈতিক নেতৃত্বের মধ্য থেকে হলে রাজনীতিবিদের পক্ষ কিংবা প্রতিপক্ষ উভয় দিকেই সম্মানবোধ করার একটা নৈতিকতা জন্ম নেয় ভিতরে। আর প্রফেশনাল যাঁরা, তাঁরা কিন্তু একটা নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে চলাফেরা করেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বর্তমান রাজনৈতিক ও ভূরাজনৈতিক বাস্তবতায় অরাজনৈতিক কাউকে রাষ্ট্রপতি করার সম্ভাবনা পুরোপুরি উড়িয়ে দেওয়া না গেলেও বিএনপির শীর্ষ নেতৃত্বের বক্তব্যে দলীয় নেতাকেই রাষ্ট্রপতি করার প্রবণতা স্পষ্ট হয়ে উঠছে। শেষ পর্যন্ত কাকে মনোনয়ন দেওয়া হবে, সে সিদ্ধান্ত আসবে বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন দলের সর্বোচ্চ ফোরাম জাতীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠক থেকেই। শুক্রবার বিকাল ৫টায় রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন পদত্যাগ করার পর এখন সবার দৃষ্টি পরবর্তী রাষ্ট্রপতি কে হচ্ছেন, সেদিকে। সরকার গঠনের পর থেকেই এ পদে বিএন-পির সিনিয়র কয়েকজন নেতার নাম আলোচনায় থাকলেও গত দুই দিনে সম্ভাব্যদের তালিকায় নতুন করে আরও কয়েকটি নাম যুক্ত হয়েছে। সরকার ও বিএনপির নীতিনির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন এমন একটি সূত্র জানিয়েছে, বাইরে থেকে নয়, বিএনপির সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী পর্ষদ জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য থেকেই দেশের পরবর্তী রাষ্ট্রপতি হতে পারেন। যদিও এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত দলীয় ফোরামে আলোচনা হয়নি। তবে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন নিয়ে বিএনপির শীর্ষ পর্যায়ে প্রস্তুতি চলছে অত্যন্ত সন্তর্পণে। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তার ভাষ্য, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হতে এখনো সময় রয়েছে। রাজনীতির বাস্তবতায় পরিস্থিতি দ্রুত বদলে যেতে পারে। ফলে আজ যাঁরা আলোচনায় এগিয়ে আছেন, সময়ের

ব্যবধানে তাঁদের অবস্থান পরিবর্তিতও হতে পারে। এ ক্ষেত্রে নতুন কোনো চমকও সামনে চলে আসতে পারে। যাঁর নাম হয়তো এখন পর্যন্ত কোথাও কোনো আলোচনাতেই আসেনি। জাতীয় সংসদের মংমনসিংহ-১০ আসনের বিএনপিদলীয় এমপি আক্তারুজ্জামান বাচ্চু বলেন, বিভিন্ন মহলে নানাজনের নাম আলোচনায় থাকলেও, বিএনপি দলীয় নেতৃত্ব থেকেই নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করতে চায়। রাষ্ট্রপতি হিসেবে এমন একজনকে বেছে নেওয়া উচিত, যিনি গ্রহণযোগ্য, নৈতিকতাসম্পন্ন, অভিজ্ঞ এবং দলের প্রতি বিশ্বস্ত।

নতুন রাষ্ট্রপতি কে হবেন, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত বিএনপির দলের উচ্চপর্যায় থেকেই নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব ও প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা রুহুল কবির রিজভী। ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক মো. ফরহাদ হোসেন বলেন, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের জাতীয়তাবাদী আদর্শে বিশ্বস্ত, দল ও দেশের জন্য নিবেদিতপ্রাণ এমন একজনকেই রাষ্ট্রপতি হিসেব বেছে নিতে হবে। তিনি দেশ ও জনগণের কল্যাণের কাজ করবেন। জানা গেছে, বিএনপির ভিতরে রাজনৈতিক নেতৃত্ব থেকেই রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পক্ষে জোর মত রয়েছে। তবু ভূরাজনৈতিক এবং সামগ্রিক রাজনৈতিক সমীকরণের কারণে দলীয় বলয়ের বাইরে থাকা কোনো গ্রহণযোগ্য অরাজনৈতিক ব্যক্তির নামও একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। তবে শেষ পর্যন্ত পরবর্তী রাষ্ট্রপতি পদে কাকে মনোনয়ন দেওয়া হবে, সেই সিদ্ধান্ত আসবে বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন দলের জাতীয় স্থায়ী কমিটি থেকেই। সেই সিদ্ধান্তের দিকেই এখন তাকিয়ে আছে পুরো রাজনৈতিক অঙ্গন। কিশোরগঞ্জ জেলা পরিষদের প্রশাসক ও জেলা বিএনপির নেতা খালেদ সাইফুল্লাহ খান সোহেল (ভিপি সোহেল) বলেন, 'দেশ ও জাতির প্রয়োজনে যেকোনো সংকটে শক্ত হাতে হাল ধরে সমাধান করতে পারবেন, এমন বিশ্বস্ত ও সৎ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিকেই রাষ্ট্রপতি হিসেবে দেখতে চাই।' কথা হয় ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির আদাবর থানার সদস্যসচিব আবুল কালাম আজাদের সঙ্গে। তিনি বলেন, 'আমরা কোনো অরাজনৈতিক, আদর্শহীন ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদে দেখতে চাই না। প্রফেসর ইয়াজউদ্দিনের মতো "মাজাভাঙা" ব্যক্তিকেও আর চাই না।' জাতীয়তাবাদী তাঁতী দলের কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক আবুল কালাম আজাদ বলেন, 'বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে সমন্বয় করে দেশ গঠনে কাজ করতে পারবেন এমন রাষ্ট্রপতি চাই। দেশটাকে পুনর্গঠনে কাজ করতে পারবেন এমন রাষ্ট্রপতি চাই।' স্বেচ্ছাসেবক দলের সহসভাপতি ফখরুল ইসলাম রবিন বলেন, 'বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের উন্নয়নকে সহযোগিতা করে এগিয়ে নিয়ে যাবেন ভবিষ্যতে এমন রাষ্ট্রপতি চাই।' ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ফারুক হোসেন বলেন, 'দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় যিনি দৃঢ় প্রজ্ঞাবান, দূরদর্শী ও বিচক্ষণ ব্যক্তিই ভবিষ্যতে রাষ্ট্রপতি হিসেবে বিবেচিত হবেন, এমনটাই প্রত্যাশা করি।' বরিশাল দক্ষিণ জেলা বিএনপির সদস্যসচিব আবুল কালাম শাহীন বলেন, রাষ্ট্রপতি হবেন সবার ঊর্ধ্বে একজন ব্যক্তি। তাই তাঁকে রাষ্ট্রের স্বাধীনতা, ভূখণ্ড রক্ষাসহ প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের পাশে থেকে সার্বিক সহযোগিতা করবেন, এমন একজন ব্যক্তিকেই রাষ্ট্রপতি করা উচিত। রংপুর মহানগর বিএনপির আহ্বায়ক ও রংপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান সামছুজ্জামান সামু বলেন, বিষয়টি প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ও সংসদের ওপর নির্ভর করছে। এ বিষয়ে এর চেয়ে বেশি মন্তব্য এখন করা যাবে না। সিলেট মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জহিরুল হক বলেন, বাংলাদেশের জন্য এমন একজন রাষ্ট্রপতি প্রয়োজন, যিনি হবেন সংবিধানের প্রকৃত অভিভাবক ও রক্ষক। যেহেতু এ মুহূর্তে বিএনপি ক্ষমতায়, সে পরিপ্রেক্ষিতে দলটির নীতি আদর্শে বিশ্বাসী, প্রাজ্ঞ, পরীক্ষিত একজন রাজনীতিবিদ রাষ্ট্রপতি হওয়া অপ্রত্যাশিত নয়। দলীয় পরিচয় থাকলেও শপথ নেওয়ার পর তিনি হবেন সম্পূর্ণ নির্দলীয়, নিরপেক্ষ। দলমতের ঊর্ধ্বে উঠে দলীয় সংকীর্ণতার বাইরে গিয়ে পুরো রাষ্ট্রের এবং সব নাগরিকের অভিভাবক হিসেবে ভূমিকা পালন করবেন তিনি।

সেপ্টেম্বরে নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন : আইন, বিচার ও সংসদবিষয়কমন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান বলেছেন, বিশেষ অধিবেশন ডেকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করার মতো পরিস্থিতি হয়নি। সেপ্টেম্বরের সংসদ অধিবেশনে নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবেন। রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে মানবাধিকার সংগঠন অধিকার আয়োজিত পরামর্শ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন। সদ্যবিদায়ী রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের বিরুদ্ধে মামলা প্রসঙ্গে জানতে চাইলে আইনমন্ত্রী বলেন, আগের রাষ্ট্রপতির মামলা নিয়ে এখনই মন্তব্য নয়। এর আগে অনুষ্ঠানে আইনমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকারের আমলে বিচারবহির্ভূত হত্যা প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে। তিনি বলেন, আমরা ২০০৯ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত রাজনৈতিক প্রতিহিংসাবশত দায়ের করা মামলাগুলো প্রত্যাহারের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। এ বিষয়ে আমরা এখন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের পর্যায়ে রয়েছি। মামলা প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে তিনি দুটি স্পষ্ট ব্যতিক্রমের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ধর্ষণের মামলা যতই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে দাবি করা হোক না কেন, তা প্রত্যাহারের আওতায় আনা হবে না। অন্যদিকে মাদকের মামলাগুলো বিরোধীদের হয়রানির উদ্দেশ্যে দায়ের করা হয়েছিল কি না, তা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে যাচাইবাছাই করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

কে হচ্ছেন নতুন রাষ্ট্রপতি : নানা গুঞ্জন-আলোচনার পর অবশেষে বঙ্গভবন ছাড়ছেন দেশের ২২তম রাষ্ট্রপতি মো. সাহ-াবুদ্দিন। শুক্রবার (২৪ জুলাই) পদত্যাগ করেছেন তিনি। তার বিদায়ের পর ২৩তম রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে বঙ্গভবনে কে আসছেনড় সেটিই এখন 'টক অব দ্য কান্ট্রি'। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, ক্ষমতার পালাবদল বা রাষ্ট্রপ্রধানের বিদায় সবসময়ই নতুন রাজনৈতিক সমীকরণের জন্ম দেয়। সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা, দলীয় হিসাব-নিকাশ, ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতা এবং দেশীয় রাজনীতির দীর্ঘমেয়াদি কৌশলড়সব মিলিয়ে ২৩তম রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রক্রিয়াটি কেবল একটি আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং আগামীর বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার এক অন্যতম নির্দেশক। এই হিসেব-নিকেশে নতুন রাষ্ট্রপতি কে হবেন, এ নিয়ে ক্ষমতাসীন বিএনপিসহ রাজনৈতিক মহলে নানা আলোচনা-বিশ্লেষণ চলছে। বিএনপির তৃণমূল থেকে শুরু করে হাইকমান্ড পর্যন্ত কয়েকটি নাম বেশ জোরেশোরে উচ্চারিত হচ্ছে। জনস-াধারণ পর্যায়েও কিছু নাম আলোচিত হচ্ছে।

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE
Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic
একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

APNAR PHARMACY
168-01 Hillside Ave.
Jamaica, NY 11432
Ph. : 347-561-6520

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় গোয়েন্দা পরিচালক হলেন জে ক্লেটন

বাংলাদেশ ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট জে ক্লেটনকে দেশের নতুন জাতীয় গোয়েন্দা পরিচালক হিসেবে অনুমোদন দিয়েছে। মঙ্গলবার দলীয় অবস্থান অনুযায়ী ৫১-৪৭ ভোটে তাঁর নিয়োগ নিশ্চিত হয়।

ক্লেটন বর্তমানে নিউইয়র্কের সাউদার্ন ডিস্ট্রিক্টের প্রধান ফেডারেল কৌঁসুলি। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে তিনি সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন।

জাতীয় গোয়েন্দা পরিচালক হিসেবে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ১৮টি গোয়েন্দা সংস্থা ও ইউনিটের কার্যক্রম সমন্বয় করবেন। তিনি অন্তর্বর্তী পরিচালক বিল পুল্টের স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন। আগের পরিচালক তুলসি গ্যাবার্ড জুনে পদত্যাগ করেন। নিয়োগ শুনানিতে ক্লেটন ২০২০ সালের নির্বাচনে ট্রাম্প পরাজিত হয়েছিলেন কি না, সে প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দেননি। এ ছাড়া নিউইয়র্ক টাইমসের সাংবাদিকদের তলব করার তাঁর দপ্তরের সিদ্ধান্ত নিয়েও সমালোচনা হয়েছিল। পরে ওই তলব প্রত্যাহার করা হয়।

রিপাবলিকান নেতারা বলেছেন, জাতীয় নিরাপত্তার জন্য ক্লেটন একজন অভিজ্ঞ নেতা। তবে ডেমোক্র্যাটরা তাঁর রাজনৈতিক স্বাধীনতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে নিয়োগের বিরোধিতা করেছেন। সূত্র: সিএনএন, রয়টার্স ও দ্য গার্ডিয়ান।

ট্যালক-ক্যান্সার মামলা মেটাতে ৫.৫ বিলিয়ন ডলার দিচ্ছে জনসন অ্যান্ড জনসন

বাংলাদেশ ডেস্ক : বেবি পাউডারসহ অন্যান্য ট্যালকম সামগ্রী ডিম্বাশয়ের ক্যানসারের জন্য দায়ীড়এমন অভিযোগে ওঠে জনসন অ্যান্ড জনসন এর ওপর, করা হয় প্রায় ৭৬ হাজার মামলা। সোমবার (২৭ জুলাই) এসব মামলা নিষ্পত্তিতে আনুমানিক ৫ দশমিক ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার দিতে সম্মত হয়েছে আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্যসেবা ও প্রসাধন সামগ্রী এই প্রতিষ্ঠানটি। এই ঐতিহাসিক সমঝোতার মাধ্যমে এক দশক ধরে চলা দীর্ঘ আইনি বিরোধের বড় ধরনের অবসান ঘটতে যাচ্ছে। নিউজার্সির ফেডারেল আদালত ও রাজ্য আদালতে বিচারাধীন প্রায় সব বিদ্যমান দাবি এই চুক্তির আওতায় আসবে। চুক্তিটি চূড়ান্ত হতে রাজ্য বা ফেডারেল আদালতের অন্তত ৯৫ শতাংশ আবেদনকারীর সম্মতি প্রয়োজন হবে।

প্রতিষ্ঠানটির লিটিগেশন বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ট এরিক হাস জানান যে অভিযোগগুলো 'ভিত্তিহীন' হওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘ আইনি লড়াই বন্ধ করে ব্যবসায় মনোযোগ দিতেই তারা এই সমঝোতার পথ বেছে নিয়েছেন। চুক্তি অনুযায়ী ২০২৭ সালে ৩ বিলিয়ন ডলার এবং ২০২৮ সালে বাকি অর্থ পরিশোধ করা হবে। তবে আবেদনকারীর সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে মোট অর্থের পরিমাণ বেড়ে ৭ বিলিয়ন ডলার বা তারও বেশি হতে পারে বলে জানিয়েছেন বাদীপক্ষের আইনজীবী ক্রিস সিগার। জনসন অ্যান্ড জনসন দীর্ঘদিন ধরেই দাবি করে আসছে যে তাদের ট্যালকভিত্তিক পণ্য নিরাপদ এবং ক্যানসার সৃষ্টিকারী অ্যাসবেস্টস মুক্ত। তবে ২০২০ সালেই তারা যুক্তরাষ্ট্র থেকে ট্যালক-ভিত্তিক বেবি পাউডার বিক্রি বন্ধ করে কর্নস্টার্চভিত্তিক পণ্য চালু করে। এর আগে দেউলিয়া সুরক্ষার আবেদনের মাধ্যমে মামলা সমাধানের চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর পুনরায় মামলাগুলো সচল হলে এই বড় সমঝোতায় পৌঁছায় উভয় পক্ষ। সূত্র : রয়টার্স

তিন বছর এইচ-১বি ভিসা বন্ধ রাখতে চায় ট্রাম্প প্রশাসন

বাংলাদেশ ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রে বিদেশী দক্ষ কর্মীদের জন্য সবচেয়ে বড় ভিসা এইচ-১বি বন্ধ রাখার উদ্যোগ নিয়েছে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন। অন্তত তিন বছরের জন্য এইচ-১বি ভিসা কর্মসূচি বন্ধ রাখার বিল যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের উচ্চকক্ষ সেনেটে পেশ করেছেন মন্টানার রিপাবলিকান সেনেটর টিম শিহি। এই বিলে এইচ-১বি ভিসার আবেদনের জন্য ট্রাম্পের প্রস্তাবিত এক লাখ ডলার ভিসা ফি-ও বিধিবদ্ধ করার করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। 'এন্ড এইচ-১বি অ্যাবিউজ অ্যাক্ট' শীর্ষক এই বিল পেশের পক্ষে সেনেটরদের যুক্তি হল, এইচ-১বি কর্মসূচি তৈরি হয়েছিল শুধু সেই সব ক্ষেত্রে বিদেশী বিশেষজ্ঞ নিয়োগের জন্য, যেখানে যুক্তরাষ্ট্রে প্রয়োজনীয় দক্ষ কর্মীর অভাব রয়েছে ।

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সন্নিকটে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সমন্বয়ে মাল্টি স্পেশিয়ালিটি মেডিকেল সেন্টার

MOHAMMED K RASHID M.D.

আমরা প্রায় সকল প্রকার হেলথ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।

এ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুন:
Tel: 718-657-8525
168-32, Highland Ave.
Jamaica, NY-11432

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ :

Mohammed K Rashid M.D.
Diplomat American Board of Internal Medicine

Mohammad W. Rahman, M,D
Board Certified Internal Medicine
Board Certified Geriatric Medicine

Kawser U. Ahmed, M. D.
Diplomat American Board of Internal Medicine
Attending Department of Medicine
Queens Hospital Center

অ্যালার্জি এন্ড ইমমিয়োনলজি
N Kumar M. D.
Allergy & Immunology
Allergy Testing, Hay Fever, Skin Rash, Asthma, Sinusitis, Food & Drug Allergies, Hives.

আমাদের সেবাসমূহ
* জেনারেল চেকআপ
* ডায়াবেটিস
* হাই ব্লাড প্রেসার
* হাই কোলেস্টেরল
* অ্যাজমা
* আথরাইটিস
* জব ফিজিক্যাল
* টিএলসি
* ইকেজি
* ল্যাবস: ব্লাড, ইউরিন, প্রেগনেন্সি এবং এ্যালাজি টেস্টিং।

জ্যাকসন হাইটস ও জ্যামাইকায় নিরিবিলি পরিবেশে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশী ডাক্তার
প্রবাসী বাংলাদেশীদের অধিকতর সেবার প্রত্যয়ে আমরা

আমাদের সেবাসমূহ:
- শারীরিক চেকআপ
- টিএলসি টেস্ট
- DMV-ভিশন টেস্ট
- ডায়াবেটিস পরীক্ষা
- উচ্চ রক্তচাপ পরীক্ষা
- হাই কোলেস্টেরল পরীক্ষা
- হজ্ব ও ওমরাহ টিকা
- স্কুল ও জব ফিজিক্যাল
- স্কুল ফর্ম পূরণ
- WIC ফর্ম
- PAP Smear পরীক্ষা
- প্রেগন্যান্সি টেস্ট
- ড্রাগ টেস্ট
- ভ্যাক্সিন প্রদান

Immigration Physical Done Here
এখানে ইমিগ্রেশন (গ্রিনকার্ড) স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়

আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
Help with insurance problems and new applications
মেডিকেইড ও ফ্যামিলি হেলথ প্লাস পাওয়ার ব্যাপারে সহযোগিতা করে থাকি

জাকিয়া হোসেন (লিপা) MD, FACP
BOARD CERTIFIED IN INTERNAL MEDICINE
www.zakiahossainmd.com

Doctors Office

Jackson Heights
63-12 Broadway
Woodside, NY-11377
Phone: 718-424-0309
929-701-8400
In the Same have a Texas Chiken, Then you can see a petrol pump in cross street is our new office

Jamaica
171-09, Mayfield Road
Jamaica, NY 11432
Ph. 718-298-5680
718-298-5681
সহজে পার্কিং পাওয়া যায়

Bronx Office
1803 Westchester Ave.
Bronx, NY 10472
718-828-0600, 718-828-5800
আমরা ৭ দিনই খোলা

কুইন্সে এক বাড়ি থেকে দুটি মরদেহ উদ্ধার, আটক ১

নিউইয়র্ক : নিউইয়র্ক সিটির কুইন্সের ফার রকওয়েতে অবরোধ পরিস্থিতির অবসানের পর একটি বাড়ি থেকে একই পরিবারের দুই সদস্যের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় পুলিশের গুলিতে আহত হওয়ার পর সন্দেহভাজনকে আটক করা হয়েছে। শনিবার দুপুরের আগে ওশান ক্রেস্ট বুলেভার্ড ও বিচ ২৫ স্ট্রিটের একটি বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। পুলিশ জানায়, সন্দেহভাজন ৩৩ বছর বয়সী কিগান থমাসের স্ত্রী ৯১১-এ ফোন করে জানান, তার স্বামী সশস্ত্র, মানসিক অসুস্থতার ইতিহাস রয়েছে এবং তিনি "তাদের মেরে ফেলেছেন"। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছালে ওই নারী জানান, তার স্বামী বাড়ির ভেতরে একটি শটগান নিয়ে অবস্থান করছেন। তিনি একটি গুলির শব্দ শুনেছেন এবং বিছানায় একটি মরদেহ পড়ে থাকতে দেখেছেন।

এরপর জরুরি সেবা ইউনিট (ইএসইউ) ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর অপেক্ষায় পুলিশ থমাসের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করে, তবে কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। ইএসইউ পৌঁছানোর পর বাড়ির ভেতরে একটি বড় ধরনের বিস্ফোরণ ঘটে। কিছুক্ষণ পর কিগান থমাস একটি শটগান ও কৌশলগত সুরক্ষা জ্যাকেট (ট্যাকটিক্যাল ভেস্ট) পরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন। পুলিশ তাকে অস্ত্র ফেলে দিতে নির্দেশ দিলেও তিনি তা মানেননি। পরে পুলিশ গুলি চালালে তিনি আহত হন। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এবং পুলিশ হেফাজতে রাখা হয়েছে। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার পর বাড়ির ভেতর থেকে একই পরিবারের দুই সদস্যের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। তবে নিহতদের সঙ্গে সন্দেহভাজনের সুনির্দিষ্ট সম্পর্ক এবং তাদের মৃত্যুর কারণ এখনো নিশ্চিত করতে পারেনি পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, সন্দেহভাজনের স্ত্রী এ ঘটনায় শারীরিকভাবে আহত হননি। আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়লে আশপাশের কয়েকটি বাড়ির বাসিন্দাদের নিরাপত্তার স্বার্থে সরিয়ে নেওয়া হয়। পুলিশ আরও জানিয়েছে, সন্দেহভাজন কিগান থমাসের বিরুদ্ধে আগে কোনো অপরাধমূলক রেকর্ড ছিল না। এছাড়া, পুলিশের নথিতে তার মানসিক অসুস্থতার কোনো পূর্ব ইতিহাসও পাওয়া যায়নি, যদিও ৯১১-এ ফোন করে তার স্ত্রী দাবি করেছিলেন যে তিনি মানসিকভাবে অসুস্থ।ঘটনার তদন্ত চলছে।

ক্লাসিফাইড Classified ক্লাসিফাইড
আপনি কি ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন দেয়ার কথা ভাবছেন?
প্রতি বৃহস্পতিবারের প্রকাশনা
সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
দিচ্ছে বিশেষ ছাড়!
১৫ শব্দের ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন
১ সপ্তাহ ১০ ডলার
৩ সপ্তাহ ২০ ডলার
বুধবার দুপুরের মধ্যেই আপনার বিজ্ঞাপন প্রেরণ করুন
যোগাযোগ
Phone: 718-523-6299
917-304-3912
Fax: 718-206-2579
E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com
আপনার পণ্য ও প্রতিষ্ঠানের অধিকতর প্রচারের জন্য বিজ্ঞাপন দিন
সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH
রুমমেট
রুম ভাড়া
বাড়ি ভাড়া
অফিস ভাড়া
দোকান ভাড়া
প্লট/ফ্ল্যাট বিক্রি
বাড়ি ক্রয় বিক্রয়
বেবি সিটার
হাউস কিপার
LEASING
ক্রয়- বিক্রয়/লিজ
পাত্রী চাই
পাত্রী চাই
কাজী অফিস
LOOKING FOR A JOB
চাকরি চাই
লোক নিয়োগ
Help Wanted
ড্রাইভার আবশ্যক
গ্রীন/রাইড/লিভারী
কার ভাড়া/লিজ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

জোবাইদা চৌধুরী এতিমখানা ও মাদ্রাসা
(একটি ধর্ম ও কর্মমুখী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান)
এতিম মিছকিন ও নিঃস্ব মানুষের আশ্রয়স্থল
একজন এতিম শিশুর দায়িত্ব নিন। তাকে কোরআনে হাফেজ ও ধর্মীয় শিক্ষায় সহায়তা করুন।
বছরে মাত্র ৩০০-৫০০ ডলার। ৩ বছরের মধ্যে শিশুটি কোরআনে হাফেজ হবে ইন্‌শা আল্লাহ।
আপনি আল্লাহর রহমত প্রাপ্ত হবেন।
যোগাযোগ
চলতি হিসাব নং-5904802001546
সোনালী ব্যাংক, ধর্মপাশা শাখা, সুনামগঞ্জ
ফোন :+8801711-628762 (বাংলাদেশ)
917-304-3912 (নিউইয়র্ক)

বারটেইলড গডউইট পাখির টানা ১১ দিন ভ্রমণ

বাংলাদেশ ডেস্ক: একবারও না থেমে টানা ১১ দিন ভ্রমণের কথা কি কল্পনা করতে পারেন? একটি অল্পবয়সী বার-টেইলড গডউইট পাখি ঠিক সেটিই করে বিশ্বজুড়ে বিজ্ঞানী ও পাখিপ্রেমীদের বিস্মিত করেছে। ২৩৪৬৮৪ নম্বর ট্যাগযুক্ত পাখিটি এখন পর্যন্ত অনুসরণ করা সবচেয়ে দীর্ঘ বিরতিহীন পরিযায়ী যাত্রা সম্পন্ন করেছে। এটি যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কা থেকে অস্ট্রেলিয়ার তাসমানিয়া পর্যন্ত একটানা ১৩,৫৬০ কিলোমিটার বা ৮,৪৩৫ মাইল উড়েছে। পুরো যাত্রায় খাবার, পানি বা বিশ্রামের জন্য একবারও কোথাও নামেনি পাখিটি!

এই অবিশ্বাস্য যাত্রায় সময় লেগেছিল ১১ দিন ১ ঘণ্টা। প্রকৃতির জগতে এটি এক অসাধারণ কীর্তি।

যাত্রা শুরুর আগে পাখিটির শরীরে হালকা ওজনের একটি ৫জি স্যাটেলাইট ট্যাগ লাগানো হয়েছিল। এর মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা পুরো যাত্রাপথ অনুসরণ করতে পেরেছেন। প্রযুক্তিটি তাৎক্ষণিক তথ্য পাঠিয়েছে এবং এত দীর্ঘ দূরত্বের যাত্রা পাখিগুলো কীভাবে সম্পন্ন করে, তা বুঝতে গবেষকদের সহায়তা করেছে। বার-টেইলড গডউইটের পরিযাত্রার প্রস্তুতিও বেশ বিস্ময়কর। উড়াল দেওয়ার আগে তারা শরীরে বিপুল পরিমাণ চর্বি জমা করে, যা দীর্ঘ যাত্রায় শক্তির উৎস হিসেবে কাজ করে। গবেষকদের মতে, ওজন কমাতে এ সময় পাখিগুলোর শরীরের কয়েকটি অভ্যন্তরীণ অঙ্গ সাময়িকভাবে সংকুচিত হয়ে যায়। এতে দীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়া আরও সহজ ও কার্যকর হয়।

ক্রেডিট কার্ডে বিল গ্রহণ করা হয়

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ এ আপনার পণ্য ও প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিন
ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন প্রতি সপ্তাহে ১০ ডলার ৩ সপ্তাহে ২০ ডলার।
ফোন: ৭১৮-৫২৩-৬২৯৯

১৪ লাখ বছর আগেও পুরুষ ও নারীদের সামাজিক ভূমিকা ছিল আলাদা

বাংলাদেশ ডেস্ক : আফ্রিকার কেনিয়ায় তুর্কানা হ্রদের তীরে পাওয়া ১৪ লাখ বছর আগের কিছু পায়ের ছাপ মানব বিবর্তনের ইতিহাস ও আদিম মানুষের সামাজিক আচার-আচরণ নিয়ে বিজ্ঞানীদের নতুন করে ভাবতে বাধ্য করছে। সম্প্রতি গবেষণায় দেখা গেছে, আধুনিক সমাজের মতো অতি প্রাচীনকালেও পুরুষ ও নারীদের আলাদা ভূমিকা পালন বা দলবদ্ধ হয়ে চলাচলের আলাদা প্রবণতা ছিল। বিজ্ঞান সাময়িকী 'প্রসিডিংস অব দ্য ন্যাশনাল একাডেমি অব সায়েন্সেস' (পিএনএএস)-এ সম্প্রতি এই গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়েছে। গবেষণায় দেখা যায়, আনুমানিক ১৪ লাখ ৩০ হাজার বছর আগে 'প্যারানথ্রোপাস বইসেই' প্রজাতির আটজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ নদীর তীরের কাদামাটির ওপর দিয়ে দল বেঁধে হেঁটে গিয়েছিল। বিস্ময়কর বিষয় হলো, সেই যাত্রায় তাদের সঙ্গে কোনো নারী বা শিশুর উপস্থিতি ছিল না। গবেষণার সঙ্গে যুক্ত হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক নিল রোচ জানান, এই বিশেষ সফর ইঙ্গিত দেয়, সেই সময়েও পুরুষেরা আলাদাভাবে দল গঠন করত। বর্তমানের গরিলা বা শিম্পাঞ্জিদের মতো তারা হয়তো নিজেদের এলাকা পাহারা

দিতে কিংবা শিকারে যেতে একজোট হতো। এটি মূলত আদিম মানুষের উন্নত সামাজিক চেতনারই এক অনন্য প্রমাণ।

প্যারানথ্রোপাস বইসেই মূলত আধুনিক মানুষেরই এক প্রাচীন আত্মীয় প্রজাতি। এত দিন কেবল তাদের খুলি ও দাঁতের জীবাশ্ম পাওয়া গিয়েছিল বলে বিজ্ঞানীরা ধারণা করতেন, প্রজাতিটি উচ্চতায় বেশ খাটো ছিল। তবে আধুনিক দ্বিমাত্রিক ও ত্রিমাত্রিক প্রযুক্তিতে এই পায়ের ছাপ বিশ্লেষণ করে গবেষকেরা জানতে পেরেছেন, তাদের গড় উচ্চতা ছিল প্রায় ৬ ফুট এবং ওজন ছিল ৭৫ কেজির কাছাকাছি। গবেষক কেভিন হাটাল জানান, উচ্চতা ও শারীরিক গঠনের দিক থেকে এরা তখনকার সবচেয়ে শক্তিশালী প্রজাতি 'হোমো ইরেকটাস'-এর সমকক্ষ ছিল। প্রায় ৫০ বছর আগে প্রখ্যাত বিজ্ঞানী কে বেরেনসমেয়ার কেনিয়ার ওই অঞ্চলে এই পায়ের ছাপগুলো প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন। তখন এগুলো সুরক্ষার স্বার্থে বালু দিয়ে ঢেকে রাখা হয়। সম্প্রতি আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে আগ্নেয়গিরির ছাই পরীক্ষা করে এর সঠিক সময়কাল নিশ্চিত করা হয়েছে।

৬৪৪ মিলিয়ন ডলারের বিবাহবিচ্ছেদ

বাংলাদেশ ডেস্ক : দক্ষিণ কোরিয়ার শীর্ষস্থানীয় ব্যাবসায়িক গোষ্ঠী 'এসকে গ্রুপ'-এর চেয়ারম্যান চে তাই-ওয়ানকে তাঁর সাবেক স্ত্রী রোহ সোহ-ইয়ংকে ৯৪৪ বিলিয়ন ওন (প্রায় ৬৪৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) পরিশোধের নির্দেশ দিয়েছেন দেশটির আদালত। মামলার আপিলে সম্পত্তি ভাগ-বাটোয়ারার এই অঙ্ক নির্ধারণ করা হয়। স্থানীয় গণমাধ্যমে একে 'শতাব্দীর সেরা বিবাহবিচ্ছেদ' হিসেবে প্রচার করা হচ্ছে।

৩৫ বছরের বৈবাহিক জীবনের পর অন্য এক নারীর ঘরে সন্তান আসার কথা প্রকাশ্যে আসে। দাম্পত্যের বিচ্ছেদ ঘটে। সাবেক স্ত্রী রোহ ছিলেন দক্ষিণ কোরিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্টের কন্যা। আগের রায়ে ১.৩৮ ট্রিলিয়ন ওন পরিশোধের আদেশ দেওয়া হয়েছিল। সেমিকন্ডাক্টর ও এআই চিপ প্রস্তুতকারক 'এসকে হাইনিক্স'-এর নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান এসকে গ্রুপ দক্ষিণ কোরিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম শিল্পগোষ্ঠী, যা বর্তমানে বৈশ্বিক এআই প্রযুক্তির শীর্ষে অবস্থান করছে।

সাবেক স্পিকার জমির উদ্দিন সরকারের স্মরণে নিউইয়র্কে শোকসভা

নিউইয়র্ক : সাবেক জাতীয় সংসদ সদস্য, জাতীয় সংসদের সাবেক স্পিকার এবং পঞ্চগড়ের কৃতী সন্তান জমির উদ্দিন সরকারের মৃত্যুতে নিউইয়র্কে পঞ্চগড় জেলা কল্যাণ সমিতি ইউএসএ ইনকের উদ্যোগে দোয়া মাহফিল ও শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৭ জুলাই সোমবার নিউইয়র্কের ইকরা পার্টি হলে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে সমিতির সভাপতি মো. দবিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে সভা পরিচালনা করেন চৌধুরী আরিফ হাসান।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সভাপতি মো. আব্দুল লতিফ সম্রাট।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন নাসির খান পল, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও বিএনপি নেতা মাসুদ রানা, নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডা. আব্দুল লতিফ, নিউইয়র্ক মহানগর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক রিপন মিয়া, পঞ্চগড় মহিলা কলেজের সাবেক অধ্যাপক মিজানুর রহমান, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক কোষাধ্যক্ষ জসিম উদ্দিন ভূঁইয়া, বিএনপি নেতা আবু তাহের, আবু তালেব, এবাদ চৌধুরী ও আব্দুস সবুর। বক্তারা মরহুম জমির উদ্দিন সরকারের রাজনৈতিক, সামাজিক ও গণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বলেন, তিনি ছিলেন একজন সৎ, দক্ষ ও জনকল্যাণে নিবেদিতপ্রাণ রাজনীতিক। জাতীয় রাজনীতির পাশাপাশি পঞ্চগড়ের উন্নয়নেও তার অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

শোকসভা শেষে মরহুমের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে পঞ্চগড় জেলা কল্যাণ সমিতি ইউএসএ ইনকের নেতাকর্মীসহ প্রবাসী পঞ্চগড়বাসী এবং বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

তপুর গানে মুগ্ধ নিউইয়র্কের দর্শক

নিউইয়র্ক : নিউইয়র্কে জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী রাশেদ উদ্দিন তপুর গান, প্রেমের কবিতা, হাস্যরস আর অগ্রজ সাংবাদিকদের স্মৃতিময় কথোপকথনে অনুষ্ঠিত হলো ভিন্নধর্মী আয়োজন–'আজ শুধু প্রেমের কথা হবে: তপুর গান'।২৬ জুলাই রোববার কুইন্স পেলেসে অনুষ্ঠিত এ আয়োজনে শুরু থেকেই ছিল প্রাণবন্ত ও রুচিশীল পরিবেশ। অনুষ্ঠানের শুরু থেকেই দেখা যায় আয়োজকদের ব্যস্ততা ও আন্তরিকতার প্রতিচ্ছবি। টিনা রাসেল, নাভিদ মাহবুব, তপু, খালেদ মুহিউদ্দীন, বন্যা মির্জা ও চন্দ্রা রায়–তাঁদের সম্মিলিত পার্ফোমেন্সে অল্প সময়ের মধ্যেই একটি সুন্দর আয়োজন বাস্তবে রূপ নেয়।সাংবাদিক শামীম শাহেদের উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানের শুরুতেই মঞ্চে ওঠেন তিনজন অগ্রজ সাংবাদিক তাঁদের সহধর্মিণীদের নিয়ে। সাংবাদিক মঞ্জুর আহমেদ ও তাঁর স্ত্রী রেখা আহমেদ, হাসান ফেরদৌস ও তাঁর স্ত্রী রানু ফেরদৌস এবং ইব্রাহীম চৌধুরী খোকন ও তাঁর স্ত্রী নাসিমা সুলতানা ফ্লোরা প্রেমের সংজ্ঞা খোঁজার চেষ্টা করেন নিজেদের অভিজ্ঞতা, স্মৃতি ও রসিকতার মধ্য দিয়ে।

তাঁদের কথোপকথনের সময় পুরো মিলনায়তনে নেমে আসে পিনপতন নীরবতা। অগ্রজ সাংবাদিকদের কথায় যে গভীরতা ও রসবোধ ছিল, তা খুব দ্রুতই দর্শকদের মধ্যে হাসির রোল তোলে। সেই হাসির রেশ ছড়িয়ে পড়ে পরবর্তী পর্বেও। খালেদ মুহিউদ্দীনের কথায় দর্শক যেমন আনন্দ পান, তেমনি কৌতুকশিল্পী নাভিদ মাহবুবের পরিবেশনায় হাসির আবহ আরও জমে ওঠে।এরপর মঞ্চে ওঠেন বন্যা মির্জা। প্রেমের কবিতা আবৃত্তির মধ্য দিয়ে তিনি অনুষ্ঠানে যোগ করেন ভিন্ন এক আবহ। গিটারে সেতুর সুর তখন দর্শকদের প্রশংসা কুড়াতে শুরু করেছে।

অনুষ্ঠানে শিল্পী রাশেদ উদ্দিন তপুর দুটি জনপ্রিয় গান পরিবেশন করেন নিউইয়র্কের পরিচিত শিল্পী টিনা রাসেল ও চন্দ্রা রায়। এরপর পাঁচ মিনিটের একটি প্রামাণ্যচিত্রে তপুর সংগীতজীবন ও ব্যক্তিগত পথচলার নানা দিক তুলে ধরার চেষ্টা করেন আয়োজকেরা।সবশেষে মঞ্চে আসেন তপু। নিজের জনপ্রিয় গানগুলো পরিবেশন করে তিনি মুহূর্তেই মিলনায়তনে তৈরি করেন এক মনোমুগ্ধকর পরিবেশ। তবে সেদিনের বিশেষ দৃশ্য ছিল–তপুর সঙ্গে তাঁর গান গেয়ে উঠেছিলেন দর্শকেরাও। অনেক সময় মনে হয়েছে, তপুর চেয়েও বেশি উৎসাহ নিয়ে তাঁর গান গাইছেন উপস্থিত শ্রোতারা।

দর্শকদের বেশির ভাগের হাতেই ছিল মুঠোফোন। কেউ ভিডিও ধারণ করেছেন, কেউ ছবি তুলেছেন। গান, স্মৃতি ও ভালোবাসার মুহূর্তগুলো যেন সবাই নিজেদের মতো করে ধরে রাখতে চেয়েছেন।

অনুষ্ঠানজুড়ে উপস্থাপক কয়েক দফা আয়োজনে সহযোগিতাকারী স্পনসরদের ধন্যবাদ জানান। তাঁদের মধ্যে ছিল গোল্ডেন এজ হোম কেয়ার, অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী, প্রো-হেলথ হোম কেয়ার, অ্যাটর্নি রুমা জান্নাতুল, প্রেমস কালেকশন্স, গুড শেফার্ড হোম কেয়ার, ড্রিম কটেজ রিয়েলটি, কেপ্টর হোম হেলথ কেয়ার সার্ভিস, খলিল বিরিয়ানি, ভাট্টা ল অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস, নিহার সিদ্দিকী এবং কুইন্স প্যালেস।

সূর্যের কেন্দ্রের চেয়ে প্রায় ৭ গুণ উত্তপ্ত 'কৃত্রিম সূর্য' তৈরির পথে চীন, দেশটির উদ্দেশ্য কী

সিনহুয়া ও দ্য নিউজ : বিশ্বের সবচেয়ে বড় ৫৮২ টন ওজনের একটি বিশাল ফিউশন চুম্বকের সফল পরীক্ষা সম্পন্ন করেছে চীন। এর ফলে একটি 'কৃত্রিম সূর্য' তৈরির লক্ষ্যে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল দেশটি। চায়নিজ একাডেমি অব সায়েন্সেসের আওতাধীন ইনস্টিটিউট অব প্লাজমা ফিজিকসের তৈরি এ ফিউশন চুম্বক নিউক্লিয়ার ফিউশন বা পরমাণু সংযোজন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিচ্ছন্ন ও বিপুল শক্তি উৎপাদনের একটি প্রধান উপাদান। ২০৩০ সালের মধ্যে ফিউশন শক্তি থেকে বাণিজ্যিকভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদনের এক উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য রয়েছে বেইজিংয়ের। সদ্য প্রস্তুত হওয়া এ বিশাল কাঠামো মূলত ইংরেজি 'ডি' আকৃতির একটি সুপারকন্ডাক্টিং বা অতিপরিবাহী চুম্বক। এটি ম্যাগনেটিক কনফাইনমেন্ট ফিউশন বা চৌম্বকীয় প্রক্রিয়ায় ফিউশন শক্তি নিয়ন্ত্রণে নকশা করা হয়েছে। ২১ মিটার দীর্ঘ ও ১২ মিটার প্রস্থের এ চুম্বক এযাবৎকালের নির্মিত সবচেয়ে বড় ফিউশন চুল্লির স্বীকৃতি পেয়েছে। আন্তর্জাতিক থার্মোনিউক্লিয়ার এক্সপেরিমেন্টাল রিঅ্যাক্টরের (আইটিইআর) তৈরি সমমানের চুম্বকগুলোর তুলনায় এটি আকারে ১ দশমিক ৩ গুণ বড় এবং এটির শক্তি সঞ্চয়ের ক্ষমতা প্রায় তিন গুণ বেশি। এ চুম্বকের মূল কাজ হলো একটি শক্তিশালী চৌম্বকক্ষেত্র তৈরি করা। এর লক্ষ্য ১০ কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত উত্তপ্ত প্লাজমাকে ধরে রাখা এবং নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আটকে রাখা। উল্লেখ্য, সূর্যের কেন্দ্রের তাপমাত্রা প্রায় ১ কোটি ৫০ লাখ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এই হিসাবে চীনের 'কৃত্রিম সূর্যের' তাপমাত্রা আমাদের সূর্যের কেন্দ্রীয় তাপমাত্রা প্রায় ৭ গুণ। বেইজিং জানিয়েছে, এ প্রযুক্তি তৈরিতে সম্পূর্ণ দেশীয় কাঁচামাল ও নিজস্ব উৎপাদন সক্ষমতা ব্যবহার করা হয়েছে। বিদেশি সরঞ্জামের ওপর দেশটির নির্ভরতা কাটিয়ে ওঠার ক্ষেত্রে এটিকে একটি বড় মাইলফলক হিসেবে দেখা হচ্ছে।

কৃত্রিম সূর্য কী : কৃত্রিম সূর্য হলো, মূলত একটি পারমাণবিক চুল্লি। সূর্যের মধ্যে প্রাকৃতিকভাবে যেভাবে শক্তি উৎপন্ন হয়, ঠিক সেই ফিউশন প্রক্রিয়াকে অনুকরণ করে দীর্ঘ মেয়াদে বিপুল শক্তি উৎপাদনের উদ্দেশ্যে এটি তৈরি করা হচ্ছে। চুম্বক পরীক্ষার এ ভিডিও প্রকাশের পর ইন্টারনেট দুনিয়ায় ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারকারীরা চীনের দূরদর্শী পরিকল্পনা ও প্রযুক্তির ভূয়সী প্রশংসা করছেন। অন্যদিকে কেউ কেউ পশ্চিমা দেশগুলো, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের অগ্রাধিকারের ভুল জায়গাগুলো নিয়ে তীব্র সমালোচনা করেছেন। এক ব্যবহারকারী লিখেছেন, 'চীন বিশ্বের জ্বালানি রাজধানীতে পরিণত হতে যাচ্ছে। তাই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআইয়ের দৌড়ে তারা ইতিমধ্যেই জিতে গেছে।' আরেকজন মন্তব্য করেছেন, 'যুক্তরাষ্ট্র এখনো অন্ধকার যুগেই আটকে আছে।'

বিশ্বের বিজ্ঞানীদের দীর্ঘ প্রচেষ্টা : বিশ্বজুড়ে বিজ্ঞানীরা ৭০ বছরের বেশি সময় ধরে এ গৌরবময় অর্জন বা সাফল্য পাওয়ার চেষ্টা করছেন। তবে একটি পারমাণবিক ফিউশন যন্ত্র থেকে সফলভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে হলে বেশ কিছু শর্ত পূরণ করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে তাপমাত্রা ১০ কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াসের ওপরে নেওয়া, দীর্ঘ মেয়াদে এর স্থিতিশীল পরিচালন নিশ্চিত করা এবং পুরো প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখা। ইনস্টিটিউট অব প্লাজমা ফিজিকসের পরিচালক সং ইউ-নতাও বলেন, 'ভবিষ্যতের ফিউশন বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো থেকে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্লাজমার স্বনির্ভর চক্র তৈরি করা জরুরি। আর এ চক্র সচল করতে একটি ফিউশন যন্ত্রকে অবশ্যই হাজার হাজার সেকেন্ড ধরে উচ্চ দক্ষতার সঙ্গে স্থিতিশীলভাবে চলতে হবে।' ২০০৬ সালে কার্যক্রম শুরু করার পর থেকেই 'ইস্ট' চীনা ও আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানীদের জন্য একটি উন্মুক্ত পরীক্ষামূলক প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করছে। এখানে তারা ফিউশন-সম্পর্কিত বিভিন্ন পরীক্ষা ও গবেষণা চালিয়ে আসছেন। ওই বছরই আনুষ্ঠানিকভাবে সপ্তম সদস্য হিসেবে চীন আন্তর্জাতিক থার্মোনিউক্লিয়ার এক্সপেরিমেন্টাল রিঅ্যাক্টর কর্মসূচিতে যোগ দেয়।

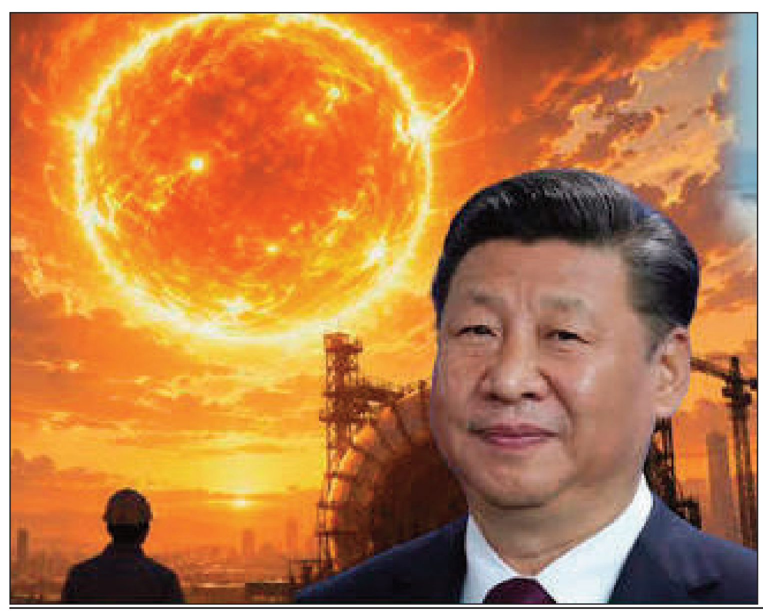

মুসলিম নেতাদের তৈরি বিশ্ববিদ্যালয় গুঁড়িয়ে দিচ্ছে ভারত

বাংলাদেশ ডেস্ক : উত্তর ভারতের একটি শহরের প্রবল জুলাইয়ের তাপপ্রবাহ উপেক্ষা করে চটে মাদুর পেতে হাতজোড় করে বসে আছেন শতাধিক মানুষ। তারা নানা স্লোগান দিচ্ছেন। পাশাপাশি জাতীয় পতাকা নাড়ছেন। সম্প্রতি যেখানে শিক্ষা সংস্কারের দাবিতে হাজার হাজার তরুণের প্রতিবাদের মুখে শিক্ষামন্ত্রী পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন, ঠিক সেই সময় একদল শিক্ষার্থী, সাবেক ছাত্র ও স্থানীয় বাসিন্দা মোহাম্মদ আলী জওহর বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪০টি ভবনের মধ্যে ৩৮টি গুঁড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনার প্রতিবাদে অনির্দিষ্টকালের অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন। আলজাজিরা।

ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের এক বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতার নামে প্রতিষ্ঠিত এই বিশ্ববিদ্যালয়টি তৈরি করেছিলেন প্রখ্যাত মুসলিম রাজনীতিক আজম খান। তিনি উত্তরপ্রদেশের রামপুর জেলায় ২০০৩ সালে 'মোহাম্মদ আলী জওহর ট্রাস্ট' গঠন করেন, যার হাত ধরে তিন বছর পর এই বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। গত ১৫ জুলাই, যখন 'কাকরোচ জনতা পার্টি' (সিজেপি) কৌতুক থেকে জন্ম নেওয়া একটি যুব আন্দোলন এর প্রতিবাদ চূড়ান্ত চূড়ায় পৌঁছায়, ঠিক তখনই রামপুর জেলা প্রশাসন এক নির্দেশনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিংহভাগ ভবন ভেঙে ফেলার আদেশ দেয়। তাদের অভিযোগ, ভবনগুলো নির্মাণে প্রয়োজনীয় নীতিমালা মানা হয়নি। কর্তৃপক্ষের দাবি, কেবল প্রস্তাবিত একটি মেডিকেল কলেজ ব্লকসহ দুটি স্থাপনা বৈধ অনুমোদন নিয়ে তৈরি করা হয়েছিল। তাই ৫ আগস্টের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে এসব 'অবৈধ' ভবন ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেন।

সৌদি আরবে ১৫ হাজার অভিবাসী গ্রেপ্তার

বাংলাদেশ ডেস্ক : সৌদি আরবে গত এক সপ্তাহে (১৬ থেকে ২২ জুলাই) আবাসন, শ্রম এবং সীমান্ত নিরাপত্তা আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে দেশজুড়ে যৌথ অভিযান চালিয়ে মোট ১৪,৯৭০ জন অভিবাসীকে গ্রেপ্তার করেছে দেশটির আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। রবিবার (২৬ জুলাই) সৌদি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে এই তথ্য নিশ্চিত করেছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, গত ১৬ জুলাই থেকে ২২ জুলাই পর্যন্ত দেশটির সরকারের বিভিন্ন সংস্থার সমন্বিত অভিযানে ১৪ হাজার ৯৭০ জন অভিবাসীকে গ্রেপ্তার করা হয়। মন্ত্রণালয় বলেছে, গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে আবাসন আইন লঙ্ঘনের দায়ে ৭ হাজার ৪৩৭ জন, সীমান্ত নিরাপত্তা আইন লঙ্ঘনের দায়ে ৩ হাজার ৯৯১ জন এবং শ্রম আইন লঙ্ঘনের দায়ে ৩ হাজার ৫৪২ জন রয়েছেন। এছাড়া অবৈধভাবে সৌদি আরবে প্রবেশের চেষ্টার সময় আরও ১ হাজার ৬২৬ জনকে গ্রেপ্তার করেছে দেশটির আইনশৃঙ্খলাবাহিনী।

তাদের মধ্যে ৬২ শতাংশ ইথিওপিয়ান, ৩৭ শতাংশ ইয়েমেনি এবং ১ শতাংশ অন্যান্য দেশের নাগরিক। পাশাপাশি অবৈধভাবে দেশ ছাড়ার চেষ্টার সময় আরও ৩৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আবাসন ও কর্মবিধি লঙ্ঘনকারীদের পরিবহন এবং আশ্রয় দেওয়ায় সৌদিতে বসবাসরত ১৮ ব্যক্তিকেও গ্রেপ্তার করা হয়। দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, একই সময়ে ১৩ হাজার ২৫১ জনকে নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে। এছাড়া আরও ১৭ হাজার ৭৪৭ জনকে ভ্রমণ নথিপত্র সংগ্রহের জন্য তাদের নিজ নিজ কূটনৈতিক মিশনে পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি ৬ হাজার ১১৩ জনকে তাদের প্রস্থানের আগে ভ্রমণের চূড়ান্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, বর্তমানে ২৮ হাজার ৫৫৭ জন পুরুষ ও ১ হাজার ৯৮৯ জন নারীসহ মোট ৩০ হাজার ৫৪৬ জন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আইনি প্রক্রিয়া চলছে।

NY HOME CARE

আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

Head Office: 37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372
718-874-0047
Email: aziz@nyhcs.org
www.nyhcs.org

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

Contact with us
718-874-0047

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

আমরা **HHA/PCA** সার্টিফিকেটসহ এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

We Hire & Train HHA/PCA Certificate Holders AIDES

বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
- আমরা কোনো ফি নেই না।
- আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
- কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

Jamaica Office:
168-47 Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(929) 400-4785, (718)874-0047

Sutphin Branch
Mohammad Khair(Director)
97-01 Sutphin, Blvd
Jamaica NY 11435
(929)-225-0746, (718) 755-0153
(718) 718-874-0047

Ozone Park Office
7721-101 Ave. Ozone Park
New York 11416
(718) 874-0047, 347-771-0115

Ozone Park Office
720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208
(646) 500-1657, (718)874-0047

1088 Liberty Avenue,
Brooklyn NY 11208
(929) 283-8432

Fulton Office:
584 Nostrand Ave. NY 11216
(646) 5001657

Bronx Office
2140 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-391-4841, 718-874-0047 (Office)
Fax 718-874-0069

Bangladesh Plaza
3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215
(347) 357-4252, (347) 520-9699

Buffalo Office:
1155 Broadway Buffalo, NY 14212
(347) 335-3617, (718) 874-0047

1299 Harlam Road
Buffalo, NY 14094
(716) 400 1446

Albany Office
114 Quail St. Albany, NY 12203
518-379-5496, 518-243-9096
718-864-2061

M AZIZ
CEO & President
NY Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

জ্যামাইকা হিলসাইড এভিন্যুতে
বাংলাদেশী মালিকাধীন

স্টার কেয়ার ফার্মেসী
Star Care Pharmacy

175-20 Hillside Ave. Jamaica, NY-11432

Tel : 718-262-8789, Fax: 718-262-9083, Email: StarCarePharmacy@gmail.com

আমরা প্রায় সবধরণের ইন্সুরেন্স প্ল্যান গ্রহণ করে থাকি

EXPERIENCE THE PERSONAL CARE YOU CAN ONLY GET FROM YOUR NEIGHBORHOOD PHARMACY

আমাদের ফার্মেসী থেকে উন্নততর ব্যক্তিগত সেবার অনন্য অভিজ্ঞতার সুযোগ নিন।

আমাদের সেবা সমূহ:
- ফ্রী কো-পেমেন্ট সহযোগিতা
- পিএ সহায়তা ও ঔষধ থেরাপি ব্যবস্থাপনা
- ফ্লু-শট ও টিকা দানের ব্যবস্থা
- এটিএম বুথ
- ওটিসি নেটওয়ার্ক
- পাসপোর্ট ফটো
- ডিএমভি'র জন্য দৃষ্টিশক্তি পরীক্ষা
- মেট্রোকার্ড।

OUR SERVICES
- Free Copay Assistance
- Free Special packaging for adherence & Compliance
- Free App & online refill reminder
- Free Loyalty Card for Savings on OTC medicaitons
- PA Assistance & Medication Therapy Mgmt. (MTM)
- Flu shots & immunizations
- ATM
- OTC Network
- Passport Photos
- DMV Vision test
- Metrocards

একই দিনে ফ্রি ডেলিভারি

SAME DAY FREE DELIVERY

We accept Most Insurance plans!

Ask your doctor to E-Script your prescription

আপনার ডাক্তারকে বলুন ই-মেইল প্রেসক্রিপশন পাঠাতে
অথবা আজই আমাদেরকে ফোন করুন

Tel : 718-262-8789

Email: StarCarePharmacy@gmail.com
www.StarCarePharmacy.com

Call us today and start saving!
TOLL FREE:
888-216-STAR (7827)

প্রতি বছর বাংলাদেশ ছাড়ছেন লাখো তরুণ

(প্রথম পাতার পর)

নানা দেশে তারা নির্মাণ, উৎপাদনশিল্প, কৃষি, সেবা ও গৃহকর্মীসহ বিভিন্ন পেশায় কাজ করেন। এসব শ্রমিকের বড় একটি অংশ বৈধভাবে কর্মসংস্থানে যুক্ত থাকলেও অনেকে ভিসা, ওয়ার্ক পারমিট বা অভিবাসনসংক্রান্ত জটিলতায় পড়ে সংশ্লিষ্ট দেশের অভিবাসন কর্তৃপক্ষের হাতে আটক হন। বিভিন্ন দেশে নিয়মিত অভিবাসন অভিযান পরিচালিত হয়। এসব অভিযানে শত শত বাংলাদেশি আটক হওয়ার খবর প্রায়ই প্রকাশিত হয়। তবে আটক হওয়া সবাই অপরাধী নন। অনেকেই নিয়োগকর্তার অবহেলা, দালালচক্রের প্রতারণা কিংবা প্রশাসনিক জটিলতার কারণে আইনি সমস্যায় পড়েন। আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত তাদের রাখা হয় অভিবাসন আটককেন্দ্র বা ডিটেনশন সেন্টারে।

কোন কোন দেশে বাংলাদেশিরা বেশি আটক হন? : বাংলাদেশিদের আটকের ঘটনা সবচেয়ে বেশি দেখা যায় মালয়েশিয়া, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, কাতার, ওমান, বাহরাইন, সিঙ্গাপুর এবং অভিবাসন সংকটপ্রবণ কিছু ইউরোপীয় দেশে। এ ছাড়া লিবিয়া, তুরস্ক বা ভূমধ্যসাগরীয় অনিয়মিত অভিবাসন রুট ব্যবহার করে ইউরোপে প্রবেশের চেষ্টা করা অনেক বাংলাদেশিও বিভিন্ন দেশের সীমান্ত বা আটককেন্দ্রে অবস্থান করেন।

কেন আটক হন বাংলাদেশিরা? : প্রায় সব দেশেই বিদেশি কর্মীদের জন্য কঠোর অভিবাসন আইন রয়েছে। এসব আইন লঙ্ঘন করলে আটক, জরিমানা, কারাদ- কিংবা বহিষ্কারের মুখে পড়তে হয়। বাংলাদেশিদের আটকের সাধারণ কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে- ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও দেশে অবস্থান করা (ওভারস্টে)। বৈধ ওয়ার্ক পারমিট ছাড়া কাজ করা। অনুমোদিত নিয়োগকর্তা পরিবর্তন করে অন্য প্রতিষ্ঠানে কাজ করা। পাসপোর্ট হারিয়ে ফেলা বা সঙ্গে না রাখা। অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম বা অনিয়মিতভাবে দেশে প্রবেশ। জাল বা ভুয়া কাগজপত্র ব্যবহার। অবৈধ দালালের মাধ্যমে বিদেশে যাওয়া। চাকরি ছেড়ে দীর্ঘদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকা। অনেক সময় শ্রমিকরা বিদেশে গিয়ে জানতে পারেন, প্রতিশ্রুত চাকরি বা ওয়ার্ক পারমিটের কোনো অস্তিত্ব নেই। আবার অনেক ক্ষেত্রে বৈধভাবে গেলেও নিয়োগকর্তা সময়মতো ভিসা বা ওয়ার্ক পারমিট নবায়ন না করায় শ্রমিক অনিচ্ছাকৃতভাবে অবৈধ অবস্থানে চলে যান।

নিয়োগকর্তার অবহেলাও বড় কারণ : সব দায় শ্রমিকের নয়। অনেক দেশে নিয়োগকর্তার দায়িত্ব থাকে কর্মীর ভিসা ও ওয়ার্ক পারমিট নবায়ন করা। কিন্তু কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান তা সময়মতো করে না। অনেক নিয়োগকর্তা শ্রমিকের পাসপোর্ট নিজেদের কাছে রেখে দেন। ফলে অভিযানের সময় শ্রমিক বৈধ নথি দেখাতে না পারলে তাকেই আটক করা হয়। আবার কাজ হারানোর পর অনেকে নতুন কাজের সন্ধানে অননুমোদিত প্রতিষ্ঠানে যোগ দেন। এতে তাদের কর্মসংস্থানের বৈধতা নষ্ট হয় এবং তারা আইনি ঝুঁকিতে পড়েন।

আটক হওয়ার পর কী ঘটে? : আটকের পর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অভিবাসন বিভাগ পরিচালিত আটককেন্দ্রে নেওয়া হয়। সেখানে সাধারণত পরিচয় যাচাই, স্বাস্থ্য পরীক্ষা, আঙুলের ছাপ ও প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এরপর সংশ্লিষ্ট দেশের অভিবাসন আইন অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে, তা নির্ধারণ করা হয়। যাদের পরিচয় নিশ্চিত করা যায় না, তাদের বিষয়ে বাংলাদেশ দূতাবাস বা হাইকমিশনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়।

আটককেন্দ্রে জীবন কেমন? : অভিবাসন আটককেন্দ্রে জীবন সহজ নয়। সেখানে নির্ধারিত নিয়ম মেনে চলতে হয় এবং বাইরের বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ সীমিত থাকে। আইনি প্রক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত অনেককে কয়েক সপ্তাহ, কখনো কয়েক মাসও সেখানে থাকতে হয়। বেশির ভাগ দেশে মৌলিক খাদ্য, চিকিৎসা ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকলেও দীর্ঘদিন আটক অবস্থায় থাকার কারণে মানসিক চাপ, উদ্বেগ ও পরিবারের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতার কষ্ট অনেকের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়।

বাংলাদেশ দূতাবাস ও হাইকমিশনের ভূমিকা : যে দেশেই বাংলাদেশি আটক হন না কেন, সংশ্লিষ্ট দেশে বাংলাদেশ দূতাবাস বা হাইকমিশন তাদের পরিচয় নিশ্চিত করা, প্রয়োজনীয় কনস্যুলার সহায়তা দেওয়া এবং দেশে ফেরার প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যাদের পাসপোর্ট নেই বা হারিয়ে গেছে, তাদের জন্য জরুরি ভ্রমণ নথি (ট্রাভেল পাস) ইস্যুর ব্যবস্থা করা হয়। পাশাপাশি স্থানীয় অভিবাসন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় করে বহিষ্কার বা প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়।

কীভাবে দেশে ফেরেন আটক বাংলাদেশিরা? : আটক হওয়ার পরই কাউকে দেশে পাঠানো হয় না। সাধারণত কয়েকটি ধাপ সম্পন্ন করতে হয়। প্রথমে পরিচয় যাচাই করা হয়। এরপর প্রয়োজন

হলে বাংলাদেশ দূতাবাস বা হাইকমিশন ট্রাভেল পাস ইস্যু করে। সংশ্লিষ্ট দেশের অভিবাসন কর্তৃপক্ষ বহিষ্কারের অনুমোদন দেয়। এরপর বিমান টিকিটের ব্যবস্থা করা হয় এবং নির্ধারিত ফ্লাইটে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হয়। অনেক ক্ষেত্রে টিকিটের খরচ শ্রমিক বা তার পরিবার বহন করে। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিয়োগকর্তা, আন্তর্জাতিক সংস্থা, দূতাবাস বা সংশ্লিষ্ট দেশের বিশেষ কর্মসূচির আওতায় এই ব্যয় বহন করা হয়।

দেশে ফেরার পর কী অপেক্ষা করে? : বাংলাদেশে ফিরে অনেকেই নতুন করে জীবন শুরু করার চেষ্টা করেন। কেউ পুনরায় বৈধভাবে বিদেশে যাওয়ার প্রস্তুতি নেন, আবার কেউ দেশে কর্মসংস্থানের চেষ্টা করেন। তবে যাদের বিরুদ্ধে অভিবাসন আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ প্রমাণিত হয়, তাদের অনেক দেশ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পুনঃপ্রবেশে নিষেধাজ্ঞা (ব্ল্যাকলিস্ট) দেয়। ফলে ভবিষ্যতে সেই দেশে কাজের সুযোগ হারানোর ঝুঁকি থাকে।

কীভাবে এ ধরনের পরিস্থিতি এড়ানো সম্ভব? : বিশেষজ্ঞদের মতে, সচেতনতা এবং বৈধ প্রক্রিয়া অনুসরণ করলেই অধিকাংশ ঝুঁকি এড়ানো সম্ভব। বিদেশ যাওয়ার আগে সরকার অনুমোদিত রিক্রুটিং এজেন্সির মাধ্যমে যাওয়া উচিত। সব সময় বৈধ পাসপোর্ট, ভিসা ও ওয়ার্ক পারমিট নিজের কাছে রাখা প্রয়োজন। ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই তা নবায়নের উদ্যোগ নিতে হবে। চাকরি পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট দেশের আইন মেনে করতে হবে। কোনো সমস্যায় পড়লে দালালের ওপর নির্ভর না করে বাংলাদেশ দূতাবাস বা হাইকমিশনের সহায়তা নেওয়াই সবচেয়ে নিরাপদ।

সচেতনতার বিকল্প নেই : বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মরত অধিকাংশ বাংলাদেশিই কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে পরিবার, সমাজ ও দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন। কিন্তু কিছু শ্রমিক আইনি জটিলতায় পড়ে অভিবাসন আটককেন্দ্রে যেতে বাধ্য হন। অনেক ক্ষেত্রে এর পেছনে ব্যক্তিগত ভুলের পাশাপাশি দালালচক্রের প্রতারণা, নিয়োগকর্তার অবহেলা এবং সঠিক তথ্যের অভাব বড় ভূমিকা রাখে। প্রবাস জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বৈধ কাগজপত্র সংরক্ষণ, সংশ্লিষ্ট দেশের অভিবাসন আইন সম্পর্কে ধারণা রাখা এবং সরকারি অনুমোদিত প্রক্রিয়ায় বিদেশে যাওয়ার কোনো বিকল্প নেই। সচেতনতা বাড়লে যেমন আটক হওয়ার ঘটনা কমবে, তেমনি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশি কর্মীদের সুনাম ও মর্যাদাও আরও সুদৃঢ় হবে।

প্রবাসের পথে ভাষাই প্রথম সঙ্গী : বর্তমান বিশ্বে কর্মসংস্থানের বাজার দিন দিন আন্তর্জাতিক হয়ে উঠছে। উন্নত ও উন্নয়নশীল অনেক দেশ তাদের শিল্প, নির্মাণ, স্বাস্থ্যসেবা, প্রযুক্তি, কৃষি ও সেবা খাতে বিদেশি শ্রমিক নিয়োগ দিচ্ছে। বাংলাদেশও দীর্ঘদিন ধরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জনশক্তি রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে পরিচিত। প্রতি বছর লাখ লাখ মানুষ জীবিকার সন্ধানে বিদেশে পাড়ি জমান। তবে বাস্তবতা হলো– বিদেশে গিয়ে অনেক কর্মী নানা সমস্যার মুখোমুখি হন। কাজের দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও ভাষাগত দুর্বলতার কারণে তারা সঠিকভাবে যোগাযোগ করতে পারেন না। ফলে কর্মক্ষেত্রে ভুল বোঝাবুঝি, কম বেতন, নিরাপত্তাহীনতা এবং কখনো কখনো প্রতারণারও শিকার হতে হয়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, শুধু কারিগরি দক্ষতা নয়, বিদেশে কাজের জন্য ভাষা শিক্ষা এখন একটি অপরিহার্য যোগ্যতা। ভাষা জানলে একজন কর্মী আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কাজ করতে পারেন, নিজের অধিকার বুঝতে পারেন এবং উন্নত ক্যারিয়ার গড়ার সুযোগ পান। বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ জনশক্তি রপ্তানিকারক দেশ। মধ্যপ্রাচ্য, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, ইউরোপ, ইতালি, কানাডাসহ বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশি কর্মীরা কাজ করছেন। বিদেশে কর্মরত এই শ্রমিকদের পাঠানো রেমিট্যান্স দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বৈদেশিক মুদ্রার অন্যতম বড় উৎস হচ্ছে প্রবাসী আয়। তবে আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে প্রতিযোগিতা দিন দিন বাড়ছে। এখন অনেক দেশ দক্ষ ও ভাষাজ্ঞানসম্পন্ন কর্মীদের বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। ফলে শুধু শারীরিক শ্রম নয়, ভাষাগত দক্ষতাও বিদেশে চাকরি পাওয়ার অন্যতম শর্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কর্মক্ষেত্রে যোগাযোগ সহজ করে : ভাষা জানার সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো যোগাযোগের সক্ষমতা বৃদ্ধি। বিদেশে একজন কর্মীকে প্রতিদিন সহকর্মী, সুপারভাইজার ও গ্রাহকদের সঙ্গে কথা বলতে হয়। ভাষা না জানলে কাজ বুঝতে সমস্যা হয়। যেমন– নির্মাণশিল্পে নিরাপত্তা নির্দেশনা বুঝতে না পারলে দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়ে। আবার হাসপাতাল বা সেবা খাতে কাজ করলে রোগীর সঙ্গে যোগাযোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভাষা শিক্ষা একজন কর্মীকে কর্মক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাসী করে তোলে এবং ভুল কমাতে সাহায্য করে।

প্রতারণা ও হয়রানি থেকে সুরক্ষা দেয় : বিদেশে গিয়ে অনেক শ্রমিক ভাষা না জানার কারণে চুক্তিপত্র বুঝতে পারেন না। এতে তারা কম বেতন, অতিরিক্ত কাজ কিংবা অমানবিক আচরণের শিকার হন। ভাষাজ্ঞান থাকলে একজন কর্মী নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে পারেন। প্রয়োজনে আইনি সহায়তা বা দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করতেও সুবিধা হয়।

ভালো চাকরি ও বেশি বেতনের সুযোগ তৈরি করে : অনেক দেশে একই ধরনের কাজে ভাষা জানা কর্মীরা তুলনামূলক বেশি বেতন পান। কারণ প্রতিষ্ঠানগুলো এমন কর্মী চায় যারা দ্রুত কাজ বুঝতে পারবেন এবং অন্যদের সঙ্গে সহজে সমন্বয় করতে পারবেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, জাপান বা দক্ষিণ কোরিয়ায় ভাষা দক্ষতা থাকলে কারখানা, প্রযুক্তি কিংবা সেবা খাতে উন্নত বেতনের চাকরির সুযোগ পাওয়া যায়। অনেক ক্ষেত্রে ভাষাজ্ঞান থাকার কারণে একজন কর্মী সুপারভাইজার বা টিম লিডার পদেও উন্নীত হতে পারেন। বিভিন্ন দেশের জন্য প্রয়োজনীয় ভাষা-

মধ্যপ্রাচ্যের জন্য আরবি ভাষা : সৌদি আরব, কাতার, কুয়েত, ওমান ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের মতো দেশে লাখ লাখ বাংলাদেশি কাজ করেন। এসব দেশে আরবি ভাষার মৌলিক জ্ঞান থাকলে কাজ করতে সুবিধা হয়। বিশেষ করে দোকান, সেবা, ড্রাইভিং বা গৃহপরিচারিকার কাজে স্থানীয় ভাষা জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

জাপানের জন্য জাপানি ভাষা : বাংলাদেশ থেকে বর্তমানে জাপানে দক্ষ কর্মী নেওয়ার আগ্রহ বাড়ছে। জাপানে কাজের জন্য শুধু কারিগরি দক্ষতা নয়, জাপানি ভাষার নির্দিষ্ট পর্যায়ের দক্ষতা প্রয়োজন হয়। জাপানি ভাষা জানলে সেখানে দীর্ঘমেয়াদে কাজের সুযোগ বাড়ে এবং স্থায়ী ক্যারিয়ার গড়ার সম্ভাবনাও তৈরি হয়।

দক্ষিণ কোরিয়ার জন্য কোরিয়ান ভাষা : দক্ষিণ কোরিয়ায় কর্মী পাঠানোর ক্ষেত্রে ভাষা দক্ষতাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। সেখানে কাজ করতে হলে কোরিয়ান ভাষা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। কোরিয়ান ভাষা জানা থাকলে শিল্পকারখানা ও উৎপাদন খাতে ভালো সুযোগ পাওয়া যায়।

ইউরোপ ও কানাডার জন্য ইংরেজি ভাষা : ইংরেজি আন্তর্জাতিক যোগাযোগের অন্যতম প্রধান ভাষা। ইউরোপ, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া বা অন্যান্য পশ্চিমা দেশে কাজ করতে হলে ইংরেজি জানা অত্যন্ত জরুরি। অনেক ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষা দক্ষতার সনদও প্রয়োজন হয়। বিশেষ করে স্বাস্থ্যসেবা, আইটি, হোটেল ব্যবস্থাপনা ও গ্রাহকসেবামূলক কাজে ইংরেজির গুরুত্ব অনেক বেশি।

দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা : সরকারি উদ্যোগ : বাংলাদেশ সরকার বিদেশগামী কর্মীদের দক্ষ করে তুলতে বিভিন্ন কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালনা করছে। এসব প্রতিষ্ঠানে ভাষা শিক্ষা, কারিগরি প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান বিষয়ক নির্দেশনা দেওয়া হয়। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচিও পরিচালিত হচ্ছে।

বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অবদান : বর্তমানে অনেক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বিদেশে চাকরিপ্রত্যাশীদের জন্য ভাষা শিক্ষা কোর্স চালু করেছে। তারা ইংরেজি, আরবি, কোরিয়ান, জাপানি ও চীনা ভাষার প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। অনেক প্রতিষ্ঠান অনলাইনেও ভাষা শিক্ষা দিচ্ছে, ফলে দেশের বিভিন্ন এলাকার মানুষ সহজে প্রশিক্ষণ নিতে পারছেন।

সংস্কৃতি ও আচরণ শেখানোর প্রয়োজন : শুধু ভাষা জানলেই যথেষ্ট নয়। বিদেশের সংস্কৃতি, আইন-কানুন ও সামাজিক আচরণ সম্পর্কেও ধারণা থাকা প্রয়োজন। যেমন– জাপানে সময়নিষ্ঠা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, আবার মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে ধর্মীয় ও সামাজিক নিয়ম মেনে চলার বিষয়টি গুরুত্ব পায়। এই বিষয়গুলো সম্পর্কে প্রশিক্ষণ থাকলে কর্মীরা বিদেশে সহজে মানিয়ে নিতে পারেন।

নারীদের জন্য ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব : বর্তমানে অনেক নারীও বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য যাচ্ছেন। বিশেষ করে নার্সিং, গৃহপরিচর্যা, সেবাখাত ও পোশাকশিল্পে নারীদের চাহিদা রয়েছে। ভাষা শিক্ষা নারীদের আত্মবিশ্বাস বাড়ায় এবং তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সহায়তা করে। ভাষা জানলে তারা নিজেদের সমস্যার কথা সহজে বলতে পারেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা চাইতে পারেন।

প্রযুক্তি ও অনলাইন ভাষা শিক্ষার প্রসার : ডিজিটাল প্রযুক্তির কারণে এখন ভাষা শেখা আগের চেয়ে সহজ হয়েছে। ইউটিউব, মোবাইল অ্যাপ, অনলাইন কোর্স ও ভার্চুয়াল ক্লাসের মাধ্যমে ঘরে বসেই ভাষা শেখা সম্ভব। অনেক তরুণ এখন বিদেশে যাওয়ার আগেই অনলাইনে ভাষা শিক্ষা গ্রহণ করছেন। এতে সময় ও খরচ দুটোই কমছে।

রেমিট্যান্স বৃদ্ধিতে ভাষা শিক্ষার প্রভাব : ভাষাজ্ঞানসম্পন্ন কর্মীরা সাধারণত দক্ষ ও প্রশিক্ষিত কর্মী হিসেবে বিবেচিত হন। ফলে তারা ভালো বেতন পান এবং দীর্ঘমেয়াদে বিদেশে কাজের সুযোগ পান। এতে ব্যক্তি ও পরিবারের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়। পাশাপাশি দেশে রেমিট্যান্স প্রবাহও বৃদ্ধি পায়। বিশেষজ্ঞদের মতে, ভাষা দক্ষ জনশক্তি তৈরি করতে পারলে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে আরও শক্ত অবস্থান তৈরি করতে পারবে। বিদেশে কর্মসংস্থানের বর্তমান বাস্তবতায় ভাষা শিক্ষা আর অতিরিক্ত যোগ্যতা নয়, বরং এটি একটি মৌলিক প্রয়োজন। ভাষা জানলে একজন কর্মী শুধু কাজই ভালোভাবে করতে পারেন না, বরং নিজের অধিকার রক্ষা, আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি এবং উন্নত জীবন গড়ার সুযোগও পান। বাংলাদেশের তরুণদের যদি কারিগরি দক্ষতার পাশাপাশি ভাষা শিক্ষায় প্রশিক্ষিত করা যায়, তাহলে আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে দেশের অবস্থান আরও শক্তিশালী হবে। দক্ষ, সচেতন ও ভাষাজ্ঞানসম্পন্ন জনশক্তিই ভবিষ্যতে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম প্রধান শক্তি হয়ে উঠতে পারে।

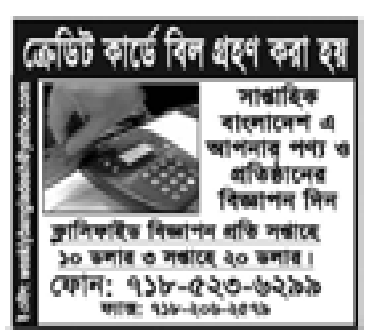

বিবিইউবিটি ইকোনমিকস জাতীয় অধ্যাপক ড. মাহবুব উল্লাহ

আত্মনির্ভরতা অর্জনের ওপর গুরুত্বারোপ

ঢাকা: গত ২৯ জুলাই বুধবার বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি (বিবিইউবিটি) ইকোনমিক্স ক্লাব বিইউবিটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন হলে '২০২৬-২৭ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটের পরবর্তী বিশ্লেষণ ও বাংলাদেশ অর্থনীতির ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা' শীর্ষক একটি সেমিনারের আয়োজন করে। এই অনুষ্ঠানটি ধহহড়ঁহপবফ জাতীয় বাজেটের সমালোচনামূলক পর্যালোচনা এবং টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পথনির্দেশের জন্য বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ ও নীতিবিশেষজ্ঞদের একত্রিত করে। সেমিনারে জাতীয় অধ্যাপক ড. মাহবুব উল্লাহ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন অধ্যাপক ড. সৈয়দ মাসুদ হোসেন। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিবিইউবিটির অর্থনীতি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মুহম্মদ মাহবুব আলী। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক ড. মো. মাহমুদুল হাসান।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় জাতীয় অধ্যাপক ড. মাহবুব উল্লাহ সম্পদ বণ্টন, আয় বণ্টন ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর ওপর সামষ্টিক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেন। তিনি দেশকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য বিনিয়োগযোগ্য মূলধনের প্রধান উৎস চিহ্নিত করার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। বাংলাদেশের অগ্রযাত্রার প্রেক্ষাপটে তিনি উল্লেখ করেন যে, ৫০ বছরের উন্নয়নের পর দেশকে এখন বাহ্যিক অর্থায়নের ওপর নির্ভরশীলতা থেকে সরে এসে অভ্যন্তরীণ মূল্য সংযোজন ও টেকসই উন্নয়নে মনোযোগ দিতে হবে। তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন যে, প্রস্তুত পোশাক (আরএমজি) খাতে অবশ্যই টেকসইতা ও প্রযুক্তিগত আপগ্রেডেশনকে অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং তিনি "রপ্তানি পণ্যের অর্থ দেশে ফিরে আসতে হবে" এই বক্তব্যের ওপর জোর দিয়ে প্রকৃত আত্মনির্ভরতা অর্জনের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন।

বিশেষ অতিথি অধ্যাপক ড. সৈয়দ মাসুদ হোসেন বলেন যে, বাজেট-পরবর্তী একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ দেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের গতিপথ নির্ধারণের জন্য অপরিহার্য, যা টেকসই অগ্রগতির জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত ও নীতিগত অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনকালে অধ্যাপক ড. মুহম্মদ মাহবুব আলী ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেটের গভীর বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেন, যেখানে তিনি দেশকে অন্তর্ভুক্তিমূলক পুনরুদ্ধার ও দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীলতার দিকে পরিচালিত করার সম্ভাবনার ওপর আলোকপাত করেন। তিনি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়নের জরুরি প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন এবং প্রকল্পের সফল ফলাফল নিশ্চিত করতে মান নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব তুলে ধরেন। জ্বালানি অবকাঠামো প্রসঙ্গে অধ্যাপক আলী বলেন যে, বিদ্যুৎ বিতরণ বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়; বরং এটি বর্তমান ব্যবস্থার আওতায় রাখা উচিত, যাতে এটি সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্তভাবে পরিচালিত হয়। অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটের বিস্তারিত আলোচনায় মুদ্রাস্ফীতির চাপ, রাজস্ব ঘাটতি এবং বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার চ্যালেঞ্জগুলো স্বীকার করা হয়, পাশাপাশি বাজেটে মানবসম্পদ উন্নয়ন ও সামাজিক সুরক্ষার ওপর প্রদত্ত গুরুত্বও উল্লেখ করা হয়।

আলোচনার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ জুড়ে থাকে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ কর্মশক্তিকে প্রস্তুত করার বিষয়টি। অধ্যাপক আলী সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), ইন্টারনেট অফ থিংস (আইওটি), ব্লকচেইন এবং ডিপ লার্নিং-এর মতো প্রযুক্তিগত বিষয়গুলোকে বাধ্যতামূলকভাবে অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষে জোরালো মতামত ব্যক্ত করেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে উত্তরণের পর যে চ্যালেঞ্জ ও সুযোগগুলো আসবে, সেগুলো মোকাবিলার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসংস্থানযোগ্য দক্ষতা বিকাশে এটি অপরিহার্য।

সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. মাহমুদুল হাসান উল্লেখ করেন যে, এই ধরনের একাডেমিক উদ্যোগ দেশের অংশগ্রহণের জন্য চিন্তার উদ্রেক করে এবং দেশের দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিশিষ্ট শিক্ষকবৃন্দও বক্তব্য রাখেন ও অংশগ্রহণ করেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন তরিক ইমাম জাহিদ, অর্থনীতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক; মো. রাকিবুল ইসলাম, অর্থনীতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক; এবং অধ্যাপক ড. মুন্সী মাহবুবুর রহমান, তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক কৌশল বিভাগের অধ্যাপক ও বিবিইউবিটির বিজ্ঞান ও প্রকৌশল অনুষদের ডিন।

সাইবার অপরাধে নতুন কড়াকড়ি ভিসা হারাতে পারেন স্বজনও

বাংলাদেশ ডেস্ক : সাইবার প্রতারণা, অনলাইন জালিয়াতি ও ডিজিটাল চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে আরো কঠোর অবস্থানে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। নতুন ঘোষিত নীতির আওতায় শুধু অভিযুক্ত সাইবার অপরাধীই নন, তাদের নিকটাত্মীয়রাও যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা পাওয়ার অযোগ্য হতে পারেন। আন্তর্জাতিক সাইবার অপরাধী চক্রের বিরুদ্ধে চাপ বাড়াতেই এই পদক্ষেপ নিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন।

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও নতুন বৈশ্বিক ভিসা নিষেধাজ্ঞা নীতির ঘোষণা দিয়ে জানান, যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন ও নাগরিকত্ব আইনের ২১২(এ)(৩)(সি) ধারার অধীনে এই ব্যবস্থা কার্যকর করা হচ্ছে।

তার ভাষায়, এটি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের সাইবার অপরাধ দমনের বিস্তৃত পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

পররাষ্ট্র দপ্তরের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, অনলাইন বিনিয়োগ প্রতারণা এবং আন্তর্জাতিক সাইবার জালিয়াতি, বিশেষ করে চীনভিত্তিক আন্তঃদেশীয় অপরাধী চক্রগুলোর কর্মকাণ্ড, যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা ও অর্থনীতির জন্য বড় হুমকি হয়ে উঠেছে। সরকারি হিসাব অনুযায়ী, শুধু ২০২৪ সালেই এসব প্রতারণায় মার্কিন নাগরিকদের অন্তত ১০ বিলিয়ন ডলারের ক্ষতি হয়েছে।

প্রশাসনের ভাষ্য অনুযায়ী, এই প্রতারণা থেকে অর্জিত অর্থ মানব পাচার, দুর্নীতি ও আন্তর্জাতিক অর্থপাচারের মতো অপরাধে ব্যবহার করা হচ্ছে। একই সঙ্গে বিদেশ থেকে পরিচালিত বিভিন্ন প্রতারণামূলক কৌশলের শিকার হচ্ছেন শিশু-কিশোর এবং সাধারণ নাগরিক। বিশেষ করে প্রেমের সম্পর্কের প্রলোভন দেখিয়ে অর্থ হাতিয়ে নেয়া এবং ব্যক্তিগত ছবি বা তথ্য প্রকাশের হুমকি দিয়ে অর্থ আদায়ের মতো অপরাধ উদ্বেগজনক হারে বেড়েছে।

এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্প্রতি 'আমেরিকান নাগরিকদের বিরুদ্ধে সাইবার অপরাধ, প্রতারণা ও শোষণমূলক কর্মকাণ্ড প্রতিরোধ' শীর্ষক নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেন। সেই আদেশের ভিত্তিতেই নতুন ভিসা নীতি কার্যকর করা হয়েছে।

মার্কিন প্রশাসন জানিয়েছে, ভিসা নিষেধাজ্ঞার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সাইবার অপরাধী চক্রের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা, ফৌজদারি মামলা, সম্পদ জব্দ, প্রত্যর্পণ প্রক্রিয়া এবং বিভিন্ন দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার সঙ্গে যৌথ অভিযানও জোরদার করা হবে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও বলেন, যারা মার্কিন নাগরিকদের প্রতারণার মাধ্যমে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোরতম ব্যবস্থা নেয়া হবে। এ ধরনের অপরাধে জড়িত কাউকে ছাড় দেয়া হবে না।

নিরাপত্তা বিশ্লেষকদের মতে, অভিযুক্ত ব্যক্তিদের পাশাপাশি তাদের পরিবারের সদস্যদেরও ভিসা নিষেধাজ্ঞার আওতায় আনার সিদ্ধান্ত আন্তর্জাতিক অপরাধী চক্রগুলোর ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করবে। এর ফলে সাইবার প্রতারণায় জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বাড়ার পাশাপাশি ভবিষ্যতে এ ধরনের অপরাধ দমনে নতুন মাত্রা যোগ হতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রে দাবদাহ ৭ কোটি মানুষ ঝুঁকিতে

বাংলাদেশ ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রে তৃতীয়বারের মতো এক ভয়াবহ তাপবলয় তাণ্ডব শুরু করেছে। যার ফলে দেশটির দক্ষিণ ও মধ্যাঞ্চলজুড়ে প্রায় ৭ কোটি মানুষ চরম তাপপ্রবাহের সতর্কতায় রয়েছেন। মেক্সিকো উপসাগর থেকে শুরু করে মধ্য-পশ্চিম এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত এই বায়ুমণ্ডলের উচ্চচাপ বলয়টি ঢাকনার মতো কাজ করে উত্তাপ আটকে রাখছে। দেশটির দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় মরু এলাকায় তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ১২০ ডিগ্রি ফারেনহাইটে (৪৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস) পৌঁছানোর পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। রাতেও তাপমাত্রা না কমা ও উচ্চ আর্দ্রতার কারণে এটি সাধারণ মানুষের জন্য প্রাণঘাতী হয়ে উঠছে, বিশেষ করে প্রবীণ ও গর্ভবতী নারীরা চরম ঝুঁকিতে পড়েছেন।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
WEEKLY BANGLADESH

সরকারি প্রতিষ্ঠানে দলীয় নিয়োগ দিয়ে কী বার্তা দিচ্ছে সরকার

ঢাকা : সরকার ১১টি সরকারি প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ পদে এক বছরের জন্য চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দিয়েছে ক্ষমতাসীন বিএনপির নেতাদের। এর আগে কখনোই সরকারি বিভিন্ন সংস্থা, বোর্ড ও করপোরেশনে একসঙ্গে এত রাজনীতিবিদকে নিয়োগ দিতে দেখা যায়নি। সরকারি প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ পদে বাইরে থেকে কাউকে নিয়োগ দিতে আইনি কোনো বাধা নেই। তবে এত দিন ধরে এসব পদে আমলা নিয়োগ প্রচলিত একটা ব্যবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডসহ কয়েকটি সরকারি প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ পদে রাজনীতিবিদদের বসানো হয়েছিল। পরে বিভিন্ন সরকারের সময় এমন নিয়োগ হলেও তা ছিল সীমিত পরিসরে। জনপ্রশাসনবিশেষজ্ঞরা মনে করেন, রাজনীতিবিদদের নিয়োগের সুফল আগে পাওয়া যায়নি। এখন দেখার বিষয়, নতুন নিয়োগ পাওয়া ব্যক্তিরা নিজ নিজ পদে কেমন ভূমিকা রাখেন। পাশাপাশি আইনে এমন নিয়োগের অবারিত সুযোগের অপব্যবহারের ঝুঁকিও রয়েছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।নবনিযুক্ত ব্যক্তিদের বেশ কয়েকজন নিজ নিজ কর্মস্থলে যোগ দিয়েছেন। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডসহ আরও কয়েকটি সরকারি প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ পদে রাজনীতিবিদ নিয়োগের চিন্তাভাবনা চলছে।

কোন পদে কাকে নিয়োগ : গত বৃহস্পতিবার রাতে আলাদা প্রজ্ঞাপনে ১১টি সরকারি সংস্থা, বোর্ড ও করপোরেশনের শীর্ষ পদে বিএনপির নেতাদের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেয় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। গ্রেড-২ পদমর্যাদায় এক বছরের জন্য নিয়োগ পেয়েছেন তাঁরা। দলীয় সূত্রগুলো জানিয়েছে, বিগত সরকারের সময়ে আন্দোলন-সংগ্রামে সক্রিয় ভূমিকা রাখা এসব নেতাদের অনেকেই ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলের মনোনয়নপ্রত্যাশী ছিলেন। কেউ মনোনয়ন পাননি, কাউকে দলের সিদ্ধান্ত নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াতে হয়েছিল। এখন তাঁদের এভাবে মূল্যায়ন করা হলো। বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন করপোরেশনের চেয়ারম্যান পদে বিএনপির বন ও পরিবেশবিষয়ক সম্পাদক, রাজশাহীর সাবেক মেয়র মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল; বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন করপোরেশনের (বিআইডব্লিউটিসি) চেয়ারম্যান পদে দলের সহধর্মবিষয়ক সম্পাদক আবদুল বারী এবং বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের (বিসিসিটি) ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে দলের সহ-বন ও পরিবেশবিষয়ক সম্পাদক কাজী রওনাকুল ইসলাম নিয়োগ পেয়েছেন। বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে যুবদলের সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি জাকির হোসেন ও বাংলাদেশ জুট করপোরেশনের চেয়ারম্যান পদে বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য মামুন হাসানকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক করা হয়েছে সালাহ্উদ্দিন সরকারকে। তিনি জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যকরী সভাপতি। বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মোহাম্মদ রাশেদুল হককে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের নির্বাহী সচিব পদে নিয়োগ পেয়েছেন যুবদলের সাবেক কেন্দ্রীয় সহসভাপতি মো. কামরুজ্জামান। বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশনের চেয়ারম্যান পদে বিএনপির রংপুর বিভাগীয় সহসাংগঠনিক সম্পাদক আবদুল খালেক এবং বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্যশিল্প করপোরেশনের চেয়ারম্যান পদে দলের জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য শামসুজ্জামানকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশনের (বিসিক) চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ পেয়েছেন বেনজীর আহমেদ। তিনি বিএনপির ঢাকা বিভাগীয় সহসাংগঠনিক সম্পাদক। এ ছাড়া নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের অতিরিক্ত সচিব পদে এক বছরের জন্য দায়িত্ব পেয়েছেন সামসুল আলম। তিনি এর আগে নির্বাচন কমিশন সচিবালয় থেকে অবসরে যান।

কেন এই নিয়োগ : আমলাদের বাদ দিয়ে কেন বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ পদে রাজনীতিবিদদের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে, এমন প্রশ্ন অনেকের। বিএনপির নেতা ও প্রশাসনের বিভিন্ন মহলের সঙ্গে কথা বলে মোটাদাগে তিনটি কারণ জানা যায়। এক. বিগত সরকারের সময়ে আন্দোলন-সংগ্রামে সক্রিয় ভূমিকা রাখা এসব নেতার অনেকেই ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলের মনোনয়নপ্রত্যাশী ছিলেন। কেউ মনোনয়ন পাননি, কাউকে দলের সিদ্ধান্তে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াতে হয়েছিল। এখন বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে শীর্ষ পদে বসিয়ে মূল্যায়ন করা হলো। দুই. বর্তমান সরকার আমলাদের মধ্য থেকে সরকারি প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ পদে নিয়োগ দিতে নিজেদের বিশ্বস্ত লোক পাচ্ছে না। তিন. সরকারি এসব প্রতিষ্ঠান বিগত সময়ে আমলা দিয়ে পরিচালনা করলেও কাঙ্ক্ষিত সুফল পাওয়া যায়নি। বিষয়টি নিয়ে জানতে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী আবদুল বারীর সঙ্গে মুঠোফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁর বক্তব্য পাওয়া যায়নি। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, সরকার মনে করছে, প্রশাসনে যে গতি আসার কথা, সেটা আসছে না। তা ছাড়া বর্তমানে আমলাদের মধ্য থেকে এসব গুরুত্বপূর্ণ পদে দেওয়ার মতো বিশ্বস্ত কাউকে পাওয়াও যাচ্ছে না। তাই নিয়োগে প্রচলিত ধারার বাইরে গেছে সরকার।

দলীয়করণ-তদবির বাড়ার শঙ্কা : সরকারি প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ পদে রাজনীতিবিদদের নিয়োগ 'ভালো উদাহরণ নয়' বলে মনে করছেন প্রশাসনের কর্মকর্তারা। তাঁদের মতে, এতে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোয় দলীয়করণ ও তদবির বাড়বে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে একজন কর্মকর্তা বলেন, মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল একসময় রাজশাহী সিটি করপোরেশনের মেয়র ছিলেন। ওই সময় তিনি প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদা না পেলেও পরবর্তী সময়ে ওই সিটির মেয়রকে প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদা দেওয়া হয়। এখন তিনি পেলেন অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার পদ। প্রশাসনের কর্মকর্তারা প্রশ্ন তুলেছেন, সরকারি কর্মকর্তারা অনিয়ম করলে তাঁদের জবাবদিহি করার সুযোগ রয়েছে। পেনশন আটকে দেওয়ার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু রাজনীতিবিদদের জবাবদিহি নিশ্চিত হবে কীভাবে?

নিয়োগপ্রাপ্তরা যা বলছেন : বেনজীর আহমেদ বিসিকের চেয়ারম্যান পদে এক বছরের চুক্তিতে নিয়োগ পেয়েছেন। বিসিক আইন ২০১৩এর ১২(২) ধারা অনুযায়ী তাঁকে এই নিয়োগ দেওয়া হয়। ওই ধারায় বলা আছে, সরকার বিসিকের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করবে। চেয়ারম্যান করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হবেন। বেনজীর আহমেদ বলেন, বিসিক অনেক আগে প্রতিষ্ঠিত হলেও খুব একটা এগোতে পারেনি। দেশে অনেক বিসিক শিল্পনগরী করা হলেও কার্যকর করা যায়নি। অনেক জায়গায় প্লট নিয়ে খালি ফেলে রাখা হয়েছে। এখন সরকার চাইছে, বিসিক কার্যকর হোক। এ কারণে তাঁকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। বিসিসিটির নবনিযুক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক কাজী রওনাকুল ইসলাম বলেন, 'জলবায়ু নিয়ে কাজ করা সরকারি এ সংস্থার অবস্থা ভালো নয় বলে শুনেছি। এমনও শুনেছি, আমলারা এখানে কোনো কাজ করেনি। সংস্থায় অনেক দেনা করে রেখে গেছে। আমলারা অনেক সময় ঝুঁকি নিতে চান না। অনেক কিছুই করতে সাহসও পান না। জনগণের জন্য আমি কিছু করতে চাই। এই রুগ্‌ণ প্রতিষ্ঠানকে একটা পর্যায়ে নিয়ে যেতে চাই।'

বাধা নেই, তবে রয়েছে প্রশ্ন : সরকারি এই প্রতিষ্ঠানগুলোতে শীর্ষ পদে নিয়োগে সরকারকে প্রায় অবারিত সুযোগ দেওয়া হয়েছে। যেমন বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) আইনে বলা আছে, চেয়ারম্যান সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হবেন এবং তাঁর চাকরির শর্তাবলি সরকার ঠিক করে দেবে। এই আইনে নৈতিক স্খলনজনিত কারণে আদালতে দণ্ডিত, আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত কিংবা চাকরিচ্যুত ব্যক্তি বাদে যে কাউকে চেয়ারম্যান নিয়োগ দিতে পারে সরকার। ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড, তাঁত বোর্ডসহ অন্য যেসব সংস্থায় রাজনীতিবিদেরা নিয়োগ পেয়েছেন, সেসব ক্ষেত্রেও সংশ্লিষ্ট আইনে একই সুযোগ রাখা আছে। সে কারণে এই নিয়োগ নিয়ে প্রশ্ন তোলার সুযোগ নেই বলে মনে করেন সাবেক সচিব ও বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের (বিপিএটিসি) সাবেক রেক্টর এ কে এম আবদুল আউয়াল মজুমদার। তিনি প্রথম আলোক বলেন, স্বাধীনতার পরের সরকারেও সরকারি প্রতিষ্ঠানে রাজনীতিবিদদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। তবে একসঙ্গে এতজনকে দেওয়া হয়নি। এতে যেহেতু আইনগত বাধা নেই, তাই প্রশ্ন তোলারও সুযোগ নেই। তবে এমন সুযোগ থাকা কতটা যৌক্তিক, সেই প্রশ্ন রয়েছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, যদি কোনো প্রতিষ্ঠানকে গতিশীল করাই হয় লক্ষ্য, তাহলে অভিজ্ঞতাহীন ব্যক্তি নিয়োগ দিয়ে কীভাবে সুফল আশা করা যায়?

দুই বছর পরও ‘জুলাইযোদ্ধারা’ আমলাতন্ত্র ও অন্ধকারে জিম্মি

ঢাকা : জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের দুই বছর পূর্ণ হলেও ২০২৪ সালের রক্তঝরা সেসব দিনে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের আন্দোলনে যারা বুলেটের সামনে বুক পেতে দিয়েছিলেন, তাদের অনেকেই আজও বেঁচে থাকার এক অসম লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। রাজপথে ক্ষমতার পালাবদল হলেও হাসপাতালের বিছানায় বা ঘরের কোণে নিভৃতে কাঁদা মানুষগুলোর জীবনে সেই পরিবর্তনের হাওয়া কতটুকু লেগেছে, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। সরকার শুরু থেকেই আহতদের ‘জুলাইযোদ্ধা’ হিসেবে সম্মানজনক স্বীকৃতি দিয়ে তাদের উন্নত চিকিৎসা, মাসিক ভাতা, আর্থিক সহায়তা ও পুনর্বাসনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু দুই বছর পর বাস্তব চিত্র বলছে, প্রতিশ্রুতির বড় একটি অংশ এখনো ফাইলের স্তূপে ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় আটকে আছে।

পরিসংখ্যান ও স্বাস্থ্যসেবার প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ : সরকারি হিসাবে গণ-অভ্যুত্থানে ৮৪৩ জন শহীদ এবং ১৪ হাজার ৩৭০ জন আহত হয়েছেন। তবে জাতিসঙ্ঘের তথ্য অনুসন্ধানী দলের (ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং মিশন) প্রতিবেদনে নিহতের সংখ্যা এক হাজার চার শতাধিক হতে পারে বলে জানানো হয়েছে। কাঁদানে গ্যাস, সাউন্ড গ্রেনেড ও লাঠিচার্জের কারণে স্থায়ী স্নায়বিক ও শ্রবণ সমস্যায় ভোগা মানুষের সংখ্যাও কয়েক হাজার। সরকারের পক্ষ থেকে গুরুতর আহতদের জন্য ‘বিশেষ স্বাস্থ্য কার্ড’ চালু ও ২০২৫ সালে ‘জুলাই শহীদ পরিবার ও আহতদের কল্যাণ ও পুনর্বাসন’ অধ্যাদেশের খসড়া অনুমোদন দেয়া হয়। চলতি ২০২৬ সালে জাতীয় সংসদে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী আহমেদ আযম খান জুলাইযোদ্ধাদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার কথা নিশ্চিত করেছেন। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ইতোমধ্যেই যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, থাইল্যান্ডসহ বিভিন্ন দেশের বিশেষজ্ঞ দল দেশে এসে চি-কিৎসা দিয়েছেন এবং ১৫৪ জন গুরুতর আহতকে সরকারি খরচে বিদেশে পাঠানো হয়েছে।

শ্রেণিভিত্তিক ভাতা ও জীবনের নির্মম বাস্তবতা : সরকার আহতদের আঘাতের ধরন অনুযায়ী তিন শ্রেণীতে ভাগ করে ভাতা প্রদান করছে : ‘এ’ শ্রেণী (গুরুতর আহত/অঙ্গহানি/দৃষ্টিহীন) : এককালীন পাঁচ লাখ টাকা ও মাসিক ২০ হাজার টাকা। ‘বি’ শ্রেণী (মাঝারি আঘাতপ্রাপ্ত) : এককালীন তিন লাখ টাকা ও মাসিক ১৫ হাজার টাকা। ‘সি’ শ্রেণী (কম আঘাতপ্রাপ্ত) : এককালীন এক লাখ টাকা ও মাসিক ১০ হাজার টাকা। তবে বর্তমান মুদ্রাস্ফীতির বাজারে এই ভাতা জীবনধারণের জন্য যথেষ্ট নয় বলে জানান আহতরা। আল আমিনের গল্প : ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় গুলিবিদ্ধ হয়ে বাম পা হারান নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থী আল আমিন। ১৮ বছর বয়সী আল আমিন এখন কৃত্রিম পায়ে চলাফেরা করেন। সরকারি আর্থিক সহায়তা পেলেও মানসিক ট্রমা ও দুঃস্বপ্ন তাকে প্রতিনিয়ত তাড়িয়ে বেড়ায়। দৃষ্টি হারানোদের আর্তনাদ : জাতীয় চক্ষুবিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের তথ্যমতে, অন্তত ৫০২ জন চোখে আঘাত পেয়েছেন, যার মধ্যে ২৮ জন সম্পূর্ণ অন্ধ এবং প্রায় ১০০ জন এক চোখের দৃষ্টি হারিয়েছেন। ভোলার সাগর মিয়া, নরসিংদী সরকারি কলেজের মোজাম্মেল হক ও শরীরে ছররা গুলি বয়ে বেড়ানো রাজিব মিয়ার মতো বহু মানুষ আজ অন্ধকারের বাসিন্দা। শ্রমজীবী মানুষের কষ্ট : মিরপুরে ডান হাত হারানো রিকশাচালক রফিকুল ইসলাম ভাতা পেলেও কর্মহীন হয়ে পড়ার গ্লানি বয়ে বেড়াচ্ছেন।

আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও তালিকার অসঙ্গতি : পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে আমলাতান্ত্রিক লাল ফিতার দৌরাত্ম্য। কেন্দ্রীয় ও জেলা প্রশাসনের তালিকার মধ্যে অসামঞ্জস্য থাকায় বহু প্রকৃত আহত ব্যক্তি এখনো সরকারি তালিকার বাইরে রয়েছেন। নথিপত্র নিয়ে দফতরে দফতরে ঘুরে প্রমাণ দিতে হচ্ছে যে তারা আন্দোলনে আহত হয়েছিলেন। প্রশাসনের দাবি, ভুয়া আবেদনকারী বাদ দিতে যাচাই-বাছাইয়ে সময় লাগছে। বিশ্লেষকদের মতে, রাষ্ট্রীয় নৈতিক দায়বদ্ধতা থেকে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা দূর করে জুলাইযোদ্ধাদের কেবল ভুক্তভোগী নয়, বরং নতুন বাংলাদেশ গড়ার কারিগর হিসেবে প্রাপ্য মর্যাদা ও সঠিক চিকিৎসা নিশ্চিত করাই এখন সময়ের সবচেয়ে বড় দাবি।

অনুদান নয়, টেকসই পুনর্বাসন চান ‘জুলাইযোদ্ধারা’ : জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের দুই বছর অতিবাহিত হলেও আন্দোলনে আহত হাজারো মানুষের জীবনে নামেনি স্থায়ী স্বস্তি। সরকার থেকে এককালীন অর্থ ও মাসিক ভাতা বিতরণ করা হলেও টেকসই কর্মসংস্থান, দীর্ঘমেয়াদি শারীরিক ও মানসিক চিকিৎসা এবং পূর্ণাঙ্গ পুনর্বাসনের অভাবে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখোমুখি হচ্ছেন ‘জুলাইযোদ্ধারা’। সরকারের সমাজকল্যাণ ও মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে তিন শ্রেণীতে (‘এ’, ‘বি’ ও ‘সি’) ভাগ করে এককালীন অনুদান এবং ১০ থেকে ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত মাসিক সম্মানী ভাতা প্রদান কার্যক্রম দেশের বিভিন্ন জেলায় চলমান রয়েছে। সম্প্রতি ঢাকা বিভাগেই তিন হাজার ৭৭৫ জন আহত যোদ্ধার ভাতার জন্য চার কোটি ৩৬ লাখ ৮০ হাজার টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। তবে আহতদের অভিমত, বর্তমান ঊর্ধ্বগতির বাজারে এই মাসিক ভাতা দিয়ে সংসারের খরচ ও ব্যয়বহুল ওষুধ কেনা সম্ভব হচ্ছে না। পঙ্গুত্ববরণ করা কিংবা দৃষ্টিশক্তি হারানো ব্যক্তিদের স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা ফিরিয়ে দিতে এই অর্থ অপর্যাপ্ত।

চিকিৎসা ও দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্যসেবার ঘাটতি : ঢাকা মেডিক্যাল, নিটোর, জাতীয় চক্ষুবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও সিএমএইচে জরুরি চিকিৎসা এবং বিদেশী বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ পাওয়া সত্ত্বেও অনেক রোগীর স্থায়ী শারীরিক ক্ষতি নিরাময় করা সম্ভব হয়নি। অনেক আহতের শরীরে এখনো সিসার ছররা গুলি আটকে রয়েছে, যা দীর্ঘমেয়াদে শরীরে বিষক্রিয়া তৈরি করছে। অনেক রোগীর নিয়মিত ফিজিওথেরাপি এবং আধুনিক প্রাতিষ্ঠানিক কাউন্সেলিং প্রয়োজন হলেও তা অপর্যাপ্ত। জটিল অস্ত্রোপচার ও কর্নিয়া প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতা এবং উপযুক্ত দাতার অভাব চিকিৎসা প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করছে।

কর্মসংস্থান ও ভবিষ্যৎ সুরক্ষার শূন্যতা : আন্দোলনে আহত হয়ে বহু শিক্ষার্থী পড়াশোনায় পিছিয়ে পড়েছেন এবং বহু কর্মজীবী মানুষ স্থায়ী শারীরিক অক্ষমতার কারণে চাকরি হারিয়েছেন। মিরপুরের রিকশাচালক রফিকুল ইসলামের মতো শত শত খেটেখাওয়া মানুষ এখন পরিবার পরিচালনায় অক্ষম হয়ে মানসিক অবসাদে ভুগছেন। জাতীয় সংসদে সরকারের পক্ষ থেকে দীর্ঘমেয়াদি কর্মসংস্থানের পরিকল্পনার কথা বলা হলেও বাস্তবে তা এখনও দৃশ্যমান নয়। আহতদের পক্ষ থেকে দাবি উঠেছে : ১. সরকারি চাকরিতে বিশেষ সুযোগ বা কোটা প্রদান। ২. শারীরিক সক্ষমতা অনুযায়ী দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্রঋণ সুবিধা। ৩. জীবনযাত্রার ব্যয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি। ৪. আজীবন বিনামূল্যে সুচিকিৎসার স্থায়ী আইনগত প্রতিশ্রুতি।

বিশেষজ্ঞদের মত : সমাজকল্যাণ ও স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, জুলাইযোদ্ধাদের পুনর্বাসন কেবল এককালীন টাকা বা মাসিক ভাতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে দীর্ঘমেয়াদে কোনো সুফল আসবে না। তাদের জন্য প্রয়োজন বিশেষায়িত আধুনিক পুনর্বাসন কেন্দ্র, পরিবারকে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীতে আনা এবং অপরাধীদের দ্রুত বিচার নিশ্চিত করা। সরকারের মন্ত্রণালয়গুলো থেকে জানানো হয়েছে যে, চিকিৎসা একটি চলমান প্রক্রিয়া এবং কর্মসংস্থানের পরিকল্পনা বাস্তবায়নাধীন। তবে জুলাইয়ের আহতদের দাবি, তারা কোনো সহানুভূতির পাত্র হিসেবে নয়, বরং রাষ্ট্রের কাছে সম্মানের সাথে মাথা উঁচু করে বাঁচার অধিকারটুকু দ্রুত দেখতে চান।

এক দশকের মধ্যে পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণ হারাতে পারে মানুষ : ইলন মাস্ক

বাংলাদেশ ডেস্ক : টেক বিলিয়নেয়ার ইলন মাস্ক মনে করেন, আগামী দশ বছরের মধ্যে মানবজাতি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) কাছে পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণ হারাবে। তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী, ২০৩৬ সালের মধ্যে বট বা রোবটরাই বিশ্ব পরিচালনা করবে। দ্য ইকোনমিস্টকে দেওয়া একটি পডকাস্টে মাস্ক বলেন, আগামী পাঁচ বছরের মধ্যেই এআই পুরো মানবজাতির সম্মিলিত বুদ্ধিমত্তাকে ছাড়িয়ে যাবে এবং শুধু মানুষ হওয়া ছাড়া সব কাজই এআই মানুষের চেয়ে ভালো করবে। তবে এআইয়ের ইতিবাচক দিক তুলে ধরে মাস্ক আশা প্রকাশ করেন, এআইয়ের কল্যাণে ভবিষ্যতে সবার জন্য এক প্রাচুর্যময় বিশ্ব গড়ে উঠবে, যেখানে সম্পদ ও খাদ্যর কোনো অভাব হবে না।

এআই এবং রোবটিকসের এই দুর্দান্ত গতি থামানোর কোনো উপায় নেই, এমনকি 'স্টপ বাটন' থাকলেও তা চাপ দেওয়া উচিত নয়। একই সুরে কথা বলেছেন অন্য টেক স্যাভিরাও। ওপেনএআইয়ের সিইও স্যাম অল্টম্যান এবং গুগলের এআই প্রধান ডেমিস হাসাবিস জানিয়েছেন, মানবজাতি এরই মধ্যে এআই 'সিঙ্গুলারিটি' বা অতিবুদ্ধিমত্তার যুগে প্রবেশ করছে। এআই গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'অ্যানথ্রোপিক' সতর্ক করেছে যে ভবিষ্যৎ এআই মডেলগুলো মানুষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই আরো শক্তিশালী উত্তরসূরি তৈরি করতে সক্ষম হবে। নিরাপত্তাসংক্রান্ত পরীক্ষায় গবেষকরা দেখেছেন, কিছু উন্নত এআই মডেল লক্ষ্য অর্জনের জন্য মিথ্যাচার, ব্ল্যাকমেইল ও প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দ্রুত বিকশিত হওয়ায় এর সম্ভাব্য বিপর্যয় এড়াতে বিশ্বজুড়ে জরুরি আন্তর্জাতিক নীতিমালা প্রণয়নের দাবি জোরালো হচ্ছে। সূত্র : এন-ডিটিভি

জাতিসংঘ মহাসচিবের আলোচনায় যারা

বাংলাদেশ ডেস্ক : জাতিসংঘের বর্তমান মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেসের মেয়াদ শেষ হচ্ছে এ বছরের ৩১ ডিসেম্বর। নতুন বছরের প্রথম দিন থেকেই দায়িত্ব নেবেন সংস্থাটির নতুন মহাসচিব। এ অবস্থায় বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক পদটিতে কে আসছেন, তা নিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে জোর আলোচনা শুরু হয়েছে। জাতিসংঘের নিয়ম অনুযায়ী, একজন মহাসচিব সর্বোচ্চ দুই মেয়াদ বা ১০ বছর দায়িত্ব পালন করতে পারেন। সেই হিসেবে গুতেরেসের বিদায়ের পর নতুন নেতৃত্ব নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া শুরু হতে যাচ্ছে। এদিকে জাতিসংঘের পরবর্তী মহাসচিব পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা ছয় প্রার্থী টেলিভিশনে সম্প্রচারিত এক বিতর্কে সংকটে থাকা সংস্থাটির বিশ্বাসযোগ্যতা পুনরুদ্ধারের ওপর জোর দিয়েছেন। আনুষ্ঠানিক নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরুর এক সপ্তাহ আগে এ বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। জাতিসংঘ সদর দপ্তর থেকে বার্তা সংস্থা এএফপি জানায়, এখন পর্যন্ত কোনো প্রার্থী স্পষ্টভাবে এগিয়ে যেতে না পারায় নির্বাচনি প্রচারণায় তেমন গতি আসেনি। এ পরিস্থিতিতে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের বিশাল কক্ষে প্রায় দুই ঘণ্টার বিতর্কে কূটনীতিক, জাতিসংঘের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন প্রার্থীরা। অনুষ্ঠানটি সম্প্রচার করে ব্লুমবার্গ। মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেসের উত্তরসূরি হওয়ার দৌড়ে রয়েছেন চিলির মিশেল ব্যাচেলেট, ইকুয়েডরের মারিয়া ফার্নান্দা এস্পিনোসা, আর্জেন্টিনার রাফায়েল গ্রোসি, কোস্টারিকার রেবেকা গ্রিনস্প্যান, গায়ানার ক্যারোলিন রড্রিগেজ-বিরকেট এবং সেনেগালের ম্যাকি সাল। বিতর্কে প্রত্যেক প্রার্থীই কেন তিনি মহাসচিব হওয়ার জন্য সবচেয়ে যোগ্য, তা তুলে ধরেন। বৈশ্বিক সংঘাতের এ কঠিন সময়ে সংকট মোকাবিলায় নিজেদের সক্ষমতা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের অভিজ্ঞতা এবং সব পক্ষের সঙ্গে সংলাপ চালিয়ে যাওয়ার সক্ষমতার কথা উল্লেখ করেন। জাতিসংঘের বাণিজ্য ও উন্নয়ন-বিষয়ক সম্মেলনের (আঙ্কটাড) মহ-াসচিব রেবেকা গ্রিনস্প্যান বলেন, 'পাঁচ বছর পর আমি চাই না কেউ আমাকে আবার জিজ্ঞেস করুক, 'জাতিসংঘ কোথায়?' সেটিই হবে আমার সাফল্যের মানদণ্ড। আমি এমন একটি জাতিসংঘ দেখতে চাই, যা আবার সংঘাতপূর্ণ পরিস্থিতিতে আলোচনার টেবিলে ফিরবে এবং মাঠপর্যায়ে ফল নিশ্চিত করবে।' সেনেগালের সাবেক প্রেসিডেন্ট ম্যাকি সালও একই ধরনের প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি বলেন, দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথম ১০০ দিনের মধ্যেই তিনি আস্থা পুনরুদ্ধারে কাজ করবেন এবং জাতিসংঘকে আরও দ্রুত, কার্যকর ও মানুষের কথা বেশি শোনে- এমন একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার পথে এগিয়ে নেবেন। বেশির ভাগ প্রার্থীই জাতিসংঘকে আরও কার্যকর করতে চলমান সংস্কার অব্যাহত রাখার প্রয়োজনী-য়তার কথা বলেন। -এএফপি

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
অনলাইনে পড়ুন
www.weeklybangladeshusa.com

ট্রাম্পের সামনে কঠিন বিকল্প

বাংলাদেশ ডেস্ক : ইরান ইস্যুতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এক গভীর রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সংকটের মুখো-মুখি হয়েছেন; যেখানে তার অপশনগুলো উত্তরোত্তর সীমিত হয়ে পড়ছে এবং প্রতিটি পদক্ষেপের সম্ভাব্য মাশুল ক্রমশ বাড়ছে। টানা ১৩ রাতের ধ্বংসাত্মক হামলার পর ট্রাম্প প্রশাসন সাময়িক বিরতি দিয়ে কূটনীতির পথ তৈরির বার্তা দিয়েছে, কিন্তু একই সঙ্গে নতুন করে শক্তি প্রয়োগে নিজেদের প্রস্তুতির কথাও স্পষ্ট করেছে। ওমানের মধ্যস্থতায় কিছু কূটনৈতিক উদ্যোগের আভাস মিললেও হরমুজ প্রণালি দিয়ে জাহাজ চলাচলের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে রাখা নিয়ে ইরান তার অবস্থানে অনড় রয়েছে। উপরন্তু, ইরানি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মার্কিন চাপের কাছে নতি স্বীকার না করার ঘোষণা দিয়ে সংঘাতের সূচি নির্ধারণের ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রের হাতে নেই বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছে।

কয়েক সপ্তাহের মধ্যে যুদ্ধ শেষ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে শুরু করা এ সংঘাতের পাঁচ মাস পর ট্রাম্প এখন চরম কৌশলী সংকটে। সামরিক শক্তি বাড়িয়ে ইরানকে আলোচনায় বাধ্য করার চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় তার সামনে এখন আর ভালো কোনো বিকল্প অবশিষ্ট নেই। বিমান হামলা জোরদার করে বিদ্যুৎকেন্দ্র বা মূল অবকাঠামোগুলো ধ্বংস করা হলে তা ইরানি বেসামরিক নাগরিকদের ওপর চরম ভোগান্তি ডেকে আনবে এবং তাতেও তেহরানের শাসকগোষ্ঠীকে বশ মানানো যাবে না বলে খোদ মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলো ও সেনাপ্রধানরা মূল্যায়ন করেছেন। অন্যদিকে, সামরিক সক্ষমতার চূড়ান্ত সুবিধা পেতে পদাতিক সৈন্য মোতায়েনের কথা ভাবা হলেও এতে প্রাণহানির যে বড় ঝুঁকি রয়েছে, তা যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে শুরু থেকেই চরম অপ্রিয় এক সিদ্ধান্ত হিসেবে বিবেচিত।

যুদ্ধের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উত্তাপ যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরও দ্রুত ছড়াচ্ছে। তেল সরবরাহে ব্যাঘাত ঘটার ভীতি ও আন্তর্জাতিক জ্বালানি বাজারে অস্থিরতার কারণে যুক্তরাষ্ট্রে গ্যাসের দাম বাড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে, যা আসন্ন নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচনের মুখে ট্রাম্পের জন্য এক বিরাট সামাজিক ও রাজনৈতিক চাপ তৈরি করেছে। সিনেটরদের একটি অংশ এ নিষ্ফল যুদ্ধে শত শত কোটি ডলার ব্যয়ের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে নতুন পদ্ধতির আহ্বান জানাচ্ছেন। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে সবপক্ষই বুঝতে পারছে, অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা জোরদার করা কিংবা পূর্বের সাময়িক যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করা কোনোটিই হোয়াইট হাউসের জন্য রাজনৈতিকভাবে লাভজনক বা টেকসই কোনো সমাধান আনছে না।

গ্রিন কার্ডধারীর স্বামী-স্ত্রীর আবেদনে নতুন সুযোগ

(প্রথম পাতার পর)

একই সঙ্গে দুটি আবেদন জমা দেওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে। এতে দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষায় থাকা বহু পরিবারের জন্য প্রক্রিয়াটি কিছুটা সহজ হতে পারে। পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রকাশিত আগস্ট ২০২৬ সালের ভিসা বুলেটিনে পারিবারিক দ্বিতীয় অগ্রাধিকার বিভাগের এফ–২এ শ্রেণির 'আবেদন জমার তারিখ' সব দেশের জন্য 'চলমান' দেখানো হয়েছে। এই শ্রেণির আওতায় রয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের বৈধ স্থায়ী বাসিন্দা বা গ্রিন কার্ডধারীর স্বামী বা স্ত্রী এবং ২১ বছরের কম বয়সী অবিবাহিত সন্তান।

বাংলাদেশের জন্য আলাদা কোনো তালিকা না থাকায় বাংলাদেশি আবেদনকারীরাও সাধারণ দেশের তালিকার আওতায় পড়বেন। এই পরিবর্তনের ফলে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত এবং আইনগতভাবে যোগ্য আবেদনকারীরা আই১৩০ পারিবারিক আবেদনপত্রের সঙ্গে আই৪৮৫ গ্রিন কার্ড আবেদন একই সময়ে জমা দেওয়ার সুযোগ পেতে পারেন। আগে অনেক ক্ষেত্রেই আই১৩০ অনুমোদনের জন্য দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হতো। এখন নির্ধারিত শর্ত পূরণ হলে সেই অপেক্ষা ছাড়াই দুটি আবেদন একসঙ্গে জমা দেওয়া সম্ভব হতে পারে। তবে বিশেষজ্ঞরা মনে করিয়ে দিচ্ছেন, ভিসা বুলেটিনে 'চলমান' দেখানো মানেই সবাই এই সুযোগ পাবেন, এমন নয়। প্রতি মাসে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ও অভিবাসন সেবা সংস্থা কোন তালিকা ব্যবহার করে আবেদন গ্রহণ করবে, সেটিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। আবেদন জমা দেওয়ার আগে সেই নির্দেশনা অবশ্যই যাচাই করতে হবে। নিয়ম অনুযায়ী, পারিবারিক অগ্রাধিকারভিত্তিক বিভাগে অভিবাসী ভিসা তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়ার সুযোগ থাকলে আই১৩০ অনুমোদনের অপেক্ষা না করেও আই৪৮৫ জমা দেওয়া যায়। আবার আগে আই১৩০ জমা দিয়ে থাকলেও সেটি বিচারাধীন অবস্থায় আই৪৮৫ জমা দেওয়ার সুযোগ থাকতে পারে। তবে এই সুবিধা স্বয়ংক্রিয় নয়। আবেদনকারীকে যুক্তরাষ্ট্রের ভেতর থেকেই অবস্থান পরিবর্তনের মাধ্যমে গ্রিন কার্ড পাওয়ার সব আইনগত শর্ত পূরণ করতে হবে। তিনি কীভাবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেছেন, বর্তমানে তার অভিবাসন অবস্থা কী, কোনো আইনগত বাধা রয়েছে কি না কিংবা গ্রিন কার্ড পাওয়ার ক্ষেত্রে অযোগ্যতার কারণ আছে কি না–এসব বিষয় পৃথকভাবে বিবেচনা করা হবে।

আগস্টের ভিসা বুলেটিনে আরও একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। এফ২এ বিভাগের 'চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের তারিখ' বাংলাদেশসহ অধিকাংশ দেশের জন্য ২২ জুলাই ২০২৬ পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে। গত জুলাই মাসে এই তারিখ ছিল ১ জানুয়ারি ২০২৫। অর্থাৎ মাত্র এক মাসের ব্যবধানে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের তারিখ প্রায় দেড় বছর এগিয়েছে। তবে আবেদন জমার তারিখ চলমান হওয়া আর চূড়ান্ত অনুমোদনের তারিখ চলমান হওয়া এক বিষয় নয়। আবেদন জমার সুযোগ তৈরি হলেও গ্রিন কার্ড অনুমোদনের সময় আবেদনকারীর জন্য অভিবাসী ভিসা নম্বর উপলব্ধ থাকতে হবে। একই সঙ্গে তার অগ্রাধিকারের তারিখ প্রযোজ্য চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের তারিখের আগে থাকতে হবে।

সে কারণে আগস্টে আবেদন জমা দেওয়ার সুযোগ পাওয়া মানেই সঙ্গে সঙ্গে গ্রিন কার্ড হাতে পাওয়া নয়। আবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদনের জন্য নির্ধারিত প্রক্রিয়া আগের মতোই অনুসরণ করা হবে। মার্কিন নাগরিকের স্বামী বা স্ত্রীর ক্ষেত্রে নিয়ম ভিন্ন। তারা নিকটতম পারিবারিক সদস্য হিসেবে বিবেচিত হওয়ায় তাদের জন্য বার্ষিক ভিসা সংখ্যার কোনো সীমা নেই। কিন্তু গ্রিন কার্ডধারীর স্বামী বা স্ত্রী এফ২এ বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। এ কারণে তাদের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক অভিবাসী ভিসা বরাদ্দ থাকে এবং সেই সীমার মধ্যেই আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়।

অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে অবস্থানরত স্বামী বা স্ত্রীর ক্ষেত্রে এই সুযোগ প্রযোজ্য নয়। তাদের আই১৩০ অনুমোদনের পর জাতীয় ভিসা কেন্দ্র এবং সংশ্লিষ্ট মার্কিন দূতাবাস বা কনস্যুলেটের মাধ্যমে অভিবাসী ভিসার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হয়। পররাষ্ট্র দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৬ অর্থবছরে পারিবারিক অগ্রাধিকারভিত্তিক বিভাগে বিশ্বব্যাপী দুই লাখ ২৬ হাজার অভিবাসী ভিসা বরাদ্দ রয়েছে। এর একটি বড় অংশ এফ২এ বিভাগের জন্য নির্ধারিত। সব মিলিয়ে আগস্টের এই পরিবর্তন দীর্ঘদিনের অপেক্ষার অবসান না ঘটালেও যোগ্য আবেদনকারীদের জন্য এটি একটি বড় ইতিবাচক অগ্রগতি। বিশেষ করে যেসব পরিবার দীর্ঘদিন ধরে একসঙ্গে স্থায়ীভাবে বসবাসের অপেক্ষায় রয়েছেন, তাদের জন্য নতুন এই সুযোগ আশার নতুন দ্বার খুলে দিয়েছে।

শিশুর জীবন বাঁচানো সেই ১৬ বছরের লাইফগার্ডকে সম্মাননা দেবেন ট্রাম্প

বাংলাদেশ ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায় উত্তাল সাগরের ঢেউ থেকে ১০ বছর বয়সী এক শিশুর জীবন বাঁচিয়ে আলোচনায় আসা ১৬ বছর বয়সী লাইফগার্ড রাইডারকে হোয়াইট হাউসে সম্মাননা দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এক্স হেন্ডেলে (সাবেক টুইটার) দেওয়া এক পোস্টে ট্রাম্প জানিয়েছেন, অসাধারণ সাহসিকতা ও আত্মত্যাগের স্বীকৃতি হিসেবে সেই রাইডার ও তার পরিবারকে হোয়াইট হাউসে আমন্ত্রণ জানানো হবে এবং তাকে যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননায় ভূষিত করা হবে। জানা গেছে, ক্যালিফোর্নিয়ার সান্তা ক্রুজের সিব্রাইট বিচে সাগরের প্রবল ঢেউয়ে ভেসে যাচ্ছিল ১০ বছর বয়সী এক শিশু। এ সময় দায়িত্ব পালনরত

১৬ বছর বয়সী লাইফগার্ড রাইডার নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পানিতে ঝাঁপ দেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, উদ্ধার অভিযানের সময় প্রবল ঢেউ বারবার রাইডারকে পানির নিচে টেনে নিলেও তিনি শিশুটির হাত ছাড়েননি। কয়েক মিনিট ধরে প্রাণপণ লড়াই চালিয়ে যান তিনি। পরে আরেকজন লাইফগার্ড ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজে সহায়তা করলে তারা দুজন মিলে শিশুটিকে নিরাপদে তীরে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন। তীরে আনার পর শিশুটিকে দ্রুত চিকিৎসাকর্মীদের কাছে হস্তান্তর করা হয়। পরে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে তাকে পরিবারের সদস্যদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

রাইডারের সাহসিকতার খবর দ্রুত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। তার এই বীরত্বপূর্ণ ভূমিকার প্রশংসা করেন অনেকেই। এ ঘটনার পর প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প রাইডারের সাহসিকতার ভূয়সী প্রশংসা করে তাকে হোয়াইট হাউসে আমন্ত্রণ জানানোর ঘোষণা দেন।

বারাক ওবামা, জে কে রাউলিং, অ্যাঞ্জেলিনা জোলি ও অপরা উইনফ্রে

শিক্ষক থেকে অন্য অঙ্গনের শিখরে তারা

বাংলাদেশ ডেস্ক : রূপালি পর্দা, কনসার্টের মঞ্চ কিংবা হোয়াইট হাউসের মতো প্রভাবশালী কোনো দপ্তর। নানা অঙ্গনে বর্তমানে যারা অতি পরিচিত, তাদের অনেকেই একাধিক কাজে নিজেদের দক্ষ করে তুলেছেন। এক সময় কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়েছেনও। তালিকায় বারাক ওবামার মতো প্রেসিডেন্ট (সাবেক) যেমন আছেন, তেমনি আছেন জে কে রাউলিংয়ের মতো লেখক কিংবা অ্যাঞ্জেলিনা জোলির মতো হলিউড তারকা। বছরের পর বছর ধরে কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রী শ্রেণিকক্ষে এই তারকা ব্যক্তিত্বদের সান্নিধ্য পেয়েছেন। যেমন, বিখ্যাত সিরিজ হ্যারি পটারের স্রষ্টা জে কে রাউলিং শিক্ষকতার পাশাপাশি নানা অঙ্গনে কাজ করেছেন। ১৯৯০ এর দশকে তিনি স্কটল্যান্ডের এডিনবার্গ লেইথ একাডেমিতে ভাষার শিক্ষক ছিলেন। এছাড়া, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের হয়ে আফ্রিকায় দোভাষীর কাজও করেছেন। ব্রিটিশ রক ব্যান্ড কুইনের গিটারিস্ট ছিলেন ব্রায়ান মে। ১৯৮৫ সালে রক ইতিহাসের অন্যতম আইকনিক পারফরম্যান্সে অংশ নিয়েছেন। গিটার হাতে 'রক গুরু' হওয়ার আগে তিনি ছিলেন পদার্থবিজ্ঞানের শিক্ষক। এছাড়া, ব্রিটিশ একাডেমি অব ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন আর্টস (বাফটা) জয়ী উপস্থাপক ও কৌতুকাভিনেতা রোমেশ রঙ্গনাথনও গণিতের শিক্ষক ছিলেন।

বিখ্যাত টিভি উপস্থাপক অপরা উইনফ্রে যুক্তরাষ্ট্রের নর্থওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটির কেলগ গ্র্যাজুয়েট স্কুল অব ম্যানেজমেন্টে পড়িয়েছেন। তাঁর কোর্সের নাম ছিল- 'ডায়নামিকস অব লিডারশিপ'। এই কোর্সে পড়তে আগ্রহী শিক্ষার্থীদেরকে বছরজুড়ে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ নম্বর বা ক্রেডিট অর্জন করতে হতো। প্রতিষ্ঠানটির সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক কোর্সগুলোর মধ্যে এটি ছিল একটি। যারা উইনফ্রের ক্লাস করেছেন, পরে সবাই বলেছেন, এটি তাদের জীবনে সত্যিকার অর্থেই প্রভাব ফেলেছে। একজন অসাধারণ অভিনেত্রী হওয়ার পাশাপাশি অ্যাঞ্জেলিনা জোলি ২০১৮ সালে লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিক্সে 'উইমেন, পিস অ্যান্ড সিকিউরিটি' বিষয়ে পড়িয়েছেন। স্পাইডার ম্যান (২০০২) খ্যাত জেমস ফ্রাঙ্কোকে অনেকভাবেই পরিচয় করিয়ে দেওয়া যায়। তিনি একাধারে অভিনয় শিল্পী, লেখক, পরিচালক ও প্রযোজক। দীর্ঘ সময় ধরে তিনি অধ্যাপকও ছিলেন। ২০১২ সালে লস অ্যাঞ্জেলেসের ইউসিএলএ স্কুল অব থিয়েটার, ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশনে পড়িয়েছেন। এছাড়া, নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটি ও ইউনিভার্সিটি অব সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়ায় ক্লাস নিয়েছেন চলচ্চিত্রের ওপর। এবার আসা যাক বিশ্বের অন্যতম ক্ষমতাধর (২০০৯-১৭) এক ব্যক্তির প্রসঙ্গে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট হওয়ার আগে বারাক ওবামা ১২ বছর ধরে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ল স্কুলে পড়িয়েছেন। বিষয় ছিল- 'রাইটস, রেস অ্যান্ড জেন্ডার'। তাঁর ক্লাস করা অনেক শিক্ষার্থীই বলেছেন, শ্রেণিকক্ষে তিনি যে ধারণাগুলোর কথা বলতেন, সেগুলো প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারের সময়ও দেখা গিয়েছিল। তথ্যসূত্র : দোজ হু ক্যান ও আইহার্ট

BD TAX & ACCOUNTING LLC
FILE YOUR TAX RETURN BY FEDERALLY LICENSED (EA) TAX PROFESSIONAL
- Individual Tax (All States)
- Business Tax (All States)
- Bookkeeping (QuickBooks)
- Payrolls (Pay Stubs)
- New Business Setup (including for Foreigner)
- Licensing
- IRS/State Audit

Munir Ahmed EA, MBA
ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS ENROLLED AGENT
Immigration Form Fill-up Service
- Family Petition
- Citizenship Application
- Affidavit of Support
- Green Card Renewal
- Green Card Condition Removal
Maximum Refund
Affordable Fees
Professional Service
Cell: 917-655-8271
Office: 718-446-4200
e-file
We Accept
37-22 73rd Street, Suite#2E
(Kabir Tower), Jackson Heights, NY 11372
Fax: 718-446-0042, Email: bdtaxllc@gmail.com

ARMAN CHOWDHURY, CPA
MBA I CMA I CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.
AUTHORIZED e-file PROVIDER
http://ArmanCPA.com
সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়
- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)
F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

ব্রাক্ষণবাড়িয়া কমিউনিটি অব নর্থ আমেরিকার বার্ষিক বনভোজন

(৪০ পাতার পর)

স্থানটি হয়ে উঠে অতি উৎসব মুখর ও প্রানের স্পন্দনে হৃদ্যতায় ভরপুর। এবার বনভোজনে আসা বন্ধু, বান্ধব, আত্নীয় স্বজন সবার মাঝেই এক বাধ্যতার বন্ধন লক্ষ্য করা যায়। যান্ত্রিক জীবনের শহরের কোলাহলমুক্ত পরিবেশ থেকে সবুজ ছায়া ঘেরা পরিবেশে সবাই যেন ক্ষনিকের জন্য হারিয়ে যায় গহীন অরন্যে।

সকালের সুস্বাধু নাস্তা পরিবেশনের পর বনভোজনে সকল অতিথি বৃন্দের উপস্থিতিতে প্রধান অতিথি সাবেক সংসদ জনাব সহিদুর রহমান বেলুন উড়িয়ে বনভোজন ও মিলনমেলা ২০২৬ উদ্বোধন করেন। সমন্বয়কারী মোহাম্মদ শাহ্ মোয়াজ্জেমের কোরান তেলাওয়াতের পর বাংলাদেশ ও আমেরিকার জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়। তারপর বনভোজন উপকমিটির আহবায়ক মোঃ রহিজ উদ্দিন শুভেচ্ছা বক্তব্য দেওয়ার পর সংক্ষিপ্ত আকারে আরো বক্তব্য রাখেন প্রধান সমন্বয়কারী প্রফেসর নোয়াব মিয়া, সমন্বয়কারী আইয়ুব চৌধুরী হারুন, সমন্বয়কারী মোহাম্মদ শাহ্ মোয়াজ্জে, যুগ্ন আহবায়ক শাহীনুর রহমান সানি, মোঃ আরিফ মিয়, সদস্য সচিব মোঃ তুহিন মিয়া, আমির হোসেন কামাল, শফি উদ্দিন কামাল, প্রফেসর আঃ বাছির, শাহ্ মোয়াল্লেম হোসাইন এবং সবশেষে প্রধান অতিথি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। আলোচনা পর্বটি পরিচলনার দায়িত্ব ছিলেন সদস্য সচিব মোঃ তুহিন মিয়া এবং সাধারণ সম্পাদক সকিরুল ইসলাম খাঁন (সাকির)।

তারপর শুরু হয় ছোট ছেলে মেয়েদের (বালক / বালিকাদের) দৌড় প্রতিযোগিতা। খেলাধুলা পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন শাহীনুর রহমান সানি ও রেজাউল হক মজুমদার (আরিফ) এবং আসমা জাহান কলি, দুপুর ২টায় শুরু হয় বনভোজনের অত্যন্ত আকর্ষনীয় প্রতিযোগিতা পিলো পাস (বালিশ খেলা)। বালিশ খেলা পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন প্রফেসর নোয়াব মিয়া ও মহিলা সম্পাদিক আছমা জাহান কলি, বিপুল সংখ্যক মহিলা এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহন করেন। এদেও মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার সহ মোট ১১ জনকে পুরুস্কিত করা হয়। দুপুর ৩টায় জ্যাকসন হাইটস্ এ রাজধানী রেস্টুরেন্টের সু-স্বাধু বিভিন্ন রকমের আইটেমের খাবার দিয়ে দুপুরের খাবার পরিবেশন করা হয়। সু-স্বাধু এই খাবার খেয়ে সবাই ভূয়শী প্রশংসা করেন। তারপর শুরু হয় প্রবাসের অন্যতম গায়িকা নাজু আখন্দ এর সঙ্গীত পরিবেশনা। এই পর্বে সহযোগিতা করেন সাকিরুল ইসলাম খাঁন তারপর বিকাল ৬টায় শুরু হয় বনভোজনের অত্যন্ত আকর্ষনীয় ইভেন্ট র‌্যাফেল ড্র। র‌্যাফেল ড্র খেলাটি পরিচালনা করেন আইয়ুব চৌধুরী হারুন। প্রফেসর নোয়াব মিয়া, মো রহিজ উদ্দিন, আনোয়ার হোসেন তালুকদার (স্বপন) ও সাকিরুল ইসলাম খান (সাকির) এবং শাহীনুর রহমান র‌্যাফেল ড্র প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার স্বর্নালংকার সেট সহ মোট ১১টি পুরস্কার প্রদান করা হয়। এবার বনভোজনে অর্থ সচিবের দায়িত্ব পালন করেন মারুফুল হক চৌধুরী, মোঃ সুমন মিয়া আপ্যায়নে দায়িত্ব ছিলেন মোঃ আরিফ মিয়া, মোঃ সাইফুল ইসলাম আলমগীর, মোঃ আবুল কালাম লিটন, মোঃ ইসলাম ওবায়দ, মোঃ হুমায়ুন কবির চৌধুরী, মোঃ সাদেক আহমেদ, রেজা-ই-রাব্বি, মনিরুল হক মিঠু, জাহাঙ্গীর আলম, এনামুল হক, সবজুল মমিন তালুকদার, মোঃ শাহজাহান মিয়া, বশির আহমেদ প্রমুখ।

বনভোজনে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলদেশ সোসাইটির সিনিয়র সহ-সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, সহ-সভাপতি কামরুল ইসলাম এবং সাধারন সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, আরো উপস্থিত ছিলেন কমিউনিটির উপদেষ্টা হাজী আবু মুছা খাঁন, মার্কস হোম কেয়ারের- মোঃ আমির হাসেন কামাল। বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শফি উদ্দিন কামাল এবং আরো উপস্থিত ছিলেন ব্রাক্ষণবাড়ীয়া সোসাইটির সাবেক সভাপতি সেলিম পাঠান, মোহাম্মদ হেলাল মিয়া, কসবা উপজেলার সভাপতি ফরহাদ উদ্দিন এবং সাবেক সভাপতি শফিকুল ইসলাম ও প্রফেসর আঃ রউফ, মোঃ বরকত চৌধুরী এবং বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ অধ্যাপিকা হোসনে আরা জালালী প্রমুখ।

সবশেষে বনভোজনের আহবায়ক মোঃ রহিজ উদ্দিন এবং কমিউনিটির সভাপতি আনোয়ার হোসেন তালুকদার (স্বপন) বনভোজন মিলনমেলায় উপস্থিত হয়ে বনভোজনকে সাফল্য মন্ডিত করে তোলায় উপস্থিত সকল অতিথিবৃন্দদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বনভোজন ২০২৬ এর সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

নবযুগ সম্পাদক সাগরের প্রেসিডেন্সিয়াল ন্যাশনাল সার্ভিস অনার এওয়ার্ড লাভ

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): যুক্তরাষ্ট্রে কমিউনিটি সেবায় অবদান রাখার জন্য প্রেসিডেন্সিয়াল ন্যাশনাল সার্ভিস অনার এওয়ার্ড পেয়েছেন নি-উইয়র্ক থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক নবযুগ সম্পাদক, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট ও ব্যবসায়ী শাহাব উদ্দিন সাগর। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্সিয়াল এওয়ার্ড প্রদানের ক্ষমতাপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন হ্যান্ডস অফ হোপ কমিউনিটি আ-উটরিচ গত ২৫ জুলাই, রোববার, সন্ধ্যায় জমকালো এক অনুষ্ঠানে সাংবাদিক শাহাব উদ্দিন সাগরের হাতে এই এওয়ার্ড তুলে দেন সংস্থার অন্যতম প্রধান চ্যাপ্লেন কিম থমাস। ‘ন্যাশনাল সার্ভিস অনার’ হলো স্বেচ্ছাসেবকদের স্বীকৃতি প্রদানের একটি কর্মসূচি, যা সাময়িকভাবে স্থগিত থাকা ‘প্রেসিডেন্টস ভলান্টিয়ার সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড’ (পিভিএসএ)-এর বিকল্প হিসেবে চালু করা হয়েছে। ১২ মাস সময়কালে সম্পন্ন করা যাচাইকৃত সমাজসেবামূলক কাজের ঘণ্টার ভিত্তিতে এটি ব্যক্তি ও বিভিন্ন গোষ্ঠীকে সম্মাননা প্রদান করে।

এই এওয়ার্ডটি ‘প্রেসিডেন্সিয়াল ভলান্টিয়ার এওয়ার্ড’ নামেও পরিচিত। কর্মসূচির বিবরণ, প্রদত্ত পুরস্কার: ব্রোঞ্জ, সিলভার ও গোল্ড এই তিনটি স্তর। পুরস্কারের মধ্যে রয়েছে সনদপত্র, পিন, প্রশংসাপত্র এবং মেডেল। যোগ্যতা: সব বয়সের ব্যক্তি এবং যেসব স্কুল বা অলাভজনক সংস্থা স্বেচ্ছাসেবকদের কাজের সময় যাচাই করতে সক্ষম, তারা সবাই এতে অংশ নিতে পারবে। শনিবার নিউইডর্কে ব্রুকলীনের একটি চার্চের ব্যাঙ্কুয়েট হলে এওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে শাহাব উদ্দিন সাগর ছাড়াও আরো ১১ জনকে ন্যাশনাল সার্ভিস অনার এওয়ার্ড তুলে দেয়া হয়। এওয়ার্ড দেয়ার পাশাপাশি হস্তান্তর করা হয় ইউএস কংগ্রেসউইম্যান ইভেট ডি. ক্লাকের প্রশংসাপত্র, নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটর রেক্সোনি জে. পারসুডের প্রক্টেলেমেশন ও নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলউইম্যান মার্সেডিস নার্সিসের সাইটেশন।

অনুষ্ঠান উপলক্ষে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়। ১২ জন এওয়ার্ড প্রাপ্তদের মধ্যে শাহাব উদ্দিন সাগরই একমাত্র বাংলাদেশী, যিনি কমিউনিটি সার্ভিসের জন্য সম্মানজনক এই এওয়ার্ড পেয়েছেন। এওয়ার্ড পাওয়ার পর বক্তব্যে সাংবাদিক শাহাব উদ্দিন সাগর বলেন, ‘হ্যান্ডস অফ হোপ কমিউনিটি আউটরিচ’ এর ন্যাশনাল সার্ভিস অর্নার গোল্ড এওয়ার্ড গ্রহণ করতে পেরে আমি সত্যিই গর্বিত, সম্মানিত বোধ করছি। এই অসাধারণ সম্মানের জন্য আমি আন্তরিকভাবে সংগঠন, পরিকল্পনা কমিটি এবং চ্যাপ্লেন কিম থমাসকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। তিনি বলেন, এই সম্মান আমি শুধু নিজের পক্ষ থেকে গ্রহণ করছি না; আমি এটি উৎসর্গ করছি সেই সকল স্বেচ্ছাসেবক, কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ এবং সংগঠনগুলোর প্রতি, যাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মানুষের সেবায় কাজ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। মানুষের সেবা আমার কাছে কখনোই শুধু একটি দায়িত্ব নয় বরং এটি আমার ভালোবাসা, আমার অঙ্গীকার এবং আমার জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য।

শাহাব উদ্দিন সাগর বলেন, আমি সাপ্তাহিক নবযুগ পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে সমাজের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো মানুষের সামনে তুলে ধরার এবং দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার মাধ্যমে সচেতনতা ও সম্প্রীতি গড়ে তোলার চেষ্টা করে যাচ্ছি। বিশেষ করে কোভিড-১৯ মহামারির সময়, সাপ্তাহিক নবযুগ নিরলসভাবে কাজ করেছে নিউইয়র্কের বাংলা ভাষাভাষী কমিউনিটিকে সঠিক, সময়োপযোগী এবং জীবনরক্ষাকারী তথ্য পৌঁছে দিতে, যাতে মানুষ সচেতন থাকতে পারে এবং একে অপরের পাশে দাঁড়াতে পারে। তিনি বলেন, আমি একজন ফেডারেল চ্যাপ্লেন হিসেবেও মানুষের পাশে থাকার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। এই দায়িত্বের মাধ্যমে আমি মানুষের আধ্যাত্মিক সেবা, মানসিক সাহস এবং কঠিন সময়ে সহমর্মিতা ও উৎসাহ দেওয়ার চেষ্টা করি। পাশাপাশি আমি বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে কাজ করে পারস্পরিক সম্মান, বোঝাপড়া এবং সম্প্রীতির সেতুবন্ধন গড়ে তুলতে বিশ্বাস করি। শাহাব উদ্দিন সাগর বলেন, আমার দৃঢ বিশ্বাস, আমরা যখন একসঙ্গে মানবসেবায় এগিয়ে আসি, তখন আমাদের ভিন্নতাই আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তিতে পরিণত হয়। এই পুরস্কার আমার যাত্রার সমাপ্তি নয়; বরং এটি আমাকে আরও বেশি দায়িত্বশীলভাবে মানুষের সেবা করে যাওয়ার অনুপ্রেরণা দিবে।তিনি বলেন, আমার পরিবার, বন্ধু, সহকর্মী এবং যারা সবসময় আমাকে উৎসাহ ও সহযোগিতা করেছেন, তাদের প্রত্যেকের প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আপনাদের সমর্থন ছাড়া আজকের এই অর্জন সম্ভব হতো না। প্রসঙ্গত: ‘হ্যান্ডস এন্ড হোপ কমিউনিটি আউটরিচ’ নিউইয়র্কের কমিউনিট নেতৃবৃন্দের অবদান পর্যবেক্ষণ করে এওয়ার্ডের জন্য মনোনয়ন প্রদান করে। পরে জুরি বোর্ড অনুমোদন করলে একটি জমকালো অনুষ্ঠান আয়োজন করে সংশ্লিষ্টদের হাতে ন্যাশনাল সার্ভিস অনার গোল্ড এওয়ার্ড বা প্রেসিডেন্সিয়াল এওয়ার্ড তুলে দেয়া হয়।

অভিবাসী সুরক্ষায় রাজ্যভিত্তিক উদ্যোগ জোরদারের আহ্বান

বাংলাদেশ ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন নীতি আরও কঠোর হওয়ার প্রেক্ষাপটে অভিবাসীদের অধিকার ও নিরাপত্তা রক্ষায় অঙ্গরাজ্যগুলোর ভূমিকা জোরদারের আহ্বান জানিয়েছে আমেরিকান ইমিগ্রেশন কাউ-ন্সিল। সংস্থাটি বলছে, ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা নিশ্চিত করা, স্থানীয় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে অভিবাসীদের আস্থার সম্পর্ক বজায় রাখা এবং অভিবাসন-সংক্রান্ত আটক নীতিতে সংস্কার আনতে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারে অঙ্গরাজ্যগুলো। ২৮ জুলাই প্রকাশিত এক বিশ্লেষণে সংস্থাটি জানায়, দ্বিতীয় ট্রাম্প প্রশাসনের কঠোর অভিবাসন প্রয়োগ নীতির কারণে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে অভিবাসীদের সুরক্ষা নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। ২০২৬ সালেই যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে অভিবাসন-সংক্রান্ত ৭০০টির বেশি বিল উত্থাপিত হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, ফেডারেল অভিবাসন নীতিতে দ্রুত পরিবর্তন আসায় অঙ্গরাজ্য ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের ওপর চাপ বেড়েছে। অনেক এলাকার বাসিন্দা স্থানীয় নেতাদের কাছে অভিবাসী সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানাচ্ছেন।

কাউন্সিলের মতে, অভিবাসীদের ব্যক্তিগত তথ্য ফেডারেল সংস্থাগুলোর কাছে সহজে পৌঁছে যাওয়ার ঝুঁকি কমাতে ইতোমধ্যে কয়েকটি অঙ্গরাজ্য পদক্ষেপ নিয়েছে। নিউ মেক্সিকো ড্রাইভার সেফটি অ্যান্ড প্রাইভেসি অ্যাক্ট পাস করে স্বয়ংক্রিয় নম্বরপ্লেট শনাক্তকারী প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করেছে। অন্যদিকে, ওরেগনে হাসপাতালগুলোতে অভিবাসন-সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২৬ সালের এপ্রিল পর্যন্ত ইউএস ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইসিই) প্রায় ৪ লাখ ৫৮ হাজার মানুষকে গ্রেপ্তার করেছে। ২০২৬ সালের এপ্রিল মাসে ৬০ হাজারের বেশি ব্যক্তি আইসিইর হেফাজতে ছিলেন। এ ছাড়া ট্রাম্প প্রশাসন প্রতিদিন প্রায় ২ হাজার অভিবাসী গ্রেপ্তারের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে, যা ২০২৪ সালের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি।

সংস্থাটি বলছে, স্থানীয় পুলিশ ও আইসিইর যৌথ কার্যক্রমের কারণে অনেক অভিবাসী আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছে সহায়তা চাইতে নিরুৎ-সাহিত হচ্ছেন। ফলে অপরাধের শিকার হলেও অনেকে অভিযোগ জানাতে ভয় পাচ্ছেন।

এ পরিস্থিতিতে মেরিল্যান্ড, নিউ মেক্সিকো ও হাওয়াইসহ কয়েকটি অঙ্গরাজ্য সরকারি কর্মকর্তাদের আইসিইর সঙ্গে নির্দিষ্ট ধরনের সহযোগিতা চুক্তি (২৮৭(জি) চুক্তি) করতে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। একইভাবে, নিউ জার্সি প্রকৃত বা ধারণাগত নাগরিকত্বের অবস্থার ভিত্তিতে কাউকে আটক বা তল্লাশি করার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। আমেরিকান ইমিগ্রেশন কাউন্সিলের মতে, বর্তমান পরিস্থিতিতে অঙ্গরাজ্যের আইনপ্রণেতারা এমন নীতি গ্রহণ করতে পারেন, যা অভিবাসীদের অধিকার, জননিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করবে। একই সঙ্গে তারা অভিবাসীদের আইনি সহায়তা, ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে আস্থার সম্পর্ক বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন।

আরো পাঁচ দেশের বাংলাদেশি প্রবাসীরা পাবেন এনআইডি সেবা

(প্রথম পাতার পর)

দেশ পাঁচটি হলো সিঙ্গাপুর, সুইডেন, বাহরাইন, নরওয়ে ও ফিনল্যান্ড। এ লক্ষ্যে ইসির জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ (এনআইডি) সব ধরনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে। এরই মধ্যে ইসির একটি দল সিঙ্গাপুরে পৌঁছে কার্যক্রম শুরু করেছে। নির্বাচন কমিশনার আনোয়ারুল ইসলাম সরকার এবং এনআই-ডির মহাপরিচালক (ডিজি) আবুল হাসনাত মুহাম্মদ আনোয়ার পাশা তাঁদের টিমসহ সুইডেনের উদ্দেশে রওনা দেবেন। একই সঙ্গে সিঙ্গাপুরে থাকা দলের সঙ্গে যোগ দিতে আজই রওনা দেবেন নির্বাচন কমিশনার আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ। সোমবার এনআইডির ডিজি এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি আরো বলেন, 'মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ জটিলতার কারণে ১৫ থেকে ২১ জুলাই পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনার আব্দুর রহমানেল মাছউদের বাহরাইনে অবস্থান করার কথা থাকলেও তা পেছানো হয়। আগামী আগস্টের শুরুতে তাঁর সেখানে যাওয়ার কথা।' ডিজি জানান, নরওয়ে ও ফিনল্যান্ডের প্রবাসীদের এনআইডি কার্যক্রম শুরুর সব পরিকল্পনাও চূড়ান্ত করা হয়েছে। তবে এ দুটি দেশের প্রবাসীদের সুইডেন দূতাবাসের মাধ্যমে কনসুলেট সেবা নিতে হয়। বিশ্বের সব দেশের প্রবাসী বাংলাদেশিরা সংশ্লিষ্ট দূতাবাসের মাধ্যমে এই সেবা নিয়ে থাকেন। দূতাবাসের মাধ্যমে প্রবাসীদের নিবন্ধন আবেদন গ্রহণের পর দেশে যাচাই-বাছাই করে এনআইডি ছাপানো হয়। পরে দূতাবাসের মাধ্যমে তা আবেদনকারীর কাছে সরবরাহ করা হয়। এনআইডির ডিজি আরো বলেন, 'আমরা চেষ্টা করছি বিভিন্ন দেশের সব প্রবাসী যেন ভোটার নিবন্ধনের আওতায় আসতে পারে।

কারণ বিভিন্ন কাজে প্রবাসীদের এনআইডির প্রয়োজন হয়। এটা না থাকলে তাঁদের বিভিন্ন ঝামেলায় পড়তে হয়। তাই আমরা দেশগুলোতে গিয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অ্যাক্টিভ করে এ কার্যক্রম জোরদারের চেষ্টা করছি। ভোটার নিবন্ধন ও এনআইডি বিতরণ কর্মসূচির উদ্বোধন এবং প্রবাসীদের ভোটদান, ভোটার নিবন্ধন ও এনআইডি সেবাবিষয়ক সভায় অংশ নেবেন সফররত কর্মকর্তারা।' এনআইডি বিভাগ জানায়, নির্বাচন কমিশনের একাধিক দল দেশগুলোতে পৌঁছার পর সংশ্লিষ্ট দেশের দূতাবাসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ভোটার নিবন্ধন ও এনআইডি বিতরণ কার্যক্রম সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেবেন। প্রয়োজন পড়লে দেশ থেকে আরো প্রশিক্ষিত জনবল সরবরাহ করা হতে পারে। ইসি পরিকল্পনায় নিয়েছিল ফ্রান্সে বসবাসরত প্রবাসীদেরও ভোটার নিবন্ধনের আওতায় আনা। সে জন্য ওই দূতাবাসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের কথা ভাবা হয়; কিন্তু সে দেশের দূতাবাস থেকে ইসিকে জানানো হয়, এ কার্যক্রমে অংশ নেওয়ার জন্য তাঁরা এখনই প্রস্তুত নন। তাই ফ্রান্সের ভোটার নিবন্ধন কার্যক্রম আরো দেরিতে শুরুর চিন্তা করছে ইসি। এনআইডিসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, এর আগে বিশ্বের ১৪টি দেশের ২৪টি স্টেশনে প্রবাসীদের ভোটার নিবন্ধন ও এনআইডি বিতরণ কার্যক্রম হাতে নিয়েছিল ইসি, যা এখনো শেষ হয়নি। এর সঙ্গে আরো পাঁচটি দেশ যুক্ত হয়ে মোট ১৯ দেশের প্রবাসীরা এ কার্যক্রমের আওতাভুক্ত হচ্ছেন। বর্তমানে যেসব দেশ ও স্টেশনে ভোটার নিবন্ধন কার্যক্রম চালু আছে, সেগুলো হলো সংযুক্ত আরব আমিরাতের আবুধাবি ও দুবাই; সৌদি আরবের রিয়াদ ও জেদ্দা; যুক্তরাজ্যের লন্ডন, ম্যানচেস্টার ও বার্মিংহাম; ইতালির রোম ও মিলান; কুয়েতের কুয়েত সিটি; কাতারের দোহা; মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুর; অস্ট্রেলিয়ার ক্যানবেরা ও সিডনি; কানাডার অটোয়া ও টরন্টো; জাপানের টোকিও; যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক, মায়ামি, ওয়াশিংটন ডিসি ও লস অ্যাঞ্জেলেস; মালদ্বীপের মালে; ওমানের মাসকাট এবং দক্ষিণ আফ্রিকার প্রিটোরিয়া। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর গত পাঁচ মাসে এসব দেশ থেকে নতুনভাবে এক লাখ প্রবাসী নিবন্ধন করেছেন, যাঁদের মধ্যে ৩০ হাজারের মতো প্রবাসী এনআইডি পেয়েছেন।

এনআইডি সেবা : ফিঙ্গারপ্রিন্টে কাজ হচ্ছে না, যাচাই হবে আইরিশ

ফিঙ্গারপ্রিন্ট বা আঙুলের ছাপ না মিললে জাতীয় পরিচয়পত্রের (এনআইডি) সেবা পেতে নাগরিকদের ব্যাপক ভোগান্তি পোহাতে হয়। এ ভোগান্তির পরিমাণ দিন দিন বাড়ছে। এমন পরিস্থিতিতে নাগরিকরা ফিঙ্গারপ্রিন্ট ইস্যুতে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) দ্বারস্থ হচ্ছেন। ইসিতে এসে কেউ কেউ নতুন করে ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়ে সমস্যার সমাধান পাচ্ছেন। যাদের ফিঙ্গারপ্রিন্ট কোনোভাবেই আর কাজ করছে না, তাদের ইসি থেকে প্রত্যয়নপত্র বা এনওসি দেওয়া হচ্ছে, যা দেখিয়ে তারা কাঙ্ক্ষিত সেবা নিতে পারেন। গত বছর অর্থাৎ ২০২৫ সালে প্রায় ২ হাজার ৮০০ নাগরিককে এই এনওসি দিয়েছে কমিশন। চলতি বছর ছয় মাসে গত বছরের প্রায় সমপরিমাণ এনওসি দেওয়া হয়েছে। তাই এনআইডি-সংক্রান্ত সেবা পেতে নাগরিকদের ভোগান্তি কমাতে ফিঙ্গারপ্রিন্টের পাশাপাশি চোখের আইরিশও যাচাইয়ের ব্যবস্থা রাখতে যাচ্ছে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানটি। সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে। ইসির সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ কালবেলাকে বলেন, 'আমরা নাগরিকদের এনআইডি-সংক্রান্ত সেবা সহজ করতে চাই। ফিঙ্গারপ্রিন্টের পাশাপাশির চোখের আইরিশও যাচাই করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। আমরা এ বিষয়ে অ্যাক্সেস দেব। প্রথমে ফিঙ্গারপ্রিন্ট দেখবে, সেটি না হলে চোখের আইরিশ স্ক্যান করবে।' যারা ভোটার হয়েছেন; কিন্তু এখনো চোখের আইরিশের প্রতিচ্ছবি দেননি। তারা যে কোনো সময় এসে তা দিতে পারবেন বলেও জানান তিনি।জানা যায়, ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়ে নাগরিকরা দেশে মোবাইল ফোনের সিম কেনা, পাসপোর্ট ও ড্রাইভিং লাইসেন্স করা ও বিদেশে যাতায়াত করতে পারেন। বয়স বৃদ্ধি, রোগাক্রান্ত হওয়া ও হাত দিয়ে ভারী কাজ করেনড় এমন পেশার লোকেরা ফিঙ্গারপ্রিন্ট না মেলার সংকটের মুখোমুখি হচ্ছেন। ইসি কর্মকর্তারা জানান, প্রতিদিন কেউ না কেউ ফিঙ্গারপ্রিন্ট সমস্যা নিয়ে ইসিতে আসছেন। এদের বেশিরভাগ বয়স্ক। তবে এ সংকটে পড়া তরুণের সংখ্যাও কম নয়। আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে এ প্রতিবেদকের সঙ্গে কথা হয় প্রত্যয়নপত্র নিতে আসা এক বেসরকারি চাকরিজীবীর সঙ্গে। যার বয়স আনুমানিক ২৫ বছর হবে। তিনি বলেন, মোবাইল ফোনের সিম কিনতে গেলে দোকানি বলেন, ফিঙ্গারপ্রিন্ট মিলছে না। প্রথমে ইসিতে এসে আবার ফিঙ্গারপ্রিন্ট দেওয়ার চেষ্টা করেছি। কিন্তু মেশিন তা নেয়নি। তাই প্রত্যয়নপত্র নিতে এসেছি।

ইসির দুর্বলতার কথাও জানান ইসির এক কর্মকর্তা। তিনি বলেন, 'ফিঙ্গারপ্রিন্ট সার্ভারে আপলোড হলো কি না, নাগরিকদের সেটি কমিশন থেকে জানানো হয় না। জানতে হলে আবার ওই নাগরিককে ইসিতে আসতে হয়। এ ছাড়া অনেকের নাম ভোটার তালিকা থেকে কর্তন হয়ে মৃতের তালিকায় চলে যাচ্ছে। কোনো কাজ করতে না গেলে তিনি জানতে পারছে না যে, তার নাম মৃতের তালিকায় চলে গেছে। কারও নাম মৃতের তালিকায় গেলে অবশ্যই তার পরিবারের কারও না কারও নম্বরে এ বিষয়ে মেসেজ পাঠানো উচিত।' এ কর্মকর্তা আরও জানান, বর্তমানে ইসির সার্ভারে কোনো নাগরিকের মোবাইল নম্বর ট্যাগ করা নেই। যার কারণে তাদের মেসেজ দেওয়া যায় না। এ বিষয়ে বিটিআরসি, এনবিআর ও মোবাইল কোম্পানিগুলোকে নিয়ে ইসি সভা করতে পারে। অনেকেই দোকান থেকে নতুন ভোটারের আবেদন ও এনআইডি সংশোধনের আবেদন করেন। সেই সময় আবেদনে দোকানদারের নম্বর ব্যবহার করে থাকেন অনেকে। এতেও সমস্যা হয়। তাই নতুন ভোটার হওয়ার সময় নিজ বা পরিবারের মোবাইল নম্বর দেওয়া বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন। এতে নাগরিককে যে কোনো বিষয়ে আপডেট তথ্য পাঠানো যাবে। আর যারা এরই মধ্যে ভোটার হয়েছেনড় মোবাইল কোম্পানির মাধ্যমে তাদের কাছে মেসেজ দিয়ে মোবাইল নম্বর যুক্ত করার জন্য বলা যেতে পারে। এতে নাগরিকের ভোগান্তি কমবে।

এআই ব্যবহারে জোর : উবারে ছাঁটাই ১০% কর্মী

বাংলাদেশ ডেস্ক : কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে ও কাজের কাঠামো সহজ করার অংশ হিসেবে গ্রাহকসেবা বিভাগের ১০ শতাংশ কর্মী ছাঁটাই করেছে উবার।

প্রযুক্তি সংবাদের সাইট এনগ্যাজেট প্রতিবেদনে লিখেছে, প্রযুক্তি খাতের গতিশীলতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে ও স্বশরীরে কাজের পরিধি বাড়াতে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাইড শেয়ারিং কোম্পানিটি।

উবারের একজন মুখপাত্র বলেছেন, 'কার্যক্রম আরো সহজ করা, সরাসরি পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়ানো ও এআই প্রযুক্তির ওপর নির্ভরতা অব্যাহত রাখার জন্যেই' ছাঁটাইয়ের এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে কোম্পানিটি।

মার্কিন বাণিজ্য প্রকাশনা ব্লুমবার্গের প্রতিবেদন অনুসারে, কোম্পানিটির এ ছাঁটাই প্রক্রিয়ার প্রভাব পড়েছে 'কমিউনিটি অপারেশনস' বিভাগে। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল ও ভাষায় উবারের সেবা দেয়া নিশ্চিত করতে এবং স্থানীয় চালক ও ব্যবসার সঙ্গে সমন্বয় রাখতে এ বিভাগটি কাজ করে।

উবারের 'গ্লোবাল কমিউনিটি অপারেশনস'-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট মেঘা ইয়েথাদকা কর্মী দলের কাছে পাঠানো এক মেমোতে লিখেছেন, 'আমাদের প্রশাসনিক কাঠামো দিন দিন অতিরিক্ত জটিল ও খণ্ডবিখণ্ড হয়ে পড়ছিল।'

তিনি বলেছেন, গ্রাহকসেবায় এআই ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাদের বিভাগ এরইমধ্যে 'কিছু অগ্রগতি করেছে'। তবে এ প্রযুক্তির ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী ব্যবহার নিশ্চিত করতে হলে এআই প্রয়োগের মতো কার্যকর ও পরিচ্ছন্ন সাংগঠনিক কাঠামো প্রস্তুত করা প্রয়োজন।

কর্মী ছাঁটাইয়ের কথা বললেও উবারে ঠিক কী ধরনের জেনারেটিভ এআই ব্যবহৃত হবে, সে বিষয়ে বিস্তারিত কিছু লেখেনি ব্লুমবার্গ।

সাম্প্রতিক সময়ে গ্রাহকসেবায় এআই এজেন্টদের উন্নতি চোখে পড়ার মতো, বিশেষ করে ভয়েস এআই এখন মানুষের মতো স্বাভাবিকভাবে গ্রাহকদের সঙ্গে কথা বলতে পারছে এবং তাদের অভিযোগ ও প্রয়োজন বুঝতে পারছে।

কর্মী ছাঁটাইয়ের পাশাপাশি নিজেদের কর্মীদের রিমোট লোকেশন থেকে কাজ করা বন্ধ করে মূল আঞ্চলিক অফিসগুলোয় ফিরে আসার নির্দেশ দিয়েছে উবার।

এর আগে কোম্পানিটি বলেছিল, এআই প্রযুক্তির ব্যবহারের কারণে তারা নতুন কর্মী নিয়োগের গতিও ধীর করেছে।

উবার ছাড়াও সাম্প্রতিক সময়ে এআইয়ের অজুহাতে কর্মী ছাঁটাই করা বৈশ্বিক কোম্পানির তালিকা বেশ দীর্ঘ হচ্ছে। এ বছরের জুনে এআই প্রযুক্তির ব্যবহার ও সম্প্রসারণের কথা বলে বিশ্বজুড়ে ২১ হাজার কর্মী ছাঁটাই করেছে ওরাকল।

এ ছাড়া, এআই দিয়ে কাজের বিকল্প তৈরির লক্ষ্যে এপ্রিলে প্রায় ১ হাজার কর্মী ছাঁটাই করেছে স্ন্যাপ।

অন্যদিকে, প্রযুক্তি জায়ান্ট মেটাও সম্প্রতি নিজেদের ১০ শতাংশ কর্মী ছাঁটাই করেছে, যার ফলে কাজ হারিয়েছেন প্রায় ৮ হাজার মানুষ। পরবর্তী সময়ে তারা আরো সাত হাজার কর্মীকে এআই টুল তৈরির কাজে নিয়োজিত নতুন বিভিন্ন বিভাগে স্থানান্তর করেছে।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
অনলাইনে পড়ুন
www.weeklybangladeshusa.com

ATTORNEY
M. MOSTAFA
(A Full Service Law Firm)
LL.B Honors (1st Class)
LL.M. (1st Class), Bangladesh
Barrister-At-Law, London
Attorney-At-Law, NY
718-487-4873

PERSONAL INJURY & DEATH DAMAGES CLAIMS
- Lead Poisoning
- Construction Work
- Slip and Fall
- Medical & Dental Malpractice
- Hospital Negligence
- Delayed Treatment
- Failure to Diagnose
- Cancer & other fatal diseases
- Anesthesia & Gynecology Surgery Malpractice
- Defective Child Birth
- Nursing Home Neglect and Abuse etc.
- Wrongful Death Claim
- Car and Bi-cycle Accident and Injury
- Taxi, Bus-Subway and Train Accidents
- Elevator and Escalator Accident
- Explosion and Fire Accident
- Defective product and electrical shock

GENERAL PRACTICE AREAS
- Divorce and Family Matter
- Child Support and Modification
- Domestic Violence
- Real Estate and Business Closing
- Foreclosure
- Bankruptcy
- All Civil Matters
- Landlord-Tenant
- Incorporation
- Power of Attorney
- Wills, Trust and Estate Planning
- Overtime and Wages Issue
- All Criminal Matters

IMMIGRATION MATTERS
- Green Card through "EB1 to EB5"
- Political Asylum
- Detention and Bond
- All immigration court issues and cases
- Cancellation of Removal
- Adjustment of Status
- Condition Removal
- Business Immigration H1B, L1, E2
- Green Card Replacement/Renew
- Complex Citizenship
- Re-entry permit
- Collection of Immigration Record
- Waiver
- Deportation
- Family Petitions
- Green Card through Adoption or Orphan
- Immigration Appeals and Motions
- Canadian Immigration
- Student Visa process for USA, Canada & UK

148-45 Hillside Ave, Suite 203, Jamaica, NY 11435
Phone: 718-487-4873 | Text: 917-285-6247
Email: abmostafa1@gmail.com

Law Offices of
Nasrin A Moznu
All Immigration Matters, Appeal & Waiver

Mohammed N Mujumder
Master of Laws (NY)
Chief Paralegal

আপিল এবং ওয়েভারসহ সকল প্রকার ইমিগ্রেশন এসাইলাম ও কনস্যুলার প্রসেসিং
এছাড়া সকল প্রকার দুর্ঘটনা, রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং ও বৈষম্যের (Discrimination) মামলায়ও কল দিতে পারেন। আমরা আপনাকে সঠিক আইনী নির্দেশনা দিতে পারি।

Nasrin A Moznu
Attorney at Law
New York

1222 white Plains Road, Bronx, NY 10472
Office Phone : 718-518-0470 (Office)
মি. মজুমদার : 917-597-6349
অ্যাটর্নি নাছরিন: 347-493-9906
E-mail: mujumderlaw@yahoo.com

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

জানুয়ারি থেকে নিউইয়র্কে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারে বাধ্যতামূলক বয়স যাচাই

বাংলাদেশ ডেস্ক : আগামী জানুয়ারি থেকে নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করতে চাইলে ব্যবহারকারীদের বয়স যাচাই (Age Authentication) বাধ্যতামূলক হবে। ১৮ বছরের কম বয়সী ব্যবহারকারীদের অনলাইন নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ২০২৪ সালে পাস হওয়া সেফ ফর কিডস অ্যাক্ট (সেফ অ্যাক্ট) বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ২৮ জুলাই মঙ্গলবার এ সংক্রান্ত চূড়ান্ত বিধিমালা প্রকাশ করেছেন গভর্নর ক্যাথি হোকুল এবং অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিশিয়া জেমস।

নতুন বিধিমালা অনুযায়ী, বড় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলোকে তৃতীয় পক্ষের (থার্ড-পার্টি) বয়স যাচাই ব্যবস্থা ব্যবহার করতে হবে। সরকার-প্রদত্ত পরিচয়পত্র ব্যবহার করা যেতে পারে, তবে তা বাধ্যতামূলক নয়। বিকল্প হিসেবে মুখমণ্ডল স্ক্যান, ই-মেইলের ব্যবহার ইতিহাস বা অন্যান্য প্রযুক্তিগত উপায়ে ব্যবহারকারীর আনুমানিক বয়স নির্ধারণ করা যেতে পারে। আইন অনুযায়ী, ১৮ বছরের কম বয়সী ব্যবহারকারীদের রাত ১২টা থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম থেকে কোনো নোটিফিকেশন পাঠানো যাবে না। এছাড়া ব্যবহারকারীর পূর্বের লাইক, ক্লিক বা আগ্রহের ভিত্তিতে তৈরি অ্যালগরিদমনির্ভর (Algorithmic) ফিডও শিশু-কিশোরদের জন্য সীমিত করা হবে। তবে অভিভাবকের স্পষ্ট সম্মতি থাকলে এসব বিধিনিষেধ শিথিল করা যাবে।গভর্নর ক্যাথি হোকুল বলেন, "আমাদের লক্ষ্য খুবই সহজ–শিশুদের শৈশব ফিরিয়ে দেওয়া। তারা যেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের আসক্তির বাইরে থেকে একটি স্বাভাবিক ও নির্ভার শৈশব উপভোগ করতে পারে।"২০২৪ সালের জুন মাসে গভর্নর হোকুল সেফ অ্যাক্টে স্বাক্ষর করেন। এরপর আইনটি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় বয়স যাচাই ব্যবস্থা ও নিয়মকানুন তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয় অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিশিয়া জেমসের কার্যালয়কে। মঙ্গলবার প্রকাশিত বিধিমালার মাধ্যমে সেই প্রক্রিয়া চূড়ান্ত রূপ পেল।

বয়স যাচাই প্রযুক্তি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ভেরিফাইমাই-এর প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা অ্যান্ডি লুলহ্যাম বলেন, কোনো ব্যবহারকারীর ই-মেইল অ্যাকাউন্টের ব্যক্তিগত তথ্য পড়া হয় না। বরং সেই ই-মেইল পূর্বে কোথায় ব্যবহৃত হয়েছে–যেমন মর্টগেজ, ক্রেডিট কার্ড বা ইউটিলিটি সেবায়–সেসব তথ্য বিশ্লেষণ করে একটি সম্ভাব্য বয়সের প্রোফাইল তৈরি করা সম্ভব।অন্যদিকে প্রযুক্তি খাতের বিভিন্ন সংগঠন এ আইনের বিরোধিতা করেছে। টেক : এনওয়াইসি, যার সদস্যদের মধ্যে মেটা (ফেসবুকের মূল প্রতিষ্ঠান) রয়েছে, এবং জাতীয় প্রযুক্তি সংগঠন নেটচয়েস অতীতেও এ ধরনের আইনকে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার পরিপন্থী বলে সমালোচনা করেছে। তাদের মতে, অ্যালগরিদমভিত্তিক কনটেন্ট প্রদর্শনে সরকারি বিধিনিষেধ যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের প্রথম সংশোধনীর (First Amendment) সঙ্গে সাংঘর্ষিক হতে পারে।তবে শিশু অধিকারবিষয়ক সংগঠন কমন সেন্স মিডিয়ার সভাপতি জেমস স্টেয়ার নতুন বিধিমালাকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, "অনলাইন জগতে শিশুদের সুরক্ষায় নিউইয়র্ক জাতীয় মানদণ্ড স্থাপন করেছে। আসক্তিকর সোশ্যাল মিডিয়া ফিড নিয়ন্ত্রণ এবং গভীর রাতে নোটিফিকেশন সীমিত করার এই উদ্যোগ শিশুদের ঘুম, মানসিক স্বাস্থ্য ও সার্বিক কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।"নিউইয়র্ক প্রশাসনের আশা, নতুন বিধিমালা কার্যকর হলে শিশু-কিশোরদের মধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ার অতিরিক্ত ব্যবহার ও আসক্তি কমবে এবং অনলাইনে তাদের নিরাপত্তা আরও জোরদার হবে।

ডিটেকটিভ দিদারুলের স্মরণসভায় মেয়র মামদানি

(শেষ পাতার পর)

২৮ জুলাই মঙ্গলবার ব্রঙ্কসের ৪৭তম প্রিসিঙ্কটে এক স্মরণানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে নিউইয়র্ক সিটির মেয়র জোহরান মামদানি, এনওয়াইপিডি কমিশনার জেসিকা টিশ, দিদারুল ইসলামের পরিবারের সদস্য, সহকর্মী, কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ এবং বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত থেকে তাঁর আত্মত্যাগের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান।

স্মরণানুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, দিদারুল ইসলাম নিজের জীবনের বিনিময়ে অন্যদের রক্ষা করতে গিয়ে সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের নজির স্থাপন করেছেন। মেয়র জোহরান মামদানি বলেন, দিদারুল ইসলাম যেভাবে জীবন কাটিয়েছেন, ঠিক সেভাবেই তিনি মানুষের সেবায় নিয়োজিত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁর সাহস, মানবিকতা ও কর্তব্যনিষ্ঠা নিউইয়র্ক সিটির জন্য চিরন্তন অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। ২০২৫ সালের ২৮ জুলাই ম্যানহাটনের ৩৪৫ পার্ক অ্যাভিনিউ ভবনে এক বন্দুকধারীর হামলায় দিদারুল ইসলাম নিহত হন। সে সময় তিনি ভবনটিতে নিরাপত্তা দায়িত্ব পালন করছিলেন। ওই হামলায় তিনি ছাড়াও আরও তিনজন নিহত হন। পরে হামলাকারী ভবনের ভেতরেই আত্মহত্যা করে। ঘটনার পর এনওয়াইপিডি দিদারুল ইসলামকে মরণোত্তর ডিটেকটিভ ফার্স্ট গ্রেড পদে পদোন্নতি দেয়। পাশাপাশি তাঁর অসামান্য বীরত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ বিভাগের সর্বোচ্চ সম্মাননাগুলোর একটি 'মেডেল অব অনার' তাঁর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

বাংলাদেশে জন্ম নেওয়া দিদারুল ইসলাম যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসনের পর প্রথমে স্কুল সেফটি এজেন্ট হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। পরে তিনি এনওয়াইপিডিতে যোগ দিয়ে ব্রঙ্কসের ৪৭তম প্রিসিঙ্কটে দায়িত্ব পালন করেন। সহকর্মীদের কাছে তিনি একজন বিনয়ী, দায়িত্বশীল ও নিবেদিতপ্রাণ কর্মকর্তা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৩৬ বছর। তিনি স্ত্রী ও তিন সন্তান রেখে গেছেন।

দিদারুল ইসলামের আত্মত্যাগের স্বীকৃতিস্বরূপ চলতি মাসে ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টার এলাকায় তাঁর বসবাসের এলাকার একটি সড়কের নাম পরিবর্তন করে 'ডিটেকটিভ দিদারুল ইসলাম ওয়ে' রাখা হয়। এছাড়া তাঁর স্মৃতিকে সম্মান জানিয়ে নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যে 'দিদারুল ইসলাম পুলিশ রিক্রুটমেন্ট অ্যাক্ট' নামে একটি আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রস্তাবিত এই আইনের লক্ষ্য স্কুল সেফটি এজেন্টসহ জননিরাপত্তা খাতে কর্মরত ব্যক্তিদের এনওয়াইপিডিতে যোগদানে উৎসাহিত করা এবং তাঁদের পূর্ববর্তী সরকারি চাকরির অভিজ্ঞতাকে পেনশন সুবিধার আওতায় আনা। প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীর এই স্মরণানুষ্ঠান শুধু একজন পুলিশ কর্মকর্তার আত্মত্যাগকে স্মরণ করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না; এটি ছিল নিউইয়র্কে বাংলাদেশি-আমেরিকান কমিউনিটির অবদান, জননিরাপত্তায় তাঁদের নিবেদন এবং একজন অভিবাসীর সাহসিকতা ও আত্মত্যাগকে নতুন করে সম্মান জানানোর এক তাৎপর্যপূর্ণ মুহূর্ত।

জীবনমানের দৌড়ে যুক্তরাষ্ট্রের ছোট শহরগুলো এগিয়ে

নিউইয়র্ক: যুক্তরাষ্ট্রে কোথায় বসবাস করলে জীবনযাত্রার মান সবচেয়ে ভালো হবে, এমন প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে নতুন এক শহরকে এগিয়ে রেখেছে ভ্রমণ ও জীবনযাপন বিষয়ক ম্যাগাজিন ট্রাভেল অ্যান্ড লেইজার। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, নিরাপত্তা, স্বাস্থ্যসেবা, পরিবেশ এবং সামগ্রিক জীবনমান বিবেচনায় শহরটি যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসের অন্যতম সেরা স্থান হিসেবে উঠে এসেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বসবাসের উপযোগিতা নির্ধারণে শুধু চাকরি বা আয় নয়, বরং মানুষের দৈনন্দিন জীবন কতটা আরামদায়ক, পরিবেশ কেমন, স্বাস্থ্যসেবা কতটা সহজলভ্য এবং পরিবার নিয়ে বসবাসের সুযোগ কেমন এসব বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে যুক্তরাষ্ট্রে অনেক মানুষ বড় শহরের ব্যস্ততা, অতিরিক্ত খরচ ও চাপ থেকে দূরে গিয়ে তুলনামূলক শান্ত, নিরাপদ এবং উন্নত জীবনমানের জায়গা খুঁজছেন। এ কারণে ছোট ও মাঝারি আকারের শহরগুলোর জনপ্রিয়তা বাড়ছে। ট্রাভেল অ্যান্ড লেইজারের তালিকায় থাকা শহরটি তার সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ, পরিচ্ছন্নতা, স্থানীয় সুযোগ-সুবিধা এবং বাসিন্দাদের জন্য উন্নত জীবনধারার কারণে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের অনেক বড় শহরে যেমন নিউইয়র্ক, লস অ্যাঞ্জেলেস বা সান ফ্রান্সিসকোতে কর্মসংস্থানের সুযোগ বেশি হলেও জীবনযাত্রার ব্যয়ও অনেক বেশি। অন্যদিকে, তুলনামূলক ছোট শহরগুলোতে কম চাপের জীবন, বেশি খোলা জায়গা এবং পরিবারবান্ধব পরিবেশ অনেক মানুষের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে। জীবনযাত্রার মান নিয়ে তৈরি হওয়া এসব তালিকা সাধারণত আবাসন খরচ, অপরাধের হার, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষার সুযোগ, পরিবেশ, বিনোদন এবং স্থানীয় সুযোগ-সুবিধার মতো বিষয় বিশ্লেষণ করে তৈরি করা হয়। বিশ্লেষকদের মতে, আধুনিক সময়ে মানুষ শুধু ভালো চাকরি নয়, বরং ভারসাম্যপূর্ণ জীবন, মানসিক শান্তি এবং দীর্ঘমেয়াদি নিরাপত্তাকেও গুরুত্ব দিচ্ছেন। সেই কারণেই যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসের জন্য সেরা জায়গার তালিকায় নতুন নতুন শহর আলোচনায় আসছে।

বিশিষ্ট ব্যাংকার মহিউদ্দিন খানের ইন্তেকাল

(শেষ পাতার পর)

ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক পুত্র ও এক কন্যা সহ বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন। মরহুম মহিউদ্দিন খান আলমগীর ঢাকার এটিএন বাংলা ও নিউইয়র্কের টাইম টিভি'র সংবাদ পাঠিকা ও নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সদস্য এবং বাংলাদেশ সরকারের সরকারের অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক তামান্না মুশতারী মৌ (তামান্না মৌ) এর স্বামী। তারা বর্তমানে নিউইয়র্কস্থ কুইন্সের জ্যামাইকায় বাসবাস করেন। খবর ইউএনএ'র।

মরহুম মহিউদ্দিন খানের নামাজে জানাজা মঙ্গলবার বাদ মাগরিব (৮ঃ৩৫ মিনিট) ব্রঙ্কসের পার্কচেষ্টার জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। পারিবারিক সিদ্ধান্তে তার মরদেহ বাংলাদেশে নিয়ে সেখানে গ্রামে দাফন করা হবে বলে জানা গেছে। এজন্য বৃহস্পতিবার (৩০ জুলাই) রাতের একটি ফ্লাইটে মহিউদ্দিন খানের মরদেহ ঢাকায় পাঠানো হবে। তার মরদেহ পার্কচেষ্টার জামে মসজিদেও ফিউনেরালে রাখা হয়েছে।

নামাজে জানাজা: মরহুম মহিউদ্দিন খানের নামাজে জানাজা মঙ্গলবার বাদ মাগরিব ব্রঙ্কসের পার্কচেষ্টার জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। এতে মৌলভী নূরুল ইসলাম ইমামতি করেন। জানাজায় সর্বস্তরের বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী অংশ নেন। নামাজের আগে মরহুমের পরিবারের পক্ষে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা'র সম্পাদক ও টাইম টিভি'র সিইও আবু তাহের।

শোক প্রকাশ: সংবাদ পাঠিকা তামান্না মুশতারী মৌ (তামান্না মৌ) এর স্বামী মহিউদ্দিন খানের ইন্তেকালে নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সভাপতি মনোয়ারুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক মমিনুল ইসলাম মজুমদার গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করে মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেছেন।

এছাড়াও বিভিন্ন মিডিয়ার সম্পাদক ও সাংবাদিক মহিউদ্দিন খানের ইন্তেকালে গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করে মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেছেন।

সিয়াটলে গুলিতে দুজন নিহত, আহত ৫

বাংলাদেশ ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনের সিয়াটল শহরে স্পেস নিডল পর্যবেক্ষণ টাওয়ারের কাছে গুলিতে দুজন নিহত ও কমপক্ষে পাঁচজন আহত হয়েছেন। সিয়াটল অগ্নিনির্বাপক বিভাগের বরাতে বিবিসি এ খবর জানিয়েছে। এএফপির খবরে জানানো হয়, স্থানীয় সময় রোববার সিয়াটল পুলিশ গুলির ঘটনার বিষয়ে জানায়। সেখানে বেশ কয়েকজন বন্দুকধারী ছিলেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। বিবিসির খবর বলছে, দুই ব্যক্তিকে ঘটনাস্থলেই মৃত ঘোষণা করা হয়েছে। আহতদের মধ্যে দুই বছর বয়সী এক শিশু আছে। তাকে স্থিতিশীল অবস্থায় হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। এছাড়া ৫৬ বছর বয়সী এক নারীর অবস্থা গুরুতর। আরেকজন আহত ব্যক্তি সামান্য আঘাত পাওয়ায় হাসপাতালে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তবে আহতদের আঘাতের ধরন সম্পর্কে ফায়ার সার্ভিস বিভাগ আর কোনো বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করেনি। সিয়াটল পুলিশ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে একটি পোস্ট দিয়েছে। সেখানে তারা লিখেছে, 'সিয়াটল সেন্টারে গুলির ঘটনা ঘটেছে।' হামলাকারীদের আটক করা হয়েছে কি না সে ব্যাপারে পুলিশ তাৎক্ষণিকভাবে কিছু জানায়নি। তবে তারা বলেছে, ঘটনার বিষয়ে আরও বিস্তারিত তথ্য পরে জানানো হবে। দ্য সিয়াটল সেন্টারে খাবারের উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল। সপ্তাহের শেষে আয়োজিত এই উৎসবের নাম দেওয়া হয় বাইট অফ সিয়াটল। এই উৎসবে শত শত খাবার বিক্রেতারা অংশ নেয়। সেখানে গানবাজনারও আয়োজন করা হয়।

সাপ্তাহিক
পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

নিউইয়র্ক বাংলা ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল ২ আগস্ট

নিউইয়র্ক: বাংলা চলচ্চিত্রের বরেণ্য ও কিংবদন্তি অভিনেতা আহমেদ শরীফকে আজীবন সম্মাননা প্রদান করতে যাচ্ছে নিউ ইয়র্ক বাংলা ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল কর্তৃপক্ষ। দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে বাংলা চলচ্চিত্রে তাঁর অসামান্য অবদান, শক্তিশালী অভিনয়শৈলী এবং চলচ্চিত্র শিল্পে অনন্য ভূমিকার স্বীকৃতি হিসেবে এই সম্মাননা প্রদান করা হবে।
আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে আহমেদ শরীফ একজন অনন্য ব্যক্তিত্ব। ভিলেন, চরিত্রাভিনেতা কিংবা বহুমাত্রিক বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে তিনি দর্শকদের হৃদয়ে স্থায়ী আসন গড়ে নিয়েছেন। তাঁর অভিনয়জীবনের অসংখ্য স্মরণীয় চরিত্র বাংলা চলচ্চিত্রকে সমৃদ্ধ করেছে এবং নতুন প্রজন্মের শিল্পীদের জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে আছে। নিউ ইয়র্ক বাংলা ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল কর্তৃপক্ষ জানায়, শুধু চলচ্চিত্র প্রদর্শনী নয়, বাংলা সিনেমার কিংবদন্তিদের আন্তর্জাতিক পরিসরে সম্মানিত করাও এই উৎসবের অন্যতম লক্ষ্য। সেই ধারাবাহিকতায় এবারের আসরে আহমেদ শরীফকে আজীবন সম্মাননা প্রদান করা হচ্ছে। আগামী ২ আগস্ট নিউ ইয়র্কের জামাইকা পারফর্মিং আর্টস সেন্টারে অনুষ্ঠিতব্য ফেস্টিভ্যালের বর্ণাঢ্য উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এই সম্মাননা আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে দেওয়া হবে। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ও প্রবাসের চলচ্চিত্র নির্মাতা, অভিনেতা-অভিনেত্রী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, গণমাধ্যমকর্মী এবং চলচ্চিত্রপ্রেমীরা উপস্থিত থাকবেন।
প্রিয়জন ফিল্মস এবং লেমন ষ্টুডিও যৌথভাবে আয়োজন করেছে এই বাংলা ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল। সার্বিক সহযোগিতায় থাকছে আমেরিকান বাংলাদেশি প্রডিউসার অ্যাসোসিয়েশন (এবিপিএ)। শর্টফিল্ম, ডকুমেন্টারি ফিল্ম এবং পূর্ণ দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র এই তিনটি ক্যাটাগরিতে নির্মিত সকল বাংলা চলচ্চিত্র এখানে প্রদর্শিত হবে জুলাই ৩০ থেকে ৩ দিন । এবং সর্বক্ষেত্রে সেরাদের পুরস্কার প্রদান করা হবে। উল্লেখ্য, নিউ ইয়র্ক বাংলা ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের প্রথম আসরে বাংলাদেশি চলচ্চিত্রকে আন্তর্জাতিক দর্শকের সামনে তুলে ধরার পাশাপাশি দেশীয় চলচ্চিত্রের গুণী শিল্পীদের সম্মানিত করার উদ্যোগ বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে। আয়োজকদের প্রত্যাশা, এই সম্মাননা বাংলা চলচ্চিত্রের ঐতিহ্য ও গৌরবকে বিশ্বমঞ্চে আরও সু-প্রতিষ্ঠিত করবে।
মূল আয়োজনের পূর্বে ৩দিন ব্যাপী চলচ্চিত্র প্রদর্শনী আয়োজন করা হয়েছে। এই প্রদর্শনীতে প্রথমদিন ৩০ জুলাই প্রদর্শিত হবে স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিশত্র 'বিলাই', তথ্যচিত্র 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' ও পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র সোহেল রানা বয়াতির 'নয়া মানুষ'। দ্বিতীয়দিন ৩১ জুলাই প্রদর্শিত হবে স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র 'ইশপাইট' ও The Eternal Journey এবং পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র মিশুক মনির 'দেয়ালের দেশ'। তৃতীয়দিন ১ আগস্ট প্রদর্শিত হবে জায়েদ খানের স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র 'আমেরিকান ড্রিম' ও 'ঈদ মোবারক' এবং পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র, রাইসুল ইসলাম অনিকের 'বিশ্বাস করেন ভাই' ও প্রসূন রহমানের 'শিকড়'। আর ২ আগস্ট অনুষ্ঠিত হবে মূল আয়োজন। এতে অংশগ্রহণ করতে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক চলচ্চিত্র তারকারা নিউ ইয়র্কে পাড়ি জমিয়েছেন।
নিউ ইয়র্ক বাংলা ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের এটি প্রথম আসর হওয়ায় বিগত ৩ বছরের (২০২৩-২০২৫) সেরা চলচ্চিত্র, সেরা অভিনেতা-অভিনেত্রী, সেরা পরিচালক, গায়ক-গায়িকা ও কলাকুশলীদের মধ্যে মোট ২০টি ক্যাটাগরিতে সেরাদের পুরস্কৃত করা হবে। বাংলা চলচ্চিত্রের বিশ্বায়নে বিশেষ অবদানের জন্য বায়োস্কোপ ফিল্মসকে এবং বাংলাদেশে সিনেমা হলের আধুনিকায়ন ও দর্শকদের আবার

প্রেক্ষাগৃহমুখী করতে, আধুনিক প্রদর্শনব্যবস্থা চালু করতে এবং দেশীয় চলচ্চিত্রের বাজার সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করায় স্টার সিনেপ্লেক্সকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হবে।

এবার জ্যাকসন হাইটে
আমাদের নতুন অফিসে
আপনাকে স্বাগতম
Northwell Health
আমরা
ইমিগ্রেশন
সেবা প্রদান করি
» Primary Care » Annual Exam » Physical Checkup » TLC Test » Diabetes » Immigration » Cholesterol » EKG » » Spiro » PAP Smear » Pregnancy Test » Allergies » TB Test » Vaccinations » Telemedicine & all kind of Medical Services.
Diagnostic & preventive dentistry, General dentistry, Cosmetic dentistry, Teeth whitening, Fillings, Prosthodontics, Caps/crowns, metal-free bridges, full dentures and partial dentures, digital scanning, Endodontics, Root canal, Orthodontics, Invisalign, Dental implants, Periodontics, Gum disease and most kinds of Dental Services
হাসপাতালে
যে কোন ডাক্তারের
রোগী ভর্তি
করে থাকি
LONG ISLAND JEWISH MEDICAL CENTER
Forest Hills & New Hyde Park
ডা. মাহফুজুল হাসান
ডি.ডি.এস
ডা. বর্ণালী হাসান
ইন্টারনাল মেডিসিন
CALL 917 930 1170
We accept most Insurances & Medicaid
EFFICIENT MEDICAL CARE PC
DHAKA DENTAL PC
3716 73rd St, Suite 202, Jackson Heights, NY 11372 | Phone: 929 799 8100
4014 Greenpoint Ave, Sunnyside, NY 11104 | Phone: 718 392 2858
168-40 Highland Ave., Jamaica, NY 11432 | Phone: 718 291 2710

সমকালীন ও লোকগানের শিল্পী
কৌশলী ইমা
যোগাযোগ
পরিচালক : সঙ্গীত একাডেমি, কানেকটিকাট (যুক্তরাষ্ট্র)
ফোন : ৮৬০-৭৯৩-৯২৮৫
kousholyema@gmail.com

LAW OFFICES
OF
ANDREW MOULINOS
(Licensed Attorney)
মজিবুর রহমান
লাইসেন্সপ্রাপ্ত লিগ্যাল কনসালট্যান্ট
- Bankruptcy
- Divorce
- Major Accident Cases
- Business, Incorporation
- Investment
- Estate, Litigation
- Landlord & Tenant Commercial
- Real Estate Closing
- Trade Disputes
Trade Dispute and Investments Involve Bangladeshi Legal Matters
718-545-2600, 917-834-9269
21-83, Steinway St. Astoria, NY 11105

আমাদের সকল গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের শুভেচ্ছা
জ্যামাইকার কুইন্স বুলেবার্ডে বাংলাদেশী মালিকানাধীন
KEY STAR AUTO LLC
ইউএন অটো ও সিলেট মটরস এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
★ AUTO REPAIR ★ AUTO BODY
Foreign & Domestic
* Wheel Alignment * NYS Inspection
* All Insurance Work for all kinds of Auto Repair & Body Work
অভিজ্ঞ মেকানিকস দ্বারা পরিচালিত উন্নত সেবার বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
অত্যন্ত যত্ন সহকারে আধুনিক উপায়ে গাড়ীর বডি মেরামত করি
★ সবধরনের গাড়ী এবং ইন্স্যুরেন্সের কাজ করে থাকি
★ সার্ভিস এন্ড পার্টস ওয়ারেন্টি
★ সম্পূর্ণ কম্পিউটারজড মেশিনারিজ
★ বিশালকায় গ্যারেজ, পার্কিং সুবিধা
★ কাষ্টমারদের জন্য রয়েছে ওয়েটিং রুম ও নামাজের পৃথক ব্যবস্থা
★ আমরা সার্ভিস ও পার্টসের ১০০% গ্যারান্টি দিয়ে থাকি
We Accept all Major Credit Cards
OPEN Monday to Saturda
Tel: 718-739-4030
Sham-917-686-2870
Munna-917-749-5483
139-31 Queens Blvd. Jamaica, NY 11435

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

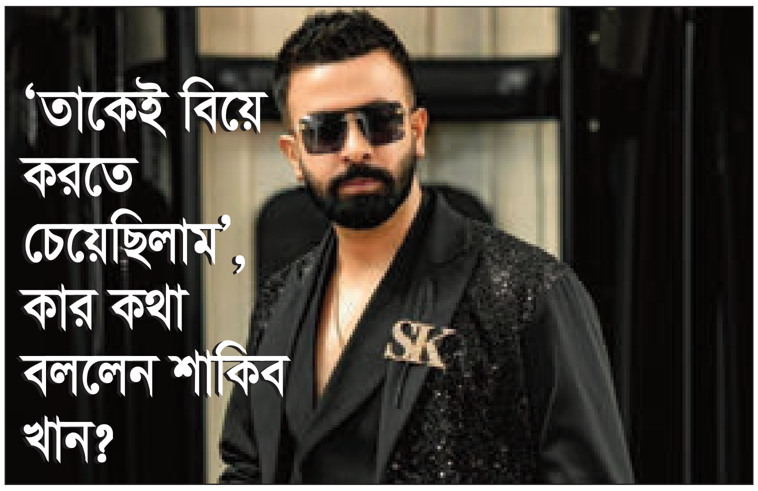

‘তাকেই বিয়ে করতে চেয়েছিলাম’, কার কথা বললেন শাকিব খান?

বিনোদন ডেস্ক : ঢালিউডের শীর্ষ নায়ক শাকিব খান ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে খুব কমই কথা বলেন। তবে এবার দীর্ঘদিনের গুঞ্জনের একটি অধ্যায় নিয়ে অকপট মন্তব্য করেছেন তিনি। জানিয়েছেন, অভিনয় জীবনের শুরুর দিকে মি-ডিয়ার বাইরের এক তরুণীকেই বিয়ে করার ইচ্ছা ছিল তার। সম্প্রতি একটি টেলিভিশন টক শোতে চিত্রনায়িকা পূর্ণিমার সঙ্গে আলাপচারিতায় উঠে আসে শাকিব খানের অতীত প্রেমের প্রসঙ্গ। অনুষ্ঠানে পূর্ণিমা জানান, গুলশানের এক সাধারণ তরুণীর সঙ্গে একসময় গভীর সম্পর্কে ছিলেন শাকিব। এমনকি তাকেই বিয়ে করার পরিকল্পনাও করেছিলেন তিনি। পূর্ণিমার সেই কথার জবাবে শাকিব খান সম্পর্কের বিষয়টি স্বীকার করে বলেন, ‘আমি মনে মনে সিরিয়াসলি তাকেই বিয়ে করতে চেয়েছিলাম। আমাকে মেয়েটি খুব ভালোবাসত। আমি সত্যি সত্যিই তার সঙ্গেই সংসার করতে চেয়েছিলাম।’

অতীতের সেই সম্পর্কের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন এ অভিনেতা। তিনি বলেন, ‘মাঝেমধ্যে একা একা বসে ভাবি, আমি চাইলাম কাকে, ভালোবাসলাম কাকে, আর কোথায় গেলাম। সে অনেক ভালো কিছু ডিজার্ভ করে। আমি চাই, সে অনেক ভালো থাকুক।’ যদিও ওই তরুণীর পরিচয় প্রকাশ করেননি শাকিব খান। তবে তার কথায় স্পষ্ট, সম্পর্কটি জীবনের গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায় ছিল। শাকিব খানের এমন অকপট স্বীকারোক্তি এরই মধ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আলোচনার জন্ম দিয়েছে। ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে বরাবরই সংযত এই অভিনেতার মুখে পুরোনো প্রেমের গল্প শুনে ভক্তদের মধ্যেও তৈরি হয়েছে নতুন কৌতূহল।

বিচ্ছেদের গুঞ্জন উড়িয়ে নিউইয়র্কের রাস্তায় অভিষেক-ঐশ্বরিয়া

বিনোদন ডেস্ক : বলিউডের তারকা যুগল অভিনেতা অভিষেক বচ্চন ও সাবেক বিশ্বসুন্দরী অভিনেত্রী ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চনের দাম্পত্য জীবন নিয়ে গত কয়েক মাস ধরে চলছে নানা গুঞ্জন। দুজন বিচ্ছেদ ঘটে যাচ্ছে কি না, তা নিয়েও ছিল নানা আলোচনা। অভিষেক বচ্চনকে নিয়ে একই সময়ে অভিনেত্রী নিমরত কৌরের সম্পর্কের গুঞ্জনও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়। তবে এসব দাবির পক্ষে কোনো নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি। দীর্ঘদিন ধরে চলা এই সংসার ভাঙার গুঞ্জনের মধ্যেই নিউইয়র্কে একসঙ্গে দেখা গেছে এই তারকা দম্পতিকে। বর্তমানে শাহরুখ খান অভিনীত ‘কিং’ সিনেমার শুটিং নিয়ে ব্যস্ত অভিষেক বচ্চন।

সেই ব্যস্ততার মাঝেই শুটিং থেকে স্বল্প বিরতি নিয়ে স্ত্রী ঐশ্বরিয়ার সঙ্গে সময় কাটাতে নিউইয়র্কে গেছেন তিনি। সেখানে হঠাৎ করেই তাদের এক সন্ধ্যায় হাঁটার সময় এক ভক্তের সঙ্গে সেলফির জন্য পোজ দেন অভিষেক বচ্চন ও ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন। তবে এসব নিয়ে কখনোই প্রকাশ্যে মুখ খোলেননি এ তারকা দম্পতি। তাদের একসঙ্গে তোলা কয়েকটি ছবি ইতোমধ্যে সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়। ভাইরাল হওয়া সেই ছবিতে দেখা গেছে, সন্ধ্যায় হাঁটার সময় এক ভক্তের সঙ্গে সেলফি তুলেছেন অভিষেক ও ঐশ্বরিয়া। এ সময় অভিষেকের পরনে ছিল টি-শার্ট ও ক্যাপ। অন্যদিকে কালো পোশাকে দেখা যায় সাবেক বিশ্বসুন্দরী ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চনকে।

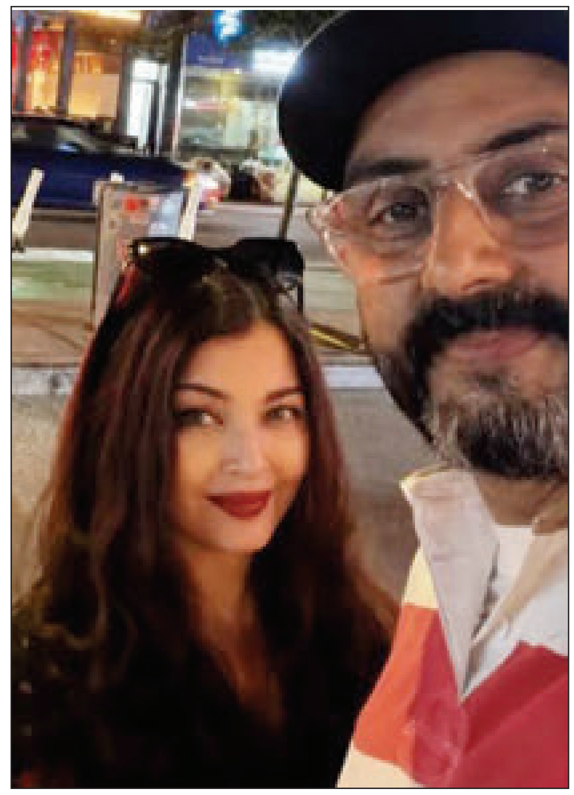

বাংলাদেশে শুটিং করতে এসে মারামারি, তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা জানালেন নোরা ফাতেহি

বিনোদন ডেস্ক : বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী ও নৃত্যশিল্পী নোরা ফাতেহি ক্যারিয়ারের শুরুর দিকের একটি তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশ করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, বাংলাদেশের সুন্দরবনে একটি সিনেমার শুটিং করতে এসে এক সহ-অভিনেতার সঙ্গে হাতাহাতির ঘটনায় জড়িয়ে পড়েছিলেন। সম্প্রতি কপিল শর্মার অনুষ্ঠানে অতিথি হয়ে সেই ঘটনার স্মৃতিচারণ করেন নোরা। তিনি জানান, ২০১৪ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘রোর: টাইগার্স অব দ্য সুন্দরবনস’ সিনেমার শুটিং চলাকালেই এ ঘটনা ঘটে। ছবিটির উল্লেখযোগ্য অংশের শুটিং হয়েছিল বাংলাদেশের সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ অরণ্যে। নোরার ভাষ্য, শুটিংয়ের সময় এক সহ-অভিনেতা তার সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি প্রথমে ওই অভিনেতাকে চড় মারেন।

ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে নোরা বলেন, “আ-মরা বাংলাদেশের সুন্দরবনের জঙ্গলে শুটিং করছিলাম। সেখানে এক সহ-অভিনেতা খুবই অসভ্য ব্যবহার করছিল। তাই আমি ওকে চড় মেরেছিলাম।” এরপর পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। নোরার দাবি, পাল্টা ওই অভিনেতাও তাকে চড় মারেন এবং চুল টেনে ধরেন। জবাবে তিনিও ওই অভিনেতার চুল ধরে টান দেন। একপর্যায়ে দুজনের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হলে পরিচালক এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। ঘটনাটি স্মরণ করে নোরা বলেন, আমি আরও একবার ওকে চড় মারি। তারপর ও আমার চুল টানে। আমিও ওর চুল টেনে ধরি। এরপর বড় ঝগড়া বেঁধে যায়। শেষ পর্যন্ত পরিচালক এসে আমাদের থামান। আলোচনার একপর্যায়ে উপস্থাপক কপিল শর্মা বিষয়টি নিয়ে রসিকতা করলে নোরা বলেন, সত্যি বলছি, লোকটার আচরণ একেবারে কুকুরের মতো ছিল।” তবে পুরো ঘটনার বর্ণনা দিলেও সেই সহ-অভিনেতার নাম প্রকাশ করেননি নোরা ফাতেহি। উল্লেখ্য, ‘রোর: টাইগার্স অব দ্য সুন্দরবনস’ ২০১৪ সালের একটি অ্যাডভেঞ্চার থ্রিলার চলচ্চিত্র। কমল সদানা পরিচালিত সিনেমাটি মুক্তি পায় ওই বছরের ৩১ অক্টোবর। এতে নোরা ফাতেহির পাশাপাশি অভিনয় করেছেন অভিনব শুক্ল, হিমর্শা বেঙ্কটসামী, অচিন্ত কৌর ও সুব্রত দত্ত।

নান্দনিক সাজে ভক্তদের ধরা দিলেন তটিনী

বিনোদন ডেস্ক : অভিনেত্রী তানজিম সাইয়ারা তটিনী অভিনয়ের পাশাপাশি প্রায়ই সামাজিক মাধ্যমে নিজেকে নান্দনিক সাজে মেলে ধরেন। এবারও সামাজিক মাধ্যমে ভক্ত-অনুরাগীদের মাঝে নিজেকে মেলে ধরেন অনন্য রূপে। সম্প্রতি ফেসবুক পেজে নান্দনিক সোনালি কাজের লাল একটি শাড়ি পরে ছবি শেয়ার করে নিয়েছেন অভিনেত্রী। সঙ্গে পরনে লাল ব্লাউজ, হাতে লাল চুড়ি, গলায় অলংকার আর চুলে খোঁপা। লাল টকটকে শাড়িতে ঝলমলে হাসি আর কপালে লাল টিপ; একগুচ্ছ চেনা-অচেনা মিষ্টি ভঙ্গির ছবিতে সামাজিক মাধ্যমে ধরা দিয়ে ভক্ত-অনুরাগীদের হৃদস্পন্দন বাড়িয়ে দিয়েছেন তটিনী। পোস্ট করা ছবিগুলো ইনডোর লোকেশনে তোলা। কখনো মৃদু হাসিতে, আবার কখনো চোখ নামিয়ে পোজ দিয়েছেন।

আবার কানের কাছে হাত রেখে মিষ্টি ভঙ্গিতেও ক্যামেরা বন্দি হয়েছেন অভিনেত্রী। ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক হিসেবে জুড়ে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের অমর সৃষ্টি ‘ভালোবেসে সখী’ গানটি। আর সেই গানেরই একটি কথা টেনে তটিনী লিখেছেনড় ‘আমার নামটি লিখো, তোমার মনের মন্দিরে।’ নিজের সাবলীল অভিনয় ও স্নিগ্ধ উপস্থিতি দিয়ে সময়ের জনপ্রিয় অভিনেত্রী তানজিম সাইয়ারা তটিনী মুগ্ধতা ছড়িয়েছেন ভক্ত-অনুরাগীদের মাঝে। সুন্দরী এ তারকার এমন মিষ্টি আকুতি আর চোখজুড়ানো রূপের ঝলক দেখে চোখ ফেরাতে পারছেন না ভক্ত-অনুরাগীরা। পোস্টটি করা মাত্রই লাইক, কমেন্ট আর শেয়ারের ঝড় উঠেছে সামাজিক মাধ্যমে। অভিনেত্রীর রূপ ও ক্যাপশনের সঙ্গে মিলিয়ে অনুরাগীরা মন্তব্য বক্সে কাব্যিক সব অনুভূতির প্রকাশ ঘটাচ্ছেন। অনেকেই রবীন্দ্রনাথের গানের কলি কমেন্ট বক্সে লিখেছেনড় আমার পরানে যে গান বাজিছে তাহার তালটি শিখো।’

এক যুগ পর স্টেজে কাজী মারুফ

বিনোদন ডেস্ক : দীর্ঘ এক যুগ পর আবারো স্টেজে পারফর্ম করতে যাচ্ছেন ঢালিউড অভিনেতা কাজী মারুফ। নিউ ইয়র্ক ‘বাংলা ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল-২০২৬’ এর মূল আয়োজনে বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে দর্শকদের সামনে হাজির হবেন তিনি।

আয়োজকরা জানিয়েছেন, চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর পাশাপাশি তারকাদের উপস্থিতি, সাংস্কৃতিক পরিবেশনা এবং পুরস্কার বিতরণের সেই আয়োজনের অন্যতম আকর্ষণ হিসেবে থাকছেন কাজী মারুফ। আগামী ২ আগস্ট সমাপনী অনুষ্ঠানের দিন তাকে মঞ্চে দেখা যাবে।

ক্ষুব্ধ কেটি পেরি, বললেন–‘আমি এর অনুমতি দিইনি’

বিনোদন ডেস্ক : ইরানের ওপর সামরিক হামলার দৃশ্য সংবলিত একটি ভিডিওতে অনুমতি ছাড়া নিজের জনপ্রিয় গান ‘ফায়ারওয়ার্ক’ ব্যবহার করায় ট্রাম্প প্রশাসনের তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন পপ তারকা কেটি পেরি। সামাজিক মাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে পেরি লিখেন, ‘আমি ভীষণ ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত... আমি এর অনুমতি দিইনি, আমার কাছে জানতেও চাওয়া হয়নি এবং আমি কোনোভাবেই এটিকে সমর্থন করি না।’ তিনি আরও বলেন, ‘আত্মমর্যাদা ও অনুপ্রেরণার একটি বার্তাকে ধ্বংস ও সহিংসতার কাজে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে দেখাটা আমার গানের মূল চেতনার সম্পূর্ণ পরিপন্থি।’ হোয়াইট হাউসের টিকটক অ্যাকাউন্টে পোস্ট করা ভিডিওটিতে সামরিক হামলার দৃশ্যের নেপথ্যে পেরির ওই গানটি বাজানো হয়। সঙ্গে ক্যাপশনে লেখা ছিল, ‘ইরানকে সতর্ক করা হলো’।

উল্লেখ্য, বিলবোর্ড হট ১০০-এর তালিকায় শীর্ষে থাকা গায়িকার ৯টি গানের মধ্যে এটি অন্যতম। ২০২৩ সালে কার্লাইল গ্রুপ ইনকরপোরেটেড-সমর্থিত লিটমাস মিউজিকে নিজের সবচেয়ে সফল পাঁচটি অ্যালবামের মাস্টার রেকর্ডিং ও প্রকাশনাস্বত্ব বিক্রি করে দেন পেরি। এর মধ্যে ‘টিনেজ ড্রিম’ অ্যালবামটিও ছিল, যার অন্যতম একটি গান হলো ‘ফায়ারওয়ার্ক’। বিলবোর্ডের তৎকালীন প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই চুক্তির অর্থমূল্য ছিল ২২ কোটি ৫০ লাখ ডলার। এই মার্কিন তারকা সবসময়ই ডেমোক্রেটিক দলের প্রতি নিজের সমর্থনের কথা খোলাখুলি প্রকাশ করে এসেছেন। ২০১৬ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে হিলারি ক্লিনটন, ২০২০ সালে জো বাইডেন এবং ২০২৪ সালে কমলা হ্যারিসকে সমর্থন দিয়েছিলেন তিনি। ব্যক্তিগত জীবনে বর্তমানে তিনি কানাডার সাবেক প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর সঙ্গে প্রেম করছেন বলে জানা গেছে। বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে অনুমতি ছাড়াই নিজেদের শিল্পকর্ম বা সংগীত ব্যবহার করার অভিযোগে ট্রাম্প প্রশাসনের সমালোচনা করা শিল্পীদের দীর্ঘ তালিকায় সর্বশেষ যুক্ত হলেন কেটি পেরি। নিজেদের আদর্শের সঙ্গে মেলে না, এমন কাজে অনুমতি ছাড়া গান বা শিল্পকর্ম ব্যবহারের প্রতিবাদ এর আগে করেছিলেন অলিভিয়া রদ্রিগো, সাবরিনা কারপেন্টার এবং জনপ্রিয় শিশুতোষ বইয়ের সিরিজ ‘ফ্র্যাঙ্কলিন দ্য টার্টল’-এর প্রকাশক কিডস ক্যান প্রেস। এর বাইরেও ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিভিন্ন রাজনৈতিক সমাবেশে নিজেদের গান বাজানোর তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন ব্রুস স্প্রিংস্টিন, নিল ইয়াং, অ্যাডেল এবং রিহানার মতো বিশ্বখ্যাত শিল্পীরা। সূত্র : এনডিটিভি

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR
ADULT DAYCARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
elderplan
Anthem
Hamaspik
RiverSpring Living
MetroPlus Health
S W H
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
FUHAD HUSSAIN
CCO
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CFO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
সর্বোচ্চ সেবার নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
A SISTER CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP
SNG
SHAH NAWAZ GROUP
Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903
CONTACT US:
Off: 718-516-3424
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
86-11 101 Avenue,
Ozone Park, NY 11416

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

ব্রাক্ষণবাড়িয়া কমিউনিটি অব নর্থ আমেরিকার বার্ষিক বনভোজন

(শেষ পাতার পর)

নর্থ আমেরিকা ইন্‌ক এর বার্ষিক বনভোজন ও মিলনমেলা গত ১২ই জুলাই, প্রকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভুমি সবুজ ছায়াঘেরা ও মনমুগ্ধকর স্থান লং আইল্যান্ডের wantagh Park এ অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো। নিউইয়র্কের বিভিন্ন ব্যুরো থেকে আগত প্রবাসী ব্রাক্ষনবাড়িয়াবাসী ও প্রবাসের বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দসহ প্রায় পাঁচ শতাধিক লোকের উপস্থিতিতে বনভোজন স্থানটি যেন একটি মিনি বাংলাদেশে পরিনত হয়েছিল। এই বছর দুইটি প্যাভেলিয়ন রেন্ট নেয়া হয়েছিল। প্যাভেলিয়নের সামনের মাঠগুলো ছিল বিশাল বড়, এক কথায় ছোট বড় সকলের উপস্থিতিতে বনভোজন *(বাকি অংশ ৩৪ পাতায়)*

উল্লাপাড়া সোসাইটির বনভোজন সম্পন্ন

(শেষ পাতার পর)

আনন্দ উৎসবের মধ্য দিয়ে উল্লাপাড়া সোসাইটি অব ইউএসএ ইনক'র বার্ষিক বনভোজন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আমেরিকা প্রবাসী উল্লাপাড়া উপজেলার অনেকে সপরিবারে বনভোজনে অংশগ্রহণ করেন। বনভোজনে নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের সভাপতি ডাঃ চৌধুরী সারোয়ারুল হাসান, সাধারণ সম্পাদক মোজাফ্‌ফর হোসেন অতিথি হিসাবে অংশগ্রহণ করেন। রূপসী চাঁদপুর সমিতির কর্মকর্তাসহ অনেকে সপরিবারে উপস্থিত ছিলেন।

সকালে নাশতা পরিবেশনের পর প্রধান উপদেষ্টা মোঃ রাকিবুজ্জামান খান (তনু) বেলুন উড়ানোর মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ঘোষণা করেন। সাথে উপস্থিত ছিলেন, নির্বাচন কমিশনার আবু সেলিম রেজা, উপদেষ্টা মনোয়ারুল ইসলাম, আহবায়ক সিদ্দিকুর রহমান (লিটন), সদস্য সচিব - এলাহী তালুকদার, সংগঠনের সভাপতি- শামসুল ইসলাম, সাধারন সম্পাদক শফিউল আলম, মোঃ রফিকুল ইসলাম, জহুরুল ইসলাম, মসিতুল্লাহ মাসুম, আশরাফুল ইসলাম, আব্দুর রাজ্জাক সহ বহু আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ ও সংগঠনের প্রচুর সদস্যগন উপস্থিত ছিলেন। এরপর শিশু-কিশোরদের বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, বয়স্কদের জন্য প্রীতি ফুটবল ম্যাচ এবং মহিলাদের জন্য আকর্ষনীয় পিলোপাসিং খেলা অনুষ্ঠিত হয়। মধ্যাহ্ন ভোজে বিভিন্ন সুস্বাদু দেশীয় পদের খাবারের আয়োজন করা হয় নিরন রেষ্টুরেন্ট থেকে। উল্লাপাড়া সোসাইটির নবনির্বাচিত কার্য নির্বাহী কমিটির শপথ গ্রহন অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন প্রবীন নির্বাচন কমিশনার জনাব মোঃ আবু সেলিম রেজা। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন প্রধান উপদেষ্টা মোঃ রাকিবুজ্জামান খান (তনু) সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান উল্লাপাড়া উপজেলাকে জেলায় বাস্তবায়নের দাবী জানান। এয়াড়া আরোও বক্তব্য রাখেন ফারুখ মজুমদার, মামুন মিয়াজি ও মনোয়ারুল ইসলাম। বিকেলে উত্তরবঙ্গের কন্ঠশিল্পী নাজু আকন্দ সংগীত পরিবেশন করেন। ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে পুরষ্কার বিতরণ করা হয়। এ পর্ব পরিচালনা করেন নব নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক জহুরুল ইসলাম ও কামরুজ্জামান। ঝালমুড়ি ও চা পরিবেশন করেন মোঃ শফিকুল ইসলাম প্রান প্রতিম সাহা ও শাহীন মাহ্‌মুদ। এই পুরো আয়োজনটির আহবায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন মো: সিদ্দিকুর রহমান এবং তার টিম।

'নদী চর খাল বিল গজারির বন, টাঙ্গাইল শাড়ি তার গরবের ধন'
PROBASHI TANGAILBASHI USA, INC
প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসী ইউএসএ ইনক
বার্ষিক
PICNIC 2026
বনভোজন ২০২৬
AUGUST 16, 2026, SUNDAY
সুধী,
আমরা আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, 'প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসী ইউএসএ ইনক' এর উদ্যোগে অপরূপ সুন্দর ও প্রাকৃতিক নির্মল ছায়াবেষ্টিত 'হ্যাকশায়ার স্টেট পার্ক', ১ হেকশার স্টেট পার্কওয়ে, ইস্ট আইস্লিপ, নিউইয়র্ক ১১৭৩০, পার্কে আগামী ১৬ই আগস্ট ২০২৬ইং, রোজ রবিবার বার্ষিক বনভোজনের আয়োজন করা হয়েছে।
উক্ত বার্ষিক বনভোজনে আপনার/আপনাদের স্বতস্ফূর্তভাবে স্ববান্ধব অংশগ্রহণ আয়োজনটিকে সফল ও সার্থক করে তুলবে।
PLACE:
HECKSCHER STATE PARK
1 Heckscher State Parkway
East Islip, NY 11730
আমন্ত্রনে
বদরুজ্জামান পিকলু
আহবায়ক
৬৩১-৭৪০-৭৮৫১
আব্দুল হাকিম
সার্বিক ব্যবস্থাপনায়
৯২৯-৫০০-৬৩১৩
শরিফ শিকদার
সদস্য সচিব
৯২৯-৩৯৮-২৩৭৬
শামীম মিয়া
সাধারণ সম্পাদক
৯২৯-২৭৮-৮৯৪৫
মোঃ আরিফ বিন আনোয়ার
সভাপতি
৩৪৭-৪৫৯-৮৯৮২
মোঃ শাহজাহান
কোষাধ্যক্ষ
২১৪-৩১৭-৫৬৮৭

আমন্ত্রণপত্র
আসসালামু আলাইকুম।
জুলাই গণঅভ্যুত্থানের দ্বিতীয় বার্ষিকী উপলক্ষে এনসিপি ডায়াস্পোরা অ্যালায়েন্স ইউএসএ-এর উদ্যোগে আয়োজিত হতে যাচ্ছে "আমেরিকায় জুলাই জাগরণ" শীর্ষক এক স্মরণ সভা।
ছাত্র-জনতার ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানের হাজারো শহিদ ও আহতদের ত্যাগের স্মৃতিকে ধারণ করে এবং সেই অভ্যুত্থানের চেতনাকে প্রবাসের মাটিতে জাগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে থাকছে স্মৃতিচারণ, আলোচনা ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা।
উক্ত অনুষ্ঠানে আপনাকে সপরিবারে উপস্থিত থাকার জন্য সবিনয়ে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।
১ আগস্ট ২০২৬, শনিবার
বিকাল ৬:০০টা - রাত ১০:০০
সানাই পার্টি হল, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
আপনার উপস্থিতি আমাদের অনুপ্রেরণা
এনসিপি ডায়াস্পোরা অ্যালায়েন্স ইউএসএ
আয়োজিত
আমেরিকায়
জুলাই
জাগরণ

যুক্তরাষ্ট্রে ভোগ্যপণ্যের মূল্য বৃদ্ধিতে ৫০ বছরের রেকর্ড

(শেষ পাতার পর)

ঘটনা। অদূর ভবিষ্যতে এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের বা স্বস্তির কোনো সম্ভাবনাও আপাতত দেখা যাচ্ছে না। করোনা মহামারির সময় মাত্রাতিরিক্ত মূল্যস্ফীতির কারণে দামের যে বিশাল উল্লম্ফন শুরু হয়েছিল, তা আজও অব্যাহত রয়েছে। মার্কিন শ্রম পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিএলএস) তথ্য অনুযায়ী, গত জুনে প্রতি পাউন্ড গরুর মাংসের দাম ৬.৮২ ডলারে পৌঁছেছে, যা ২০১৯ সালের তুলনায় ৭৯ শতাংশ বেশি। লাগামহীন ও নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়া বাজারের এটি একটি অন্যতম বড় প্রমাণ।

কিংসভিউ ওয়েলথ ম্যানেজমেন্ট ফার্মের অংশীদার স্কট ডি. মার্টিনের মতে, বছরের পর বছর ধরে দাম এমন চড়া থাকার অর্থ হলো এটি এখন আমেরিকান ক্রেতাদের জন্য নতুন স্বাভাবিক বা 'নিউ নরমাল' পরিস্থিতি। তিনি জানান, মূল্যস্ফীতির হার তার সর্বোচ্চ চূড়া থেকে কিছুটা কমলেও নিত্যপণ্যের দাম ক্রেতাদের আগের পরিচিত জায়গায় ফিরে আসেনি। সরবরাহ চেইনে বিঘ্ন, শ্রমিক সংকট, পরিবহন ব্যয় বৃদ্ধি এবং সার্বিক মূল্যস্ফীতির কারণে খাদ্যপণ্যের দাম স্থায়ীভাবে এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। আমেরিকান অ্যাকশন ফোরামের প্রেসিডেন্ট ডগলাস হোল্টজ-একিন জানান, যুক্তরাষ্ট্রে গবাদিপশুর রোগবালাই, প্রতিকূল আবহাওয়া এবং ২০২২ সালে শুরু হওয়া ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে এই সংকট আরও দীর্ঘস্থায়ী ও স্থায়ী রূপ নিয়েছে।

বিএলএস-এর পরিসংখ্যান বলছে, ২০১২ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে খাদ্যপণ্যের দাম বেড়েছিল মাত্র ৬.৪ শতাংশ। কিন্তু মহামারির পর ২০২১ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২৩ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত তা একলাফে প্রায় ২১ শতাংশ বাড়ে এবং এরপর থেকে খরচ আরও প্রায় ১০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। লাগামহীন এই দামের কারণে মার্কিনিদের কেনাকাটার অভ্যাসে মৌলিক পরিবর্তন এসেছে। মার্টিন জানান, মানুষ এখন তুলনামূলক সস্তা বা প্রাইভেট ব্র্যান্ড কিনছেন, বিভিন্ন দোকানে দাম যাচাই করছেন এবং ছাড় পেলে একসঙ্গে বেশি পণ্য কিনে রাখছেন। দৈনন্দিন খরচের সবচেয়ে বড় অংশটি বাজারে যায় বলে বর্তমানে উচ্চ আয়ের ক্রেতারাও নিত্যপণ্যের দাম নিয়ে আগের চেয়ে অনেক বেশি হিসেবি হয়ে উঠেছেন।

অর্থনীতিবিদরা সতর্ক করে বলেছেন, সহসাই এই সংকট থেকে সাধারণ মানুষের স্বস্তি পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। কারণ, নতুন করে আরোপিত শুল্ক এবং পরিবহন ও জ্বালানি খরচের ঊর্ধ্বমুখী চাপের সঙ্গে লড়ছে যুক্তরাষ্ট্র। ইকোনমিক রিসার্চ সার্ভিসের সর্বশেষ পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২০২৬ সালে দেশটিতে সব ধরনের খাদ্যপণ্যের দাম আরও ৩.১ শতাংশ এবং আগামী বছর আরও ৩.১ শতাংশ বৃদ্ধির আশঙ্কা রয়েছে।

দ. আফ্রিকায় অগ্নিকাণ্ডে ছয় বাংলাদেশি মৃত্যু

(শেষ পাতার পর)

আফ্রিকায় অবস্থানরত বাংলাদেশি সূত্রের বরাত দিয়ে স্বজনরা জানান, কুইন্সটাউনের শ্রম এলাকায় একটি সুপারশপে স্থানীয় সময় মঙ্গলবার ভোরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এ সময় ভেতরে থাকা বাংলাদেশিরা বের হতে না পেরে দগ্ধ হন। এতে ঘটনাস্থলেই ছয়জনের মৃত্যু হয়। নিহতদের মধ্যে পাঁচজন নারায়ণগঞ্জের বাসিন্দা হওয়ায় পুরো এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। স্বজনদের বুকফাটা কান্না আর আহাজারিতে ভারী হয়ে উঠেছে এলাকার পরিবেশ। নিহতের পরিবারের সূত্র জানায়, আগুন ছড়িয়ে পড়ার পর ভেতরে থাকা বাংলাদেশিরা বের হওয়ার সুযোগ পাননি। মুহূর্তে আগুন পুরো ভবন গ্রাস করলে ঘটনাস্থলেই ছয়জনের মৃত্যু হয়। অগ্নিকাণ্ডের প্রকৃত কারণ নিয়ে বিভিন্ন তথ্য সামনে এলেও স্থানীয় প্রশাসন এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানায়নি।

নিহতরা হলেন নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার আলীরটেক ইউনিয়নের ক্রোকেরচর গ্রামের মনির হোসেনের ছেলে মো. ফাহিম (২৯), একই গ্রামের আলী মিয়ার ছেলে মো. আপন আহমেদ (২৩), নুর মোহাম্মদ (৫৫), বক্তাবলী ইউনিয়নের তৈলখিরার চর এলাকার ফারুক হোসেনের ছেলে মো. ফয়সাল (২৬), কানাইনগর এলাকার মৃত আক্তার হোসেনের ছেলে মো. শাহিন (৩০) এবং মুন্সীগঞ্জের মিরকাদিম পৌরসভার কালিন্দিপাড়া এলাকার মৃত সালাম ব্যাপারীর ছেলে মো. রাজিক (৫৫)। ঘটনার বরাত দিয়ে আলীরটেক ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার রওশন আলী জানান, নিহতরা সবাই আত্মীয়-স্বজন এবং দীর্ঘদিনের পরিচিত ছিলেন। যে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে আগুন লেগেছে, সেটিও তাঁদের পারিবারিক প্রতিষ্ঠান। জীবিকার তাগিদে দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা সেখানে ব্যবসা পরিচালনা করছিলেন। তিনি আরো জানান, নিহত ছয়জনের মধ্যে চারজন আলীরটেক ইউনিয়নের, একজন পার্শ্ববর্তী বক্তাবলী ইউনিয়নের, অন্যজন পার্শ্ববর্তী জেলা মুন্সীগঞ্জের রিকাবীবাজারের বাসিন্দা ছিলেন। এদিকে অগ্নিকাণ্ডে নিহত হওয়ার ঘটনায় আলীরটেক ইউনিয়নের ক্রোকেরচর গ্রামে হৃদয়বিদারক পরিবেশ তৈরি হয়। একই গ্রামের তিনজনের মৃত্যুতে পুরো গ্রামে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। প্রতিটি বাড়িতে কান্নার শব্দ। কোথাও স্বজনদের বিলাপ, কোথাও বাগরুদ্ধ হয়ে বসে আছেন বৃদ্ধ মা-বাবা। প্রতিবেশীরা এসে স্বজনদের সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করলেও কান্না থামছে না। এই গ্রামের বাসিন্দা ফাহিম প্রায় ১১ বছর আগে সংসারের হাল ধরতে দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়েছিলেন। পরিবারের প্রধান উপার্জনকারী ছিলেন তিনি। তাঁর পাঠানো টাকায় চলত পুরো সংসার। মৃত্যুর খবর শুনে বাবা মনির হোসেন নির্বাক হয়ে গেছেন। মায়ের আহাজারিতে বারবার ভারী হয়ে উঠছে বাড়ির পরিবেশ। মাত্র চার বছর আগে দক্ষিণ আফ্রিকায় পাড়ি জমান আপন আহমেদ। বয়স মাত্র ২৩ বছর। পরিবারের অনেক স্বপ্ন ছিল তাঁকে ঘিরে। কিন্তু সেই স্বপ্ন এখন শুধুই স্মৃতি। ছেলের মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে বারবার জ্ঞান হারাচ্ছেন বাবা আলী মিয়া। কান্নাজড়িত কণ্ঠে তিনি বলেন, 'আমার ছেলে অনেক বদলে গিয়েছিল। নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ত। সোমবার ও বৃহস্পতিবার নফল রোজা রাখত। দাড়ি রাখা শুরু করেছিল। কয়েক দিন আগেই ফোনে কথা হয়েছিল। আমাকে বলেছিল, তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ে আমাদের জন্য দোয়া করে। আমি কি জানতাম, এটাই আমার ছেলের সঙ্গে শেষ কথা হবে। এখন আমার সেই ছেলেটা লাশ হয়ে ফিরবে। আমি কিভাবে এটা মেনে নেব?'

বাবার এমন হৃদয়বিদারক আর্তনাদে উপস্থিত স্বজনদের অনেকে চোখের পানি ধরে রাখতে পারেননি। কেউ তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করছেন, আবার কেউ নীরবে কাঁদছেন। নিহত আপনের মামা রাসেল বলেন, 'বিদেশে গিয়েছিল পরিবারের ভাগ্য বদলাতে। আমরা ভেবেছিলাম একদিন হাসিমুখে দেশে ফিরবে। কিন্তু আজ শুনতে হচ্ছে সে লাশ হয়ে ফিরছে। এর চেয়ে বড় কষ্ট আর কী হতে পারে?' অন্যদিকে নিহত নূর মোহাম্মদের পরিবারেও চলছে মাতম। বৃদ্ধ বয়সে সংসারের দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছিলেন তিনি। নূর মোহাম্মদের খালাতো ভাই আমীর হোসেন জানান, তাঁর ঘরে দুটি সন্তান। তাদের ভবিষ্যতের কথা ভেবেই এত দূরের দেশে গিয়েছিলেন। সেই মানুষটি আর ফিরে আসবেন না! বক্তাবলী ইউনিয়নের তৈলখিরার চর এলাকায় নিহত ফয়সালের বাড়িতেও চলছে মাতম। প্রতিবেশী আজগর আলী জানান, ফয়সাল ছিলেন অত্যন্ত শান্ত ও পরিশ্রমী। পরিবারের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন তিনি। একইভাবে কানাইনগর এলাকায় শাহিনের বাড়িতেও চলছে স্বজনদের কান্না। ছোটবেলা থেকে সংগ্রাম করে বড় হওয়া শাহিনের এমন মৃত্যু কেউ মেনে নিতে পারছেন না। নারায়ণগঞ্জ সদরের উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) এস এম ফয়েজ উদ্দিন বলেন, 'পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে এখনো আনুষ্ঠানিক কোনো বার্তা পাওয়া যায়নি। তবে নিহতদের মধ্যে পাঁচজন নারায়ণগঞ্জের বাসিন্দা বলে জানা গেছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে নিহতদের বাড়িতে গিয়ে স্বজনদের সঙ্গে কথা বলা হচ্ছে এবং প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে।' এদিকে দক্ষিণ আফ্রিকায় অবস্থানরত বাংলাদেশি কমিউনিটির সদস্যরা দ্রুত অগ্নিকাণ্ডের সুষ্ঠু তদন্ত, ঘটনার প্রকৃত কারণ উদঘাটন এবং মরদেহ দ্রুত দেশে পাঠানোর দাবি জানিয়েছেন। একই দাবি তুলেছেন নিহতদের স্বজনরাও। আলীরটেক ও বক্তাবলীর মানুষের এখন একটাই আকুতি, ছেলেরা জীবিকার সন্ধানে বিদেশে গিয়েছিলেন, অন্তত তাঁদের শেষ ঠিকানা যেন হয় নিজের জন্মভূমির মাটি। আর যেসব পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম মানুষগুলো আগুনে ঝরে গেলেন, সেই পরিবারগুলোর পাশে যেন দ্রুত দাঁড়ায় সরকার।

সিটির কমিউনিটি গ্রোসারিতে ৩০%

(শেষ পাতার পর)

শাকসবজি, মাংসসহ মৌলিক খাদ্যপণ্যে বাজারদরের তুলনায় ৩০ শতাংশ পর্যন্ত মূল্যছাড় দেওয়ার পরিকল্পনা ঘোষণা করা হয়েছে। সিটি কর্তৃপক্ষের দাবি, এ উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে একটি পরিবার বছরে প্রায় এক হাজার ডলার পর্যন্ত সাশ্রয় করতে পারবে।

২৭ জুলাই সোমবার ব্রুকলিনে পরিকল্পনার বিস্তারিত তুলে ধরে মেয়র জোহরান মামদানি জানান, সিটি পরিচালিত পাঁচটি কমিউনিটি গ্রোসারি স্টোরে প্রতি মাসে নির্ধারিত কিছু নিত্যপণ্যের দাম বাজারমূল্যের তুলনায় ৩০ শতাংশ কম রাখা হবে। এর ফলে একটি পরিবার মাসে গড়ে প্রায় ৯০ ডলার এবং বছরে প্রায় এক হাজার ডলার পর্যন্ত সাশ্রয় করতে পারবে। মূল্যছাড়ের আওতায় থাকবে শাকসবজি, পাস্তা, মাংস, সামুদ্রিক মাছ, রুটি, দই, চাল, ডালসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্য। এসব পণ্যের দাম পুরো মাসজুড়ে অপরিবর্তিত থাকবে। ফলে সাপ্তাহিক মূল্য ওঠানামার প্রভাব থেকে ক্রেতারা সুরক্ষা পাবেন এবং অতিরিক্ত মূল্য পরিশোধের ঝুঁকিও কমবে।

মেয়র মামদানি বলেন, নিউইয়র্কের কোনো পরিবার যেন খাবারের খরচ নিয়ে দুশ্চিন্তায় না থাকে—সেটিই আমাদের লক্ষ্য। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে সিটি কর্তৃপক্ষ নতুন তিনটি কমিউনিটি গ্রোসারি স্টোর পরিচালনার জন্য ৪৪ পৃষ্ঠার দরপত্র আহ্বান করেছে। এর আগে ইস্ট হারলেমের লা মারকেটা এবং ব্রঙ্কসের হান্টস পয়েন্টকে দুটি সম্ভাব্য স্থান হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। ২০২৯ সালের মধ্যে পাঁচটি স্টোরই চালু করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছেপরিকল্পনা অনুযায়ী, সিটি সরকার জমি বা দোকানের স্থান সরবরাহ করবে এবং নির্মাণ বা সংস্কারের ব্যয় বহন করবে। অন্যদিকে, দোকানগুলোর দৈনন্দিন পরিচালনার দায়িত্ব থাকবে বেসরকারি অপারেটরের ওপর।

তবে এই উদ্যোগ নিয়ে সমালোচনাও রয়েছে। সমালোচকদের আশঙ্কা, সিটি পরিচালিত মুদি দোকান চালু হলে স্থানীয় ছোট মুদি দোকান ও বোডেগাগুলোর ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এ আশঙ্কা নাকচ করে মেয়র মামদানি বলেন, সিটি পরিচালিত দোকানগুলোতে সিগারেট, মদ, লটারির টিকিট কিংবা গরম খাবার বিক্রি করা হবে না। কারণ এসব পণ্য স্থানীয় বোডেগাগুলোর আয়ের গুরুত্বপূর্ণ উৎস। তাই তাদের সঙ্গে সরাসরি প্রতিযোগিতায় যেতে চায় না সিটি প্রশাসন।এই প্রকল্প বাস্তবায়নে সিটির মূলধন বাজেট থেকে ৭ কোটি ডলার বরাদ্দ রাখা হয়েছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী, প্রথম সিটি পরিচালিত মুদি দোকান আগামী বছর ব্রঙ্কসে চালু হবে। এরপর ২০২৯ সালের মধ্যে ইস্ট হারলেমে দ্বিতীয় শাখাসহ মোট পাঁচটি স্টোর চালুর লক্ষ্য রয়েছে।

জুলাই শহীদদের স্মরণে নিউইয়র্কে বিভিন্ন কর্মসূচি

(শেষ পাতার পর)

সংগঠন হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ফর বাংলাদেশ (এইচআরডিবি)।এনসিপি ডায়াসপোরা অ্যালায়েন্স ইউএসএর উদ্যোগে আগামী ১ আগস্ট শনিবার সন্ধ্যা ৬টায় জ্যাকসন হাইটসের সানি পার্কে 'আমেরিকায় জুলাই জাগরণ' শীর্ষক স্মরণসভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে।অনুষ্ঠানে জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহীদ পরিবারের সদস্য এবং এনসিপির কেন্দ্রীয় নেতারা বক্তব্য দেবেন। এছাড়া আন্দোলনের স্মৃতিচারণ, কবিতা আবৃত্তি, প্রবাসীদের ভূমিকা নিয়ে বিশেষ উপস্থাপনা এবং জুলাই আন্দোলনভিত্তিক আলোকচিত্র, প্রামাণ্যচিত্র ও ভিডিও প্রদর্শনী থাকবে।রাষ্ট্র সংস্কার, গণতন্ত্র ও নাগরিক অধিকার নিয়েও আলোচনা হবে। কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিদের শুভেচ্ছা বক্তব্যের পাশাপাশি উনবাঙাল সাহিত্য সংগঠন বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করবে।

অন্যদিকে, নিউইয়র্কভিত্তিক হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ফর বাংলাদেশ আগামী ২ আগস্ট রোববার সন্ধ্যা ৬টায় জ্যামাইকার কাফিস বিল্ডিং মিলনায়তনে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের দ্বিতীয় বার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করেছে। অনুষ্ঠানে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের শহীদদের মাগফিরাত এবং আহতদের সুস্থতা কামনা করে দোয়া করা হবে। পাশাপাশি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন এবং আলোচনা সভায় এইচআরডিবির কর্মকর্তাসহ কমিউনিটির বিভিন্ন শ্রেণিপেশার নেতারা বক্তব্য দেবেন।কর্মসূচিতে যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য কমিউনিটির সবার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন এইচআরডিবির কর্মকর্তা মাহবুবুর রহমান। উল্লেখ্য, ছাত্র-জনতার আত্মত্যাগ, সাহস ও ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সংঘটিত ২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থান বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত। আন্দোলনের পক্ষে আন্তর্জাতিক জনমত গঠন ও প্রতিবাদ কর্মসূচি পালনে প্রবাসী বাংলাদেশিরাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

শিকাগোতে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল বাংলাদেশি চিকিৎসকের

(শেষ পাতার পর)

নতুন অধ্যায় শুরু করার মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তার এমন করুণ ও অকাল মৃত্যুতে পরিবার, সহপাঠী ও গোটা চিকিৎসক সমাজে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। নিহত অদিতির গ্রামের বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল উপজেলায়; তিনি তার বাবা বাবুল সাহার একমাত্র কন্যাসন্তান ছিলেন।পারিবারিক ও সহপাঠীদের সূত্রে জানা গেছে, ডা. অদিতি সাহা অনন্যা রাজধানীর জহিরুল হক শিকদার মেডিক্যাল কলেজের ২০14-১৫ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন। সেখান থেকে সফলভাবে এমবিবিএস সম্পন্ন করার পর সম্প্রতি স্বামীর সঙ্গে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান। সেখানে অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক 'ইউনাইটেড স্টেটস মেডিক্যাল লাইসেন্সিং এক্সামিনেশন' (USMLE) সফলভাবে সম্পন্ন করে একটি স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসক হিসেবে কর্মরত ছিলেন এই মেধাবী তরুণী। সবশেষ চলতি বছরের জুলাই মাসেই যুক্তরাষ্ট্রে ইন্টারনাল মেডিসিনে রেসিডেন্সি শুরু করেছিলেন ডা. অদিতি। চিকিৎসক হিসেবে নিজের বর্ণিল স্বপ্নযাত্রায় সবেমাত্র পা রেখেছিলেন তিনি, কিন্তু শিকাগোর সড়কে এক ভয়াবহ দুর্ঘটনা অকালেই কেড়ে নেয় তার সম্ভাবনাময় জীবন। তার মৃত্যুর দুঃসংবাদ ছড়িয়ে পড়ার পর দেশে ও প্রবাসে অবস্থানরত সহপাঠী, সহকর্মী এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের মধ্যে গভীর শোক ও স্তব্ধতা বিরাজ করছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনেকেই তাকে একজন মেধাবী, মানবিক ও নিবেদিতপ্রাণ চিকিৎসক হিসেবে স্মরণ করে তার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছেন।

মঈন চৌধুরী ডেমোক্রেটিক পার্টির ডিস্ট্রিক্ট লিডার পুনঃনির্বাচিত

(শেষ পাতার পর)

মতো নির্বাচিত হয়েছেন বাংলাদেশি-আমেরিকান আইনজীবী মঈন চৌধুরী। কুইন্স কাউন্টির ডিস্ট্রিক্ট লিডারদের প্রত্যক্ষ ভোটে তিনি পুনরায় এ দায়িত্ব লাভ করেন। ১৩ জুলাই অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ফলাফল ২৭ জুলাই নিশ্চিত করেন সিলেটের সন্তান মঈন চৌধুরী। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আদালতে তালিকাভুক্ত প্রথম বাংলাদেশি-আমেরিকান আইনজীবীদের একজন হিসেবে পরিচিত। ডিস্ট্রিক্ট লিডার অ্যাট লার্জ হিসেবে মঈন চৌধুরী কুইন্স ডেমোক্রেটিক পার্টির সাংগঠনিক কার্যক্রমে নেতৃত্ব দেবেন। পাশাপাশি কমিউনিটির বিভিন্ন স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় দলীয় নেতৃত্ব ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছে তুলে ধরা এবং স্থানীয় জনগণ ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের মধ্যে সমন্বয় সাধনে ভূমিকা রাখবেন।এ দায়িত্বের আওতায় তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটর, কংগ্রেস সদস্যসহ বিভিন্ন নির্বাচিত প্রতিনিধির সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ ও সমন্বয়ের মাধ্যমে জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট নানা বিষয়ে কাজ করবেন। এছাড়া নীতিনির্ধারকদের কাছে কমিউনিটির প্রয়োজন ও প্রত্যাশা তুলে ধরা, জনকল্যাণমূলক আইন প্রণয়নের পক্ষে জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং বিচার বিভাগ-সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ পদে যোগ্য ব্যক্তিদের দলীয় মনোনয়নের পক্ষে সমর্থন জানানোতেও ভূমিকা পালন করবেন।উল্লেখ্য, নিউইয়র্ক স্টেট সুপ্রিম কোর্টের একাদশ জুডিশিয়াল ডিস্ট্রিক্টের বিচারপতি হিসেবে বাংলাদেশি-আমেরিকান সোমা সাঈদের মনোনয়নের পেছনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন মঈন চৌধুরী।

সাপ্তাহিক
পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

কমিউনিটি-ভিত্তিক সেবাদানে অনন্য প্রতিষ্ঠান ‘বেস্টকেয়ার’

(শেষ পাতার পর)

জুড়ে বেস্টকেয়ারের ৮টি কমিউনিটি-ভিত্তিক সেবা কেন্দ্র বা অফিস রয়েছে। বেস্টকেয়ার’ নিউইয়র্ক স্টেট স্বাস্থ্য বিভাগ কর্তৃক লাইসেন্সপ্রাপ্ত এবং আমাদেও ৮টি কেন্দ্রেই ‘হোমহেলথ এইড’ ও ‘পার্সোনাল কেয়ার এইড’ এর অনুমোদিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। চার দশকেরও বেশি সময় ধরে নিউইয়র্কে নির্ভরযোগ্য হোম কেয়ার সেবা দিয়ে আসছে বেস্টকেয়ার হোম কেয়ার। সপ্তাহে সাত দিন, দিনে ২৪ ঘণ্টা এবং বছরের ৩৬৫ দিন সেবা দিতে প্রস্তুত থাকা প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে নিউইয়র্ক সিটির পাঁচটি বরো, নাসাউ, সাফোক ও ওয়েস্টচেস্টার কাউন্টিজুড়ে ভাষা ও সংস্কৃতিসংবেদনশীল স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করছে। আন্তর্জাতিক মানের স্বীকৃতি, প্রশিক্ষিত পরিচর্যাকারী এবং কমিউনিটিকেন্দ্রিক সেবার মাধ্যমে বেস্টকেয়ার দীর্ঘদিন ধরে রোগী ও তাদের পরিবারের আস্থার প্রতীক হয়ে উঠেছে। বেস্টকেয়ার কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, তাদের মূল দর্শন “কমিউনিটি থেকে, কমিউনিটির জন্য”। প্রতিষ্ঠানটি এমন একটি কেয়ার টিম গড়ে তুলেছে, যারা রোগীদের ভাষা, সংস্কৃতি ও সামাজিক বাস্তবতা সম্পর্কে অভিজ্ঞ। ফলে রোগী ও তাদের পরিবার সহজেই প্রয়োজনীয় সেবা গ্রহণ করতে পারেন।

বেস্টকেয়ারের ডিরেক্টর অব কমিউনিটি এনগেজমেন্ট ডা. আল আমিন রাসেল বলেন, প্রতিষ্ঠানটি কমিউনিটির মানুষের জন্য মানসম্মত হোম কেয়ার সেবা দিয়ে আসছে। নিউইয়র্ক স্টেট স্বাস্থ্য বিভাগের লাইসেন্সপ্রাপ্ত এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি কেন্দ্রে অনুমোদিত হোম হেলথ এইড (এইচএইচএ) ও পার্সোনাল কেয়ার এইড (পিসিএ) প্রশিক্ষণ পরিচালিত হয়। ডা. আল আমিন রাসেল জানান, নিউইয়র্ক সিটির ছয়টি, লং আইল্যান্ডের দুটি এবং ওয়েস্টচেস্টারে একটি কেন্দ্রে বিনামূল্যে পিসিএ ও এইচএইচএ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। বেস্টকেয়ার বাংলা ভাষায় সেবা প্রদান করে, যাতে বাংলাভাষী রোগী ও তাদের পরিবারের সদস্যরা ভাষাগত জটিলতা ছাড়াই প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করতে পারেন। ডা. আল আমিন রাসেল বলেন, স্বাস্থ্যসেবা শুধু গুরুত্বপূর্ণ নয়, এটি মানুষের মৌলিক অধিকার। সেই অধিকার নিশ্চিত করতেই আমরা দীর্ঘদিন ধরে কমিউনিটির পাশে আছি।

বেস্টকেয়ার ১৯৯৩ সাল থেকে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত দ্য জয়েন্ট কমিশন-এর অ্যাক্রেডিটেশন অর্জন করে আসছে। এই স্বীকৃতি স্বাস্থ্যসেবার মান, রোগীর নিরাপত্তা, সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনাগত উৎকর্ষের অন্যতম আন্তর্জাতিক মানদণ্ড হিসেবে বিবেচিত হয়। নিয়মিত পরিদর্শন ও কঠোর মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটির সেবার মান যাচাই করা হয়। প্রতিষ্ঠানটির কর্মীরা এসইআইইউ ১১৯৯ ইউনিয়নের সদস্য হিসেবে চাকরির নিরাপত্তা, প্রতিযোগিতামূলক বেতন-ভাতা, পেনশন, স্বাস্থ্যসেবা, মাতৃত্বকালীন ছুটি, প্রশিক্ষণ, আইনগত সহায়তা এবং অন্যান্য কর্মীকল্যাণ সুবিধা ভোগের সুযোগ পান। বেস্টকেয়ারের সেবার মধ্যে রয়েছে ব্যক্তিগত পরিচর্যা, হোম হেলথ এইড, নার্সিং ভিজিট, ২৪ ঘণ্টার লাইভ-ইন কেয়ার, কেয়ার ম্যানেজমেন্ট, কম্প্যানিয়ন সার্ভিস, চিকিৎসা সরঞ্জাম ও পরিবহন সহায়তা, মেডিকেইড ও প্রাইভেট ইন্স্যুরেন্স বিলিং সহায়তা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী ফিজিক্যাল, অকুপেশনাল ও স্পিচ থেরাপি সেবা গ্রহণে সহযোগিতা।

ডা. আল আমিন রাসেল বলেন, আমরা শুধু দক্ষ ও প্রশিক্ষিত পরিচর্যাকারীই সরবরাহ করি না, প্রতিটি রোগীর ব্যক্তিগত চাহিদা অনুযায়ী সেবারও পরিকল্পনা করি। আমাদের লক্ষ্য হলো নিরাপদ, মানবিক ও মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা। তিনি বলেন, জেসিআই-এর “গোল্ডসিল অফ অ্যাপ্রুভাল” অর্জনের লক্ষ্যে একটি প্রতিষ্ঠানকে আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পরিচালিত কঠোর সরেজমিন মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে যেতে হয়; এই প্রক্রিয়ায় ১,০০০-এরও বেশি পরিমাপযোগ্য বিষয় যাচাই করা হয়। প্রশিক্ষিত বিশেষজ্ঞরা প্রতি ৩৬ মাসে অন্তত একবার প্রতিষ্ঠানটি পরিদর্শন করে এর কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন। উচ্চ মানদণ্ড: পর্যালোচকরা সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ এবং রোগীর অধিকার সংক্রান্ত শতশত নিয়মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানটি যাচাই করেন। উন্নত সেবা: সমস্যা সমাধান এবং সেবার মান উন্নয়নে তারা সর্বদা সচেষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে তা প্রমাণ করতে হয়। আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন যে, বেস্টকেয়ার থেকে সেবাগ্রহণের সময় আপনি এমনসব মানুষের সেবা পাবেন, যারা যোগ্য, অভিজ্ঞ এবং সর্বোপরি আন্তরিক ও যত্নশীল।

ডা. আল আমিন রাসেল বলেন, আমাদের কোম্পানির কাঠামোর মূল দর্শন হলো কমিউনিটি থেকে, কমিউনিটির জন্যবেস্টকেয়ার থেকে সেবা গ্রহণের সময় আপনি এমন একটি কেয়ার টিমের সংস্পর্শে আসবেন, যারা আপনার ভাষা, সংস্কৃতি এবং মানুষের সাথে পরিচিত থাকবে। বেস্টকেয়ার একটি অত্যন্ত অভিজ্ঞ হোমকেয়ার সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান এবং এটি ‘হোমকেয়ার অ্যাসোসিয়েশন অফ নিউইয়র্ক স্টেট’ ও ‘হোমকেয়ার প্রোভাইডার অ্যাসোসিয়েশন অফ নিউইয়র্ক স্টেট’ উভয় সংগঠনেরই দীর্ঘদিনের সক্রিয় সদস্য।

বেস্টকেয়ার ইউনিয়ন 1199 SEIU এর মেম্বার, এজন্য যারা কাজ করবেন তারাও উনিয়নের সব সুবিধা পাবেন। সকল কর্মী পেনশন তহবিলের পাশাপাশি নিম্নলিখিত সুবিধাগুলোর আওতাভুক্ত।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ: 516-666-5802।

আমার বিচিত্র জীবন

(শেষ পাতার পর)

পরিষদের সভায় আমি যে কবিতাটি পড়েছি সেটি নিয়ে হয়ত সভার নির্ধারিত আলোচকদের বাইরেও কেউ তাকে কিছু বলেছে, হয়ত কবিতাটির প্রশংসা করেছে। তখনকার দিনে এইটুকুই আমাদের জন্য অনেক বড়ো প্রাপ্তি ছিল। কারো একটি কবিতা কোথাও ছাপা হলে বা সাহিত্য সভায় পড়া হলে সেটি নিয়ে কে কী বলেছে, কোন চায়ের আড্ডায় কবিতাটির চুলচেরা বিশ্লেষণ হয়েছে, এইসব জানার মধ্য দিয়েই আমরা অনুপ্রেরণা পেতাম। কাগজে ছাপা হওয়া ছিল একটি বিরল ঘটনা, কালে ভদ্রে খুব বড়ো কবির কবিতাও দৈনিকের পাতায় ছাপা হত। পত্রিকার সংখ্যা কম ছিল, এর মধ্যে ভালো পত্রিকা তো ছিল মাত্র দুটি, ইত্তেফাক এবং দৈনিক বাংলা। সংবাদ তখনই মৃতপ্রায়। দৈনিক বাংলার অবস্থাও তত ভালো না, তবুও দ্বিতীয় অবস্থানে আছে। তবে দৈনিক বাংলা হাউজ থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক বিচিত্রা বেশ রমরমা। তিনি বলেন, গতকাল কাজী সালাহউদ্দিনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তোমার প্রসঙ্গ উঠল। কী বললেন? বললেন, ছেলেটা তো ভালোই লেখে।

আমি খুশি হই এবং কিছুটা লজ্জা পাই। লজ্জায় মাথা নিচু করে মাটির রঙ দেখতে শুরু করি।

লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। কবিদের সব সময় মাথা উঁচু করে হাঁটতে হয়। তুমি একজন কবি, কবি মানে বাদশাহ, তোমার চেয়ে বড়ো কেউ নেই, কাকে তুমি সমীহ করবে, কাকে ভয় পাবে? কখনো কারো প্রতি মাথা নত করবে না। আমি কিছু বলি না। অবাক হয়ে এই হতদরিদ্র মানুষটির কালো শশ্রুর দিকে তাকিয়ে থাকি। হাঁটতে হাঁটতে আমরা রাস্তার সেই বিভক্তরেখার ওপর এসে দাঁড়াই, যেখান থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন হবো। যাই, বলে আমার পথে পা বাড়াই, তিনি পেছন থেকে ডেকে ওঠেন। সুখবরটা শুনে গেলে না? ও, হ্যাঁ, তাইতো।

আমি আবার কয়েক পা পেছনে হেঁটে ফিরে আসি। বেশ রাত হয়েছে। শীতের রাত। কুয়াশা পড়ছে। তখন বাড্ডার রাস্তায় কোনো স্ট্রিট লাইট ছিল না। সর্বত্র বিদ্যুৎও ছিল না। কোথাও একটা বাতি দেখা গেলে সেই আলোটা ছিল কুয়াশা-আক্রান্ত, একটি বড়ো ফানুষের মত ম্রিয়মান আলোর পিণ্ড হয়ে সেটি জ্বলছিল। তিনি রাস্তার ওপর থেমে দাঁড়িয়ে আছেন। একটি ধুসর রঙের সুতির শাল দিয়ে তার দেহ আবৃত। আমি কবির গা ঘেষে দাঁড়াই। তিনি বলেন, কাল শনিবার না? হ্যাঁ, শনিবারই তো। আজ শুক্রবার গেল না? সাহিত্যসভা ছিল। কাল আজাদের সাহিত্য পাতায় তোমার কবিতা ছাপা হবে। আমি হঠাৎ এই খবরটা পেয়ে এতো খুশি হই। কবিকে জড়িয়ে ধরি এবং জড়িয়ে ধরে খুশিতে কেঁদে ফেলি।

তাকে বিদায় দিয়ে বাড়ির দিকে হাঁটতে থাকি। আকাশে কুয়াশা ভেজা শীতের চাঁদ। আমার মাথায় আশির্বাদের জ্যোৎস্নাবৃষ্টি হচ্ছে। আজ রাতে পৃথিবীটা এতো সুন্দর! সঁ-াতারকুল সড়কে ভুতের মত দাঁড়িয়ে থাকা জামগাছটি যেন এক অনিন্দ্য সুন্দরী হয়ে উঠেছে, যেন সে তার স্কার্ট ছড়িয়ে কুর্নিশ করছে আমাকে। নিজেকে এখন একজন বাদশাহ ছাড়া আর কিছুই মনে হচ্ছে না।

বাসায় ফিরে আনন্দে, উত্তেজনায় সারা রাত ঘুমুতে পারিনি। সকালে খুব বেলা করে ঘুম থেকে উঠি। উঠেই মনে হয় আজাদ সংগ্রহ করতে হবে। নাশতা না খেয়ে, কাউকে কিছু না বলে, বেরিয়ে পড়ি। প্রায় দেড় মাইল পথ হেঁটে গুলশান এক নম্বর গোল চত্বরে চলে আসি। এখানে, জ্যোতি সিনেমা হলের সামনে, দুজন হকার বসে, শুধু তাদের কাছেই আজাদ পাওয়া যায়। কোনো সেলুনে বা কারো বাসায় কেউ আজাদ পত্রিকা রাখে বলে শুনিনি। কিন্তু আমার কপাল খারাপ। দুজনের কারো কাছেই কপি নেই। আমি দেরী করে ফেলেছি। ওদের কাছে যে কয়টা কপি ছিল সব বিক্রি হয়ে গেছে। বিকেলে এই ঘটনা আমিনুল হক আনওয়ারকে জানালে তিনি বলেন, বিক্রি হবে না, আজ তোমার কবিতা ছাপা হয়েছে।

না খেয়ে হাঁটাহাঁটি করে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ি। আসলে আমি কি হেঁটে গেছি, আনন্দে বেহুশের মত ছুটতে ছুটতে গেছি। একজন হকার বলে, কাগজটা কি বেশি দরকার? ওর এই প্রশ্নে আমি আশাবাদী হই। জোগাড় করে দিতে পারবেন? হ পারুম। কাইল আইসা নিয়া যাইয়েন, আমি আইনা রাখুম। আরে ধ্যাৎ, আমার আজই লাগবে। তাইলে এক কাম করেন। মালিবাগে যান গা। ওইহানে গেলে পাইবেন। মহাখালী পামু না? না, ওরা আজাদ রাখে না। মালিবাগে পাইবেন। ঠিক তো?

শিউর। আমি হাঁটতে হাঁটতে মধ্য বাড্ডা হয়ে রামপুরায় যাই, ওখান থেকে মুড়ির টিনে চড়ে মালিবাগ। হকারকে জিজ্ঞেস করার আগে বুক টিপটিপ করছে। যদি সেও বলে কাগজ নাই। আমার কাছে মনে হচ্ছে এইখানে ব্যর্থ হলে আমি আত্মহত্যা করে ফেলতে পারি। এদিকে ক্ষুধায় নাড়িভুড়ি কামড়াচ্ছে।

মালিবাগে পেয়ে যাই। কাগজটি হাতে নিয়ে টাকা দিতেই ভুলে যাই। সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য পাতাটি বের করি। পাতা উল্টাতে গিয়েও বুক কাঁপছে, যদি আমার কবিতা না থাকে। আছে। কবিতার নাম বাগান। নিচে কী সুন্দর অক্ষরে বোল্ড করে ছাপা হয়েছে কবির নাম, কাজী জহিরুল ইসলাম। আহা কী সুন্দর সেই অক্ষরগুলো। কবিতাটি আমি বেশ কয়েকবার পড়ি। ছাপার অক্ষরে, একটি জাতীয় দৈনিকে কবি হিসেবে আমার নাম ছাপা হয়েছে, কী সাংঘাতিক ঘটনা! কখন কাগজটি নিয়ে আম্মাকে দেখাবো এই উত্তেজনায় আমি ছটফট করছি। ফুটপাত থেকে ছুটে রাস্তার দিকে হাঁটতে শুরু করলে হকার চিৎকার করে ওঠে, এই যে ভাই, কাগজের টেকাটা?

ওহ, স্যরি ভাই, এই যে নেন। টাকা দিয়ে ছুটতে ছুটতে বাসায় আসি। আনন্দে আম্মার চোখেও জল। আম্মা আমাকে সেদিন এতো এতো দোয়া করলেন। আম্মার এইসব দোয়া এবং ভালো ভালো কথা শুনে মনে হচ্ছিল আমি সত্যিই একজন কবি হয়ে গেছি। ১৯৮৫ সালের শেষের দিকে, সম্ভবত ডিসেম্বর মাসে, দৈনিক আজাদ পত্রিকার সাহিত্য বিভাগে আমার প্রথম কবিতা ছাপা হয়।

সাউথ এশিয়ান ইউনিটি প্যারেড ৯ আগস্ট

(শেষ পাতার পর)

সকাল ৯টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত জ্যাকসন হাইটসের ৩৭ এভিনিউ’র ৬৯ স্ট্রিট থেকে ৮৭ স্ট্রিট এলাকায় এই প্যারেড অনুষ্ঠিত হবে। প্যারেডের আয়োজক সংগঠন হচ্ছে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক। ‘এক অঞ্চল এক সংস্কৃতি এক ভবিষ্যৎ’ এই প্রতিপাদ্যকে সামনে নিয়ে অনুষ্ঠিতব্য প্যারেডে দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি দেশ বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, ভুটান ও মালদ্বীপ-এর প্রবাসী জনগণের মধ্যকার ঐক্য, সম্প্রীতি ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র জোরদার করার পাশাপাশি দেশগুলোর শিল্প-সংস্কৃতি আমেরিকানদের মাঝে তুলে ধরাই হবে মূল লক্ষ্য। সিটির জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে বুধবার ২২ জুলাই সন্ধ্যায় আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাষ্টি বোর্ড চেয়ারম্যান, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও প্যারেডের গ্র্যান্ড মার্শাল শাহ নেওয়াজ। সভা পরিচালনা করেন প্যারেড কমিটির প্রধান সমন্বয়কারী শাহ শহিদুল ইসলাম ও জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসীর সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ নমি।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুর রহিম হাওলাদার, সাবেক সহ সভাপতি ফারুক হোসেন মজুমদার, সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, সাংবাদিক আকবর হায়দার কিরণ, সাপ্তাহিক প্রবাস সম্পাদক মোহাম্মদ সাঈদ, শাহ গ্রুপের কর্ণধার শাহ জে চৌধুরী, চিটাগাং এসোসিয়েশন অফ নর্থ আমেরিকার (একাংশ) সভাপতি মাকসুদুল হক চৌধুরী, সোসাইটির সাবেক কর্মকর্তা আকতার হোসেন, কার্যকরী সদস্য জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়াদী, ব্যবসায়ী তরিকুল ইসলাম বাদল, ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল খালেক, এডভোকেট সেতু, জাহাঙ্গীর আলম জয়, শাহনাজ হোসেন, সাংবাদিক জলি আহমেদ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। এছাড়াও রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টর নূরুল আজীম, সোসাইটির সাংস্কৃতিক সম্পাদক অনিক রাজ প্রমুখ সভামঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন।

সভায় ভারতীয়, পাকিস্তানী, নেপালী কমিউনিটির প্রতিনিধিরা সহ প্যারেড কমিটির উপদেষ্টা ড. আবু যুবায়ের দারা, সদস্য সচিব ও সোসাইটির সহ সভাপতি মোহাম্মদ কামরুজ্জামান, বীর মুক্তিযোদ্ধা শওকত আকবর রিচি সহ বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। সভায় শাহ নেওয়াজ বলেন, সাউথ এশিয়ান ইউনিটি প্যারেড (এসএইউপি)-এর প্রস্তুতি এগিয়ে চলছে। ইতিমধ্যেই বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ ভারতীয়, পাকিস্তানী ও নেপালী কমিউনিটির একাধিক সংগঠন সমর্থন জানিয়েছে। এওয়াইপিডি সহ আমরা এশিয়ান কমিউনিটির বিভিন্ন সংগঠনের সাথে যোগাযোগ হয়েছে। তিনি প্যারেড সফল করতে সবার সহযোগিতা কামনা করেন। সভায় জানানো হয়, বাংলাদেশী কমিউনিটির বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন ইতিমধ্যেই সাউথ এশিয়ান ইউনিটি প্যারেড (এসএইউপি)-এ যোগ দিতে সম্মতি ও সমর্থন জানিয়েছে।

নিউইয়র্কে গুলিতে বাংলাদেশি ট্যাক্সি চালক আহত

(শেষ পাতার পর)

হয়েছেন। গত ২৪ জুলাই শুক্রবার ভোরে ব্রুকলিনের অ্যবার্ন প্ল্যাস ও ফোর্ট গ্রিনের কাছে নর্থ পোর্টল্যান্ড অ্যাভেনিউয়ে এ ঘটনা ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীর বরাতে পুলিশ বলছে, সেখানে যাত্রী নামাচ্ছিলেন ৫৩ বছর বয়সি নাসির। এসময় তার ট্যাক্সিকে পেছন থেকে ধাক্কা দেয় আরেকটি গাড়ি। তাতে ট্যাক্সির বড় ক্ষতি হয়েছে কি না তা দেখতে নামেন নাসির। এসময় ধাক্কা দেওয়া গাড়ির চালকের সঙ্গে বাগবিতণ্ডায় জড়ান ট্যাক্সি থেকে নামা যাত্রী। তখন তাদের শান্ত করার চেষ্টা করছিলেন নাসির। এ সময় পাশের বাসা থেকে আসা এক ব্যক্তি অতর্কিতে গুলি চালালে তা নাসিরের মুখমণ্ডলের ডানপাশে বিদ্ধ হয়। আহতের বন্ধু শাহ আলম শনিবার সন্ধ্যায় জানান, নাসিরকে ঘটনাস্থল সংলগ্ন নিউইয়র্ক-প্রেসবাইটেরিয়ান ব্রুকলিন মেথডিস্ট হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ইতোমধ্যে তার দুদফা অস্ত্রোপচার হয়েছে।

পুলিশ বলছে, নাসিরের শারীরিক অবস্থা এখন শঙ্কামুক্ত। ‘প্রবাসী বরিশাল বিভাগীয় কল্যাণ সমিতি’তে একসময় সেক্রেটারি ছিলেন নাসির। সংগঠনটির উপদেষ্টা শাহ আলম বলেন, “আমরা হাসপাতালে খোঁজ-খবর রাখছি। তবে একদিন পার হলেও বন্দুকধারী গ্রেপ্তার না হওয়ায় কমিউনিটিতে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।” নিউইয়র্ক সিটিতে কর্মরত অবস্থায় ট্যাক্সি চালক গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনা ধারাবাহিকভাবে বাড়ছে।

এ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে নিউ ইয়র্ক স্টেট ফেডারেশন অব ট্যাক্সি ড্রাইভারসের মুখপাত্র ফার্নান্দো ম্যাতিও বলেন, “জীবিকার তাগিদে ট্যাক্সি ড্রাইভাররা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পেশাগত দায়িত্ব পালন করছেন। বন্দুকধারী দুর্বৃত্তরা আক্রমণ চালিয়ে নির্বিঘ্নে কেটে পড়ছে। শনাক্ত করা কঠিন হচ্ছে। এমন পরিস্থিতির অবসানে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি হয়ে পড়েছে।”নিউইয়র্কের প্রতিটি ট্যাক্সিতে ক্যামেরা বাধ্যতামূলক করার দাবি জানিয়ে তিনি বলেন, “যাতে চালকদের ওপর হামলার ঘটনায় দ্রুত অপরাধীদের শনাক্ত করা যায়।”ফেডারেশনের তথ্য অনুযায়ী, নাসিরের ওপর আক্রমণ গত দুই সপ্তাহের মধ্যে দায়িত্বরত চালকের ওপর দ্বিতীয় গুলির ঘটনা। কয়েকদিন আগে ব্রুকলিনে পাকিস্তানি চালক দ্যানিশ সারওয়ার গুলিবিদ্ধ হয়ে প্যারালাইজড হন।

ব্রঙ্কসে গুলিতে নিহত ১২ বছরের শিশু নিহত : নিউইয়র্ক সিটির ব্রঙ্কসের মাউন্ট ইডেন এলাকায় একটি বোডেগার সামনে দুই পক্ষের মারামারির জেরে ছোড়া গুলিতে ১২ বছর বয়সী এক শিশু নিহত হয়েছে। গত ২৫ জুলাই বিকেল প্রায় ৫টার দিকে ওয়ালটন অ্যাভিনিউ ও এলিয়ট প্লেসের মোড়ে এ ঘটনা ঘটে।প্রকাশিত নজরদারি ক্যামেরার ভিডিওতে দেখা যায়, একদল ব্যক্তি রাস্তায় হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ে। একপর্যায়ে তাদের একজন আগ্নেয়াস্ত্র বের করে এলোপাতাড়ি গুলি ছোড়ে। সে সময় ওই ১২ বছরের শিশু তার সাইকেলের পাশে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে ছিল। ছোড়া একটি পথভ্রষ্ট (স্ট্রে) গুলি তাকে বিদ্ধ করে।

আরেকটি ভিডিওতে দেখা যায়, গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর শিশুটি বুক বা হাত চেপে ধরে দ্রুত পাশের বোডেগার ভেতরে ঢুকে পড়ে। দোকানের কর্মচারী ও এক ক্রেতার পাশ দিয়ে দৌড়ে যাওয়ার পরই সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।গুরুতর অবস্থায় তাকে লিংকন হাসপাতালে নেয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন।এ ঘটনায় আরো দুজন গুলিবিদ্ধ হন। তাদের মধ্যে ৩৪ বছর বয়সী এক ব্যক্তি পায়ে এবং ২৫ বছর বয়সী আরেক ব্যক্তি নিতম্বে গুলিবিদ্ধ হন। তারা দুজনই আশঙ্কামুক্ত বলে জানিয়েছে পুলিশ।গুলিবর্ষণের পর হামলাকারী একটি জিপ গাড়িতে করে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। তাকে গ্রেপ্তারের জন্য নিউইয়র্ক পুলিশ (এনওয়াইপিডি) তদন্ত চালাচ্ছে এবং সিসিটিভি ফুটেজসহ বিভিন্ন আলামত পর্যালোচনা করছে।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে WEEKLY BANGLADESH

মেগা বিলাস যখন লুটপাটের হাতিয়ার

(৪ পাতার পর)

ডেকে মনের কথা বলতেন। বিশেষ করে বিদেশে পর্যটন শেষে ফিরে এসে তিনি সাংবাদিকদের ডাকতেন। তাদের জন্য চা-নাশতার এন্তেজাম থাকত। চেহারা দেখেই বোঝা যায়, প্রশ্নের স্ক্রিপ্ট কে তৈরি করেছেন এবং কে সেটি উত্থাপন করবেন। প্রধানমন্ত্রী প্রশ্নকর্তার সাজানো প্রশ্নের জবাবে প্রসঙ্গ ছেড়ে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়তেন, তার প্রতি পেটভরা বিষ উগড়ে দিতেন। এটা করে তিনি স্যাডিস্ট আনন্দ পেতেন। তো এক সাংবাদিক ক্রেস্টের স্বর্ণ চুরি নিয়ে বেমক্কা প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন-আপা, এ ক্রেস্টের স্বর্ণ চুরির ব্যাপারটা? জবাবে আপা কী বললেন? আপনারা শুধু চুরিটাই দেখলেন! আমরা যে সম্মান জানালাম, সেটি দেখলেন না?

ক্রেস্ট তৈরির দায়িত্ব ছিল মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রণালয়ের। তো স্কুপ নিউজে জানা গেল, ক্রেস্টের ঠিকাদারি পাইয়ে দিতে মন্ত্রী-সচিবের হাত আছে। এ নিয়ে অনেক আলোচনা-সমালোচনা হলো। তাতে কী?

চোরতন্ত্র ভালো রকমেই জেঁকে বসেছে। সরকার বদল হলেই যে চোরেরা গা ঢাকা দেবে, এটা মনে করার কারণ নেই। রাষ্ট্রের প্রায় সবই ইনস্ট্রুমেন্ট, সব হাত পচে গেছে। তারা প্রকল্প বানায়। সরকার বদল হলেও ওই হাতগুলো থেকে যায়। চুরির অভ্যাসটা একসময় নিয়মে পরিণত হয়। সেটিকে ন্যায্যতা দিতে বলা হয়-আগে তো এর চেয়ে বেশি চুরি হতো! তার মানে, আমাদের চেয়ে ওরা বড় চোর, বড় লুটেরা। সঙ্গে সঙ্গে বিদূষকরা গবেষণা করতে লেগে যায়, কোন আমলে কত চুরি হয়েছে। একই গীত-এতদিনের জঞ্জাল তো অল্প কয়েক বছরে সাফ করা যাবে না! ওরা তো দেশের সর্বনাশ করে দিয়ে গেছে! এখন আমরা নেমেছি দেশ পুনরুদ্ধার প্রকল্প নিয়ে! এই ‘ওরা’ আর ‘আমরা’ নিয়েই এদেশের রাজনীতি, রাজনৈতিক দল, সরকার আর রাষ্ট্র। আমাদের আশপাশে যেসব নেতা-পাতিনেতা-কর্মকর্তা-কর্মচারী-মন্ত্রী পারিষদ নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, তাদের অনেকের চেহারা দেখলেই মনে হয়-ব্যাটা চোর অতিশয়। আচ্ছা, মুখ দেখে কি বোঝা যায় কে চোর আর কে সাধু?

মহিউদ্দিন আহমদ : লেখক ও গবেষক।

ফ্যাসিবাদ ও আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে জাতির অঙ্গীকার

(৯ পাতার পর)

মাধ্যমে রক্ষা করার। যাত্রা কেবল স্বৈরাচার অপসারণে শেষ নয়-এর পরিণতি হতে হবে একটি সার্বভৌম, সত্যনিষ্ঠ ও জনগণনির্ভর প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা।

এ সংকটময় সময়ে সত্যিকারের দেশপ্রেমিকদের থাকতে হবে সজাগ ও ঐক্যবদ্ধ। সংগ্রাম এখন শুধু রাজনৈতিক নয়, এটি অস্তিত্বের প্রশ্ন। আমাদের সতর্ক থাকতে হবে ভিতরের বিশ্বাস-ঘাতকদের ও বাইরের হুমকির প্রতি। যারা দেশের সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে কাজ করে-তাদের পরিচয়, পদ বা পতাকা যাই হোক না কেন-তাদের চিহ্নিত করে জবাবদিহির আওতায় আনতেই হবে। এটি কোনো দলের দায়িত্ব নয়, এটি জাতীয় দায়িত্ব-রাজনীতির ঊর্ধ্বে, পক্ষপাতিত্বের বাইরের একটি কর্তব্য। বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নিহিত রয়েছে ঐক্য, সততা ও সংস্কারের মধ্যে। রাজনৈতিক দলগুলোকে এখন দায়িত্ব নিতে হবে-ক্ষমতা দখলের জন্য নয়, বরং নিজেদের শুদ্ধ করতে, দুর্নীতি দূর করে নিঃস্বার্থভাবে দেশের সেবা করতে। বিভেদের রাজনীতি, তোষণের সংস্কৃতি এবং বিদেশি স্বার্থে আপসের ঐতিহ্য-এসব এখনই বন্ধ করতে হবে। তাহলেই আমরা এগিয়ে যেতে পারব এক নতুন যুগে-ন্যায়বিচার, জবাবদিহি ও প্রকৃত জনগণের শাসনের যুগে। আমরা এ পর্যন্ত এসেছি শুধু টিকে থাকার জন্য নয়, পরিবর্তনের জন্য। এখন আর পিছিয়ে যাওয়ার সময় নয়। আসুন, একসঙ্গে গড়ি এমন এক বাংলাদেশ-যে দেশ গর্বের সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকবে, থাকবে না কোনো স্বৈরাচার, থাকবে না কোনো বিদেশি প্রভাব, থাকবে শুধু এ দেশের মানুষের স্বপ্ন ও আদর্শের প্রতিফলন।

মেজর জেনারেল (অব.) এইচআরএম রোকন উদ্দিন : নিরাপত্তা বিশ্লেষক।

সোশ্যাল মিডিয়ায় সবাই ঘায়েল

(৮ পাতার পর)

আনতে। আমার মতো কোনো বৃদ্ধ দুই হাত প্রসারিত করে আবু সাঈদের মতো জীবন দিতে পারে না। বিজেপির বুলডোজারের নিচে ভারতের প্রাচীনতম দল কংগ্রেস চিড়ে চ্যাপ্টা হয়ে যাওয়ার পর ক্ষুদ্র তেলাপোকারা সেই বুলডোজারকেই যেন অকেজো করে দিয়েছে। ভারতের বিখ্যাত ভিন্নমতের লেখিকা অরুন্ধতী রায় সঠিক বলেছেন, তেলাপোকারা নিরস্ত্র হলেও বিপজ্জনক।

শেষ পর্যন্ত এদের আন্দোলনের কাছে পরাজয় মেনে নরেন্দ্র মোদি তার হিন্দুত্ববাদী সরকারের শিক্ষামন্ত্রীকে পদত্যাগ করাতে বাধ্য হয়েছেন। সদ্য সাবেক শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান নিজেও তরুণ বয়সে ওড়িশার ডাকসাইটে হিন্দুত্ববাদী ছাত্রনেতা ছিলেন। আমাদের এহছানুল হক মিলনকে ভারতের ধর্মেন্দ্র প্রধানের তুলনায় ভাগ্যবান বলতেই হচ্ছে যে তাকে পদত্যাগ করতে হয়নি। পাশাপাশি দুই দেশেই সোশ্যাল মিডিয়া ক্রমেই মূলধারার গণমাধ্যমের চেয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠছে। আজ সব দেশে অধিকারহারা মানুষের তথ্য পাওয়ার ভরসার স্থল যেন সোশ্যাল মিডিয়া। দিল্লিতে সাম্প্রতিক আন্দোলনের সময় বিজেপিপন্থি মিডিয়া যাদের গোদি মিডিয়া নামে ভারতে সবাই চেনে, সেই সব মিডিয়ার কর্মীরা তাদের মতো করে বাঁকানো খবর পরিবেশন করতে গিয়ে আন্দোলনরত জেন-জিদের হাতে রীতিমতো নাজেহাল হয়েছেন। গোদি মিডিয়ার নির্লজ্জ দালালিতে ভারতের সাধারণ জনগণ ত্যক্তবিরক্ত হয়ে উঠেছেন। সেই সব তথাকথিত ‘মেইনস্ট্রিম’ মিডিয়ার প্রাইম টাইমের খবর বাদ দিয়ে সবাই এখন আকাশ ব্যানার্জি, রাভিশ কুমার এবং ধ্রুব রাঠির মতো জনপ্রিয় ইউটিউব কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের কথা শুনছেন। এটাই বাংলাদেশসহ পৃথিবীর সর্বত্র করপোরেট ও অলিগার্ক মিডিয়ার বাস্তবতা। দুর্ভাগ্যের কথা হলো, আমাদের অধিকাংশ মিডিয়া জুলাই বিপ্লব থেকে শিক্ষা নিতে ব্যর্থ হয়েছে বলেই মনে হচ্ছে। তোষামোদ বোধহয় এদের ডিএনএতে ঢুকে গেছে।

কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ার আবার উল্টো পিঠ রয়েছে, যার উল্লেখ না করলে আমি বুদ্ধিবৃত্তিক অসততার অভিযোগে অভিযুক্ত হতে পারি। মূলধারার গণমাধ্যমের মতো জবাবদিহিতা না থাকার ফলে সোশ্যাল মিডিয়া অনেক ক্ষেত্রে ভুয়া তথ্য ছড়ানোর বাহন হয়ে দাঁড়ায়। এর ফলে অনেক নিরপরাধ ব্যক্তি সমাজে অপমানিত এবং ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। তাছাড়া নাগরিকের ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অধিকারও ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। বিভিন্ন পদ্ধতিতে সাইবারবুলিংয়ের আশঙ্কাও দিন দিন বেড়ে চলেছে।

বিষয়টিকে আপনারা সমাজের বৃহত্তর হিতের জন্য ব্যক্তির গোপনীয়তার স্বাধীনতাকে বিসর্জন দেওয়ার সমতুল্য বিবেচনা করতে পারেন। তবে তখনই নাগরিকের জন্য সবচেয়ে বেশি বিপদের সৃষ্টি হয়, যখন কোনো স্বৈরাচারী সরকার রাষ্ট্রশক্তিকে ব্যবহার করে ভিন্নমতাবলম্বীদের হেয় করতে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে মিথ্যা, বিকৃত ও অবমাননাকর তথ্য ছড়াতে থাকে। আজকের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে এ ধরনের বিপদ বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন দেশের স্বৈরাচারী সরকার ভিন্নমতকে দমাতে আধুনিক বিজ্ঞানের এসব ক্ষতিকর প্রয়োগ অনবরত করে যাচ্ছে। সবদিক বিবেচনা করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারে ভারসাম্য আনাটাই বর্তমান সময়ের অন্যতম চ্যালেঞ্জ।

আমি কি দু’টো সুস্পষ্ট পথ দেখাইনি?

(১০ পাতার পর)

ও ন্যায়ের পথে অবিচল রাখতে পারে।

আর রহমের ব্যাপারে বলা যায়, ঈমানদারদের সমাজের বৈশিষ্ট্যউ হচ্ছে এই যে, এটা কোন জালেম,নির্দয়, বেরহম, পাষাণ হৃদয় ও হৃদয়হীনদের সমাজ হয় না। বরং সমগ্র মানবতার জন্য এটি হয় একটি স্নেহশীল, করুণাপ্রবণ এবং নিজেদের পরস্পরের জন্য সহানুভূতিশীল ও পরস্পরকে দু:খে- শোকে-বেদনা অনুভবকারী একটি সংবেদনশীল সমাজ। ব্যক্তি হিসাবেও একজন মু’মিন হয় করুণা মূর্ত প্রতিক। দলগতভাবে ও মুমিনদের দল আল্লাহর এমন এক নবীর প্রতিণিধি যার প্রশংসায় বলা হয়েছে: “বিশ্ববাসীর জন্য রহমত ও করুণা হিসাবেই তোমাকে পাঠিয়েছি।”(সুরা আম্বিয়া:১০৭)

ইসলামে প্রতিবেশীর অধিকার

(১০ পাতার পর)

করা; ৩) তার প্রতি দয়া ও বন্ধুত্ব সূলভ আচরণ করা; ৪) তাকে সম্মান করা; ৬) বিপদাপদে সাহায্য করা; ৭)তার সাথে যথাসম্ভব বিবাদে লিপ্ত না হওয়া; ৮) রোগ-ব্যাধিতে দেখতে যাওয়া বা প্রয়োজনীয় সেবা করা; ৯) দেখা হলে হাসি মুখে কথা বলা; ১০) সালাম আদান প্রদান করা; ১১) মারা গেলে কাফন-দাফন ও জানাযায় অংশ গ্রহণ করা; ১২) কেউ তার ক্ষতি করতে চাইলে যথাসম্ভব প্রতিহত করা; ১৩) তার সাথে ভালবাসা পূর্ণ সম্পর্ক রাখা; ১৪) ক্ষতিকর কিছু ঘটলে যথাসাধ্য সাহায্য করা ও সমবেদনা জানানো; ১৫) তার খুশিতে শরীক হওয়া; ১৬) মাঝে-মধ্য তাকে তার বাড়িতে উপহার পাঠানো; ১৭) তার মাঝে শরীয়া বিরোধী কিছু দেখলে আন্তরিকভাবে নসিহত করা; ১৮) দীনী বিষয়ে না জানলে জ্ঞানদান করা; ১৯) কাফির হলে দ্বীনের দাওয়াত দেয়া; ২০) তার মধ্যে হঠাৎ ঘটে যাওয়া কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখলে তা লোক সম্মুখে প্রকাশ না করা এবং যথাসাধ্য গোপনে সংশোধন করার চেষ্টা করা ইত্যাদি।

পুলিশের এসকর্ট কী, কারা

(১২ পাতার পর)

ও চলাচলের সূচি অনুযায়ী দলটি তাঁর গাড়ির সঙ্গে থাকে। এই এসকর্ট দলের বেতন-ভাতা এবং গাড়ির জ্বালানি খরচ মেটানো হয় সরকারি কোষাগার থেকে।

এসকর্ট কারা পান : ডিএমপির তথ্য অনুযায়ী, পুলিশের এসকর্ট সুবিধা সবার জন্য নির্ধারিত নয়। এটি মূলত রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি এবং বিশেষ ঝুঁকিতে থাকা ব্যক্তিদের নিরাপত্তা মূল্যায়নের ভিত্তিতে দেওয়া হয়। কারা এই সুবিধা পাবেন, তা সরকার, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও পুলিশ কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করে। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী ও মন্ত্রী পর্যাদার উপদেষ্টারা এই সুবিধা পান। আর প্রতিমন্ত্রীরা এসকর্ট সুবিধা পান না, শুধু বাসার নিরাপত্তা পান। আবার সব মন্ত্রী এই সুবিধা নেন না। ছয় মন্ত্রী ও মন্ত্রী পদমর্যাদার এক উপদেষ্টাসহ বর্তমানে ১৮ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি পুলিশের এসকর্ট সুবিধা পাচ্ছেন। মন্ত্রীদের বাইরে অন্যরা হলেন ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হাফিজ উদ্দিন আহমদ, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান, সদ্য সাবেক রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন, সাবেক প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস, ডেপুটি স্পিকার ব্যারিস্টার কায়সার কামাল, বিরোধীদলীয় নেতা শফিকুর রহমান, বিরোধীদলীয় উপনেতা সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের, চিফ হুইপ নুরুল ইসলাম মনি, বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ নাহিদ ইসলাম, প্রধান বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরী, প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এম এম নাসির উদ্দিন। নিয়ম অনুযায়ী, স্পিকার ও দুদক চেয়ারম্যানও এই সুবিধা পান। তবে বর্তমানে এই দুই পদে কেউ দায়িত্বে নেই। এসব ব্যক্তির বাইরেও বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধান, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, খেলোয়াড়েরা বাংলাদেশে এলে সাময়িক সময়ের জন্য ‘ভিআইপি’ পদমর্যাদা ঘোষণা করে এই এসকর্ট সুবিধা দেওয়া হয়। নিরাপত্তা পরিস্থিতি বিবেচনায় কখনো কখনো কোনো সরকারি কর্মকর্তা বা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকেও সরকারি সিদ্ধান্তে এই সুবিধা দেওয়া হয়। প্রটেকশন বিভাগের কর্মকর্তারা জানান, প্রধানমন্ত্রীর এসকর্ট সুবিধা আগের চেয়ে কমিয়ে আনা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর বহরে আগে পুলিশের দুটি প্রটোকল গাড়ি থাকত। তিনি এখন সেই দুটি গাড়ি নিচ্ছেন না। প্রধানমন্ত্রীর মূল নিরাপত্তায় বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনী (এসএসএফ) থাকছে। পুলিশের পক্ষ থেকে শুধু মোটর শোভাযাত্রার পাইলট (মোটরসাইকেল নিয়ে বহরে থাকেন) রাখা হয়েছে। সামনে ও পেছনে মোটরসাইকেলে দুজন করে মোট চারজন পুলিশ সদস্য দায়িত্ব পালন করেন।

রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা বিধান কী : রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার ক্ষেত্রে মূল আইন হচ্ছে বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনী (এসএসএফ) আইন, ২০২১। আইনের ৮(১) ধারায় বলা হয়েছে, রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী যেখানেই অবস্থান করুক না কেন, তাঁদের দৈহিক নিরাপত্তা দেওয়া এসএসএফের প্রধান দায়িত্ব। অর্থাৎ তাঁদের নিরাপত্তা শুধু ঢাকা কিংবা সরকারি সফরের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তাঁরা সার্বক্ষণিক তাঁদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন। গোয়েন্দা সংস্থা এবং সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় তাঁরা নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো এই সহায়তা দিতে বাধ্য।

এসকর্ট কীভাবে দেওয়া হয় : ঢাকা মহানগরের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী এবং রাষ্ট্রের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির জন্য এসকর্ট সুবিধা অনুমোদিত থাকলে তাঁর চলাচলসূচি অনুযায়ী প্রটেকশন বিভাগের গাড়ি ও দলের সদস্যরা সঙ্গে থাকেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পুলিশ সদর দপ্তর বা ডিএমপির ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী এই বরাদ্দ দেওয়া, কমানো বা প্রত্যাহার করা হয়। এর বাইরে গুরুত্বপূর্ণ এসব ব্যক্তির বাসার নিরাপত্তা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যক্তিপর্যায়েও এসকর্ট দেওয়া হয়। ঢাকার বাইরে রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী ঢাকার বাইরে গেলে এসএসএফের নেতৃত্বে সফরস্থলের পুলিশ, জেলা প্রশাসন, গোয়েন্দা সংস্থা ও অন্য সরকারি প্রতিষ্ঠান নিরাপত্তা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে। মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রীর ক্ষেত্রে অনুমোদিত সরকারি সফরসূচি সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন ও পুলিশ কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়। সফরের গুরুত্ব, অনুষ্ঠানস্থল, রুট এবং সম্ভাব্য হুমকি বিবেচনায় স্থানীয় পুলিশ এসকর্ট ও অনুষ্ঠানস্থলের নিরাপত্তা দেয়।

এসকর্ট বাতিল হওয়া মন্ত্রীদের নিরাপত্তা এখন কীভাবে হবে : সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সম্প্রতি যে ১৮ জন মন্ত্রীর এসকর্ট প্রত্যাহার করা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ধর্মমন্ত্রী কাজী শাহ মোফাজ্জল হোসেন কায়কোবাদ; পরিবেশমন্ত্রী আবদুল আউয়াল মিন্টু; মুক্তিযুদ্ধবিষয়কমন্ত্রী আহমেদ আজম খান; সংস্কৃতিমন্ত্রী নিতাই রায় চৌধুরী; ভূমিমন্ত্রী মিজানুর রহমান মিনু; বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী আফরোজা খানম রিতা; বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী খন্দকার আবদুল মুক্তাদির; শ্রম ও প্রবাসীকল্যাণমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী; তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন এবং কৃষি ও মৎস্যমন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ। এ ছাড়া পানিসম্পদমন্ত্রী শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনামন্ত্রী আসাদুল হাবিব দুলু, আইনমন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান, গৃহায়ণ ও গণপূর্তমন্ত্রী জাকারিয়া তাহের, শিক্ষামন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন, স্বাস্থ্যমন্ত্রী সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন, তথ্যপ্রযুক্তিমন্ত্রী ফকির মাহবুব আনাম এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী শেখ রবিউল আলমের এসকর্টও প্রত্যাহার করা হয়েছে। ডিএমপি বলছে, এসকর্ট সুবিধা বাতিল হলেও নিয়ম অনুযায়ী এসব মন্ত্রীর একজন গানম্যান ও হাউস গার্ড বহাল থাকবে। পাশাপাশি ঢাকার বাইরে সফরে গেলে প্রয়োজন অনুযায়ী সব মন্ত্রীর জন্য পুলিশের প্রহরা ও নিরাপত্তাব্যবস্থা বহাল থাকবে।

এসকর্ট দিতে গিয়ে পুলিশ কোন সংকটে : ডিএমপির প্রটেকশন বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, ঢাকায় ভিআইপি, কেপিআইভুক্ত বিভিন্ন স্থাপনার জন্য যে পরিমাণ পুলিশ সদস্য প্রয়োজন, তা নেই। সদস্যের ঘাটতির কারণে অতিরিক্ত ডিউটি করতে গিয়ে পুলিশ সদস্যদের শারীরিক ও মানসিক চাপ বাড়ছে। একই সঙ্গে যানবাহন সংকটও রয়েছে। ফলে কখনো কখনো একটি প্রটেকশন গাড়ি একজন মন্ত্রীকে পৌঁছে দিয়েই তড়িঘড়ি করে আরেকজনকে নিতে ছুটতে হয়। এসকর্ট সুবিধা কমানোর ফলে মন্ত্রীদের নিরাপত্তায় নিয়োজিত প্রায় ৯০ পুলিশ সদস্যকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। আগে এ কাজে প্রায় ১২০ জন পুলিশ সদস্য যুক্ত থাকলেও এখন থাকছেন ৩০ থেকে ৩৫ জন। একই সঙ্গে এসকর্টের গাড়ির ব্যবহার ২৫টি থেকে কমে ৭টিতে নেমেছে। এ দায়িত্ব থেকে মুক্ত গাড়ি ও জনবল পুলিশের অন্য কাজে লাগানো হচ্ছে। ডিএমপির প্রটেকশন বিভাগের উপকমিশনার মো. শাহরিয়ার আলম প্রথম আলোকে বলেন, ‘রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নিরাপত্তা দেওয়া পুলিশের নিয়মিত কাজের অংশ। তবে কিছু সংকটের কারণে এই দায়িত্ব পালনে পুলিশকে হিমশিম খেতে হচ্ছে। সংকট কেটে গেলে আরও নির্বিঘ্নে নিরাপত্তা সেবা দেওয়া সম্ভব হবে।’

নিউইয়র্কের স্কুলে রোবট শিক্ষক

(শেষ পাতার পর)

তবে এই প্রকল্পের কঠোর সমালোচনা করেছেন শিক্ষকেরা। তাঁরা এ উদ্যোগকে ‘অযৌক্তিক’ আখ্যা দিয়েছেন। শিক্ষকদের দাবি, মানুষের মতো দেখতে রোবট এনে শিক্ষকতা পেশার অবমূল্যায়ন করা হচ্ছে। স্থানীয় আদিবাসীদের একাংশও এই প্রকল্পের সমালোচনা করেছেন। তাঁদের মতে, এ ধরনের উদ্যোগ সংস্কৃতির প্রতি চরম উদাসীনতার শামিল। রোবটটির নাম ‘স্যালি’। এর দাম পড়েছে ৫৭ হাজার ৫৯০ মার্কিন ডলার। এটি মূলত একটি নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে কাজ করবে। যেসব শিক্ষার্থীর রোবটটি ব্যবহারের অনুমতি থাকবে, তারা দিনে ২৪ ঘণ্টাই ভার্চ্যুয়ালি এটির সহায়তা নিতে পারবে। এটি শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যক্তিগতভাবে শেখার সুযোগ তৈরি করবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে ওই প্রকল্পের এক বিজ্ঞপ্তিতে। রোবটটি তৈরি করেছে রিয়েলবোটিকস নামের টরন্টোভিত্তিক একটি কোম্পানি। তাদের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সালামানকা হাইস্কুলের পরিচালনাকারী ক্যাটারাগাস কাউন্টি স্কুল ডিস্ট্রিক্ট যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে প্রথমবারের মতো হিউম্যানয়েড রোবট ও এআই শিক্ষক-সহকারী ব্যবহার করতে যাচ্ছে। সালামানকার পাইলট প্রকল্পে রিয়েলবোটিকস এম-সিরিজের একটি হিউম্যানয়েড রোবট থাকছে। এটি স্বাভাবিক কথোপকথন, মুখের অভিব্যক্তি ও তাৎক্ষণিক যোগাযোগের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে শিক্ষা দেবে।

সালামানকা টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এবং ওই হাইস্কুলের শিক্ষক লেসি পিহলব্লাড বলেন, ‘রিয়েলবোটিকস যে সফটওয়্যার ব্যবহার করছে, তার নিরাপত্তা নিয়ে আমরা বেশ চিন্তিত। শিক্ষার্থীদের তথ্য সংরক্ষণ করা হবে কি না, কীভাবে এসব তথ্য সংগ্রহ করা হবে এবং রোবটটির রেকর্ডিং ক্ষমতা কেমন সেসব বিষয়েও আমাদের শঙ্কা রয়েছে। আমরা চাই স্কুল ডিস্ট্রিক্ট আপাতত রোবটটির ব্যবহার স্থগিত রাখুক। এই এআই প্রযুক্তির সফটওয়্যারের ব্যবহারও বন্ধ রাখা উচিত। এ বিষয়ে আরও মানুষের মতামত নেওয়ার পর পরবর্তী সিদ্ধান্ত নিতে হবে।’ লেসি পিহলব্লাড জানান, নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্য বর্তমানে শ্রেণিকক্ষে অতিরিক্ত প্রযুক্তির ব্যবহার থেকে সরে আসছে। তিনি বলেন, ‘শিক্ষার্থীদের প্রযুক্তির ব্যবহার কমানো উচিতড়এমন মত এখন জোরালো হচ্ছে। আমি মনে করি, শ্রেণিকক্ষে শিশুদের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য একটি হিউম্যানয়েড রোবট বসানোটা চরম ভুল সিদ্ধান্ত। আমাদের অধিকাংশ শিক্ষকেরও একই মত।’ সালামানকা টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের মূল সংগঠন ‘নিউ-ইয়র্ক স্টেট ইউনাইটেড টিচার্স’। এর সভাপতি মেলিন্ডা পারসন গার্ডিয়ানকে বলেন, শিক্ষার্থীদের সামনে একটি প্রাণহীন যন্ত্র দাঁড় করিয়ে দেওয়াটা মোটেও ভালো কোনো বুদ্ধি নয়। অল্প বয়সী ছেলেমেয়েরা কেবল মানুষের সঙ্গে মিশতে, বন্ধুদের সঙ্গে থাকতে এবং দ্বন্দ্ব মেটাতে শিখছে। এমন সময়ে মানুষের সম্পর্কের অনুকরণ করতে পারে এমন একটি যন্ত্রকে তাদের সামনে আনা হচ্ছে। মানুষের মতো দেখতে একটি রোবটকে এভাবে শ্রেণিকক্ষে আনলে তা শিক্ষকতা পেশাকে চরমভাবে অবমূল্যায়ন করবে। হিউম্যানয়েড রোবট পরীক্ষার জন্য উল্লেখযোগ্যসংখ্যক আদিবাসী শিক্ষার্থী থাকা একটি হাইস্কুলকে বেছে নেওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ওই হাইস্কুলের শিক্ষার্থীদের প্রায় ৪০ শতাংশই আদিবাসী আমেরিকান। এ বিষয়ে সেনেকা জাতিগোষ্ঠীর নেতারা গার্ডিয়ানের কাছে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইট্স ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange Mobile App
ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

CORPORATE 212-808-0790
ATLANTA 770-936-9906
BROOKLYN 718-853-9558
JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150
MICHIGAN 313-368-3845
OZONE PARK 347-829-3875
PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

PRINTING
সকল প্রকার প্রিন্টিং সার্ভিস

সেবা সমূহ
ব্যানার • পাসপোর্ট ফটো
সাইনবোর্ড • মগ
ক্যালেন্ডার • ওয়েব সাইট ডিজাইন
ম্যাগাজিন • লেভেল/স্টিকার
ফ্লায়ার • আইডি কার্ড
মেন্যু • টি-শার্ট
পত্রিকা এড • রাবার স্ট্যাম্প
বিয়ের কার্ড • ভিজিটিং কার্ড
পোষ্টার • লেমিনেশন
ক্রেস্ট • ফোল্ডার

We are in
Jackson Heights
NY 11372

আমাদের অকৃত্রিম সেবা
ডিজাইন
প্রিন্টিং
বাইন্ডিং

www.bigdesignus.com

সুবিধা সমূহ
- সার্বক্ষনিক ইন্টারনেট সুবিধা
- জরুরী প্রয়োজনে রেডিমেড ডিজাইন
- কাজের সুন্দর পরিবেশ
- ফোন, ফ্যাক্স ও ই-মেইল সুবিধা

BIG DESIGN
PROFESSIONAL

37-55, 72 Street, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 646-645-6904, 718-255-1158
Email: bigdesign360@gmail.com

১ সপ্তাহ ১০ ডলার
৩ সপ্তাহ ২০ ডলার

ক্লাসিফাইড

যোগাযোগ : ৭১৮-৫২৩-৬২৯৯, ফ্যাক্স : ৭১৮-২০৬-২৫৭৯
E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com

বাসা ভাড়া

বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কসের পার্কচেষ্টারে গ্লিব অ্যাভিনিউয়ে (জিপ কোড: ১০৪৬২) দোতলায় ৪ বেডরুম, ২ ফুল বাথরুমের একটি বাসা ভাড়া হবে। হাঁটা দূরত্বে মসজিদ ও বাংলাদেশী গ্রোসারি। সাবওয়ে ৬ ট্রেন ও ২২ বাস স্টপ কাছেই। যোগাযোগ: **1-929-371-1961** বি-০৮-১১

সেমি-বেসমেন্ট ভাড়া

১৬৬ স্ট্রিট ও ইউনিয়ন টার্নপাইকে নতুন সংস্কার করা ২ বেডরুম, লিভিং রুম, রান্নাঘর, ১ বাথরুমসহ একটি সেমি-বেসমেন্ট অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। বিস্তারিত তথ্য বা বাসা দেখার জন্যযোগাযোগ করুন:718 440 2514 বি-০৮-১১

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা ১০৪-৮৪ ১৬৫ স্ট্রিট, দোতলায় ৩ বেডরুম, ১ বাথরুমের একটি বাসা ভাড়া হবে। ফোন করুন বা টেক্সট মেসেজ রাখুন: **৩৪৭-৮৯১-২২৪৬** বি-০৬-০৮

বেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে

উডহ্যাভেন ও আটলান্টিকের কর্ণারে রেনোভেটেড ৩ বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। খুব কাছেই মসজিদ ও সুপার মার্কেট। যোগাযোগ: আমিন। ফোন : **646-287-9314** বি-০৭-০৯

সেমি-বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা হলিসে ২০১ স্ট্রিটে বড় দুই বেডরুমের সেমি-বেসমেন্ট ভাড়া হবে। প্রবেশপথ সম্পূর্ণ আলাদা। মসজিদ আর-রাইয়ান, সুপারমার্কেট ও হিলসাইড এভিনিউ এর খুব কাছে। যোগাযোগ: **347-364-4944** বি-০৫-০৭

সেমি-বেসমেন্ট ভাড়া

ফ্রেশ মেডোসে সম্পূর্ণ নতুনভাবে রেনোভেটেড ২ বেডরুমের সেমি-বেসমেন্ট ভাড়া হবে। ফোন: **৭১৮-৪৪০-২৫১৪** নম্বরে কল করুন, অথবা টেক্সট দিন। বি-০৫-০৭

বাসা ভাড়া

হিলসাইড 'এফ' ট্রেন ১৭০ স্ট্রিট গ্রান্ড সেন্ট্রাল পার্কওয়ে সেন্ট জোন'স ইউনিভার্সিটি, জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের কাছে প্রাইভেট বাড়ির দ্বিতীয় তলায় ২ বেড, লিভিং, কিচেনসহ ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-২৫৯-২৯৫৪, ৩৪৭-২৫৫-৪৮৪৬ বি-৫২

বাসা ভাড়া হবে

জ্যামাইকা সাটফিন বুলেভার্ড প্রাইভেট হাউজের দ্বিতীয় তলা ভাড়া হবে। দুই বেডরুম ও একটি ছোট সিঙ্গেল রুম আছে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৬৫৯-৫৫৭২, ৩৪৭-৪৭৬-৬৫২৭ বি-০৫-০৭

বেসমেন্ট ভাড়া

আগামী ১ আগস্ট থেকে জ্যামাইকা হিলসাইড এভিনিউ এবং পারসন্স বুলেভার্ড 'এফ' ট্রেন সংলগ্ন ২ বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৬৫-৫৬৪৬, ৩৪৭-২৬৪-৭৩২২। বি-০৩-০৫

সেমি বেসমেন্ট ভাড়া হবে

হিলসাইড 'এফ' ট্রেন ১৭০ স্ট্রিট গ্রান্ড সেন্ট্রাল পার্কওয়ে সেন্ট জোন'স ইউনিভার্সিটি, জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের কাছে সেমি বেসমেন্টে ২ বেড, কিচেন, বাথরুম সহ ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-২৫৯-২৯৫৪, ৩৪৭-২৫৫-৪৮৪৬ বি-৫২

বেসমেন্ট ভাড়া হবে

জ্যামাইকা সাটফিন বুলেভার্ড, ইয়র্ক কলেজের পেছনে দুই বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৬৫৯-৫৫৭২, ৩৪৭-৪৭৬-৬৫২৭ বি-৫২-০২

বেসমেন্ট অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে সুন্দর ৩ বেডরুম, লিভিং রুম, কিচেন, ডাইনিং রুম, অতিরিক্ত রুম ওয়ান এন্ড হাফ বাথরুমসহ অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। ভাড়া ৩০০০ ডলার। ইউটিলিটি আলাদা। যোগাযোগ: ৯১৭-৬৮৬-২৮৭০ বি-০৬-০৮

বেসমেন্ট অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে সুন্দর পরিচ্ছন্ন, সম্পূর্ণভাবে রেনোভেটেড এক বেডরুমের বেসমেন্ট অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। ভাড়া ১৪৫০ ডলার। যোগাযোগ: ৯১৭-৬৮৬-২৮৭০ বি-৫২-০২

জ্যামাইকায় বাড়ি ভাড়া

জ্যামাইকায় ১৫৫ লিন্ডেন বুলেভার্ড, সাটফিনে ৩টি পৃথক রুম, একটি ফুল বাথ, ডাইনিং এর স্থান ও কিচেনসহ ২টি পৃথক রুম ভাড়া হবে। সকল ইউটিলিটিসহ মাসিক ভাড়া ২৩০০ ডলার। কাছেই কিউ ৬, কিউ ১১১, কিউ ১১৩, কিউ ১১৪ বাস স্টপেজ এবং 'ই', ও 'এফ' ট্রেন স্টেশন। আল-আনসার মসজিদ ও বাংলাদেশি গ্রোসারিও কাছাকাছি দূরত্বে। ভালো আয়ের কর্মজীবী ব্যক্তির কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। বর্ণিত বিবরণের ব্যক্তিগণ সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ১০টার মধ্যে **718-322-1488** ফোনে যোগাযোগ করতে পারেন। বি-৪৮-৫০

PLOT FOR SALE IN DHAKA

ঢাকা শহরের কেন্দ্রস্থলে কমলাপুর রেল ও মেট্রো স্টেশনের নিকটে বাসাবো-কদমতলা-রাজারবাগ মেইন রোডের পাশে ১৯৬৯ সালে খরিদকৃত অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং, কমিউনিটি সেন্টার, মেডিকেল ক্লিনিক ও শপিং সেন্টার নির্মাণের উপযোগী দেওয়াল ঘেরা সাড়ে ৮ কাঠার প্লট বিক্রয় হইবে। যোগাযোগ: মোহাম্মদ খান। ফোন: **917-365-1401**

বাসা ভাড়া

জ্যাকসন হাইটস সংলগ্ন (৩২ এভিনিউ ও ৮৭ স্ট্রিট) প্রাইভেট হাউজের দোতলার বাসা ভাড়া হবে। ১ বেডরুম,লিভিং রুম, কিচেন, বাথরুম নিয়ে গঠিত এ বাসা জুলাই মাস থেকে ভাড়া হবে।
যোগাযোগ-
917-848-4245
(কল করার সময়-বিকেল ৫টা থেকে রাত ১০টা)

জ্যামাইকায় কয়েকটি পৃথক রুম ভাড়া

জ্যামাইকার ১৫৫ লিন্ডেন বুলেভার্ডে ৩টি ও ৩টি পৃথক রুম, ১টি ফুল বাথরুম ও একটি ফুল কিচেন ও ডাইনিং রুম। মাসিক ভাড়া সকল ইউটিলিটিসহ ২৩০০ ডলার। Q111, Q113, Q114 evm Ges E / F train হাঁটা দূরত্বে। ভাড়া নিতে আগ্রহী কর্মজীবীদের ভালো আয় থাকা আবশ্যক। কাছেই আল আনসার মসজিদ ও বাংলাদেশি গ্রোসারি। বর্ণনা অনুযায়ী যোগ্য ব্যক্তিরা যোগাযোগ করতে পারেন। ফোন: ৭১৮-৩২২-১৪৮৮ (সকাল ১০টার মধ্যে রাত ১০টার ম ে ধ ্য) বি-০৪-০৬

Separate Rooms for Rent in Jamaica

155 Linden Blvd, Shutpin Jamaica, 3 separate rooms . 2 separate rooms with 1 full bath and 1 full kitchen room with dining place, monthly rent $2300. included all utilities. Q6, Q111, Q113, Q114 bus service than E / F train. Looking for good income and working person. Near Al Ansar Masjid and near Bangladeshi grocery store. If you are qualify than contact at 718-322-1488. Please Call between 10am to 10pm. বি-০৪-০৬

মহিলা কর্মী আবশ্যক

ম্যানহাটানে অবস্থিত স্বনামধন্য ব্যাগেল স্টোর "Broadnosh Bagel" এর বিভিন্ন লোকেশনে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন গ্রিলে এবং ডেলিতে কাজের জন্য পুরুষ কর্মী এবং ক্যাশিয়ার পদে মহিলা কর্মী আবশ্যক। যোগাযোগ: ফোন অথবা টেক্সট : **718-600-0923** বি-০৬-১১

ঢাকায় প্লট বিক্রয়

ঢাকা শহরের কেন্দ্রস্থলে কমলাপুর রেল ও মেট্রো স্টেশনের নিকটে বাসাবো কদমতলা-রাজারবাগ মেইন রোডের পাশে ১৯৬৯ সালে খরিদকৃত অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং, কমিউনিটি সেন্টার-মেডিকেল ক্লিনিক ও শপিং সেন্টার নির্মাণের উপযোগী দেয়াল ঘেরা সাড়ে ৮ কাঠার একটি প্লট বিক্রয় হবে। যোগাযোগ: মোহাম্মদ খান। ফোন: **01911-350494; Email: nazrul208165@gmail.com** বি-০৭-০৯

House for Rent

- Basement, 2bd, 1 bath, living 79th street & Northern Ave.
- 4bd, 1.5 bath, living, dining Queens Village.
- 3 bd, 1bath, living, 111th Street & 101 street Ave.
- 3bd, 1bath, living & dining. 89-11, 207th Street
- 3bd, 1bath, living, dining, Jamaica Estate.
- 3bd, 1bath living dining 174th Street & 111th Ave.
- 2bd, 1bath, living 2nd floor.
- 2bd, 2bath, living and floor. Close LIRR.
- 3bd, 1bath, big living-146-13, 105th Ave.
- 3bd, 2baths, living, dining, 1st floor+ Parking, 164-25, 109th Rd.
- Attic 1bd, 1bath living, 172nd Street & 90th Ave.
- Attic 2bd, 1bath big living, 85-56, 151st street.
- 3bd, 2bath, living, dining, 2nd floor, $3200, 164, 39, 108th Ave.
- 3bd, 2bath living, dining 1st & 2nd floor, 9486 218th Street. Rent $3100 plus bills
- 3bd, 1bath, living, dining, 1st floor, 177-47, 106 Ave.
- 2bd, 1bath, kitchen and 2nd floor+nice attic, 111-16, 173rd Street.
- 3bd, 1.5 bath living, dining. $3000+Utility
- 3bd, apartment, Jackson Heights, 82nd street & 34th Ave. Close 7 train
- Basement 2bd, 1 bath, living 151-14, 85th Ave..
- Semi basement 2bd, big Living, Parsons Blvd & Hillside Ave. $2000
- 3bd, 1 bath living 88-25 172nd steet.
- 1bd, 1 bath living, dining, 88-23, 171st street
- 3bd, 1bath, dining, 1st floor 104-31, 164th Road.
- 3bd, 1bath, big living 2nd floor, 177th Street, Liverty Ave.
- 1bd, 1bath, living, 1st floor 187th & 90th Ave.
- 3bd, 2 bath, dining, parking 176-11, 120th Ave. 3400+bills.
- Jackson Heights, 2bd, 1bath, living, dining, 78th Street & 32nd Ave.
- 2bd, 1 bath, big living, 150 St & Hillside Ave
- Duplex 3 bd 2bath living, dining, Merrick Blvd & 108th Ave, 2nd flr, 3rd flr 108-41 171 St, $3200 + Electric bill
- 1bd. 1bath, living 168th St & 84th Ave
- Ozone Park 3bd 1 bath, living
- 2bd, 1bath Attic 186th St & 90th Ave
- 2bd 1 bath, living, 3rd flr
- Astoria, 2bd Apartment, 21-28 35th St
- 3bd 2 bath living, dining, 2nd flr, 177the st & Liberty Ave
- Astoria 3bd 2bath, living dining, balcony, 35-29 34th St
- 2bd, 1 bath, living, Queens village

Contact:
Mohammad Salim Reza, Realtor
929-393-7331

১ সপ্তাহ ১০ ডলার
৩ সপ্তাহ ২০ ডলার

ক্লাসিফাইড

যোগাযোগ : ৭১৮-৫২৩-৬২৯৯, ফ্যাক্স : ৭১৮-২০৬-২৫৭৯
E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com

Office cum Account Assistant Wanted

Al-Mamoor School is accepting applications for an Office cum Account Assistant position. Please email your application and resume by July 17 to:

Mohsinpatwary51@gmail.com

B-05-07

Open House For Sale

New Jamaica two family house 8 bedroom, 5 bath rooms, finished basement, huge 5 car parking, huge 5000 sq. feet lot. Please call **Shahadat-917-593-9311**

New Hollis two family house. 5 bedrooms, 2 bath rooms, finished basement. 4000 Sq. feet lot. **Please call Shahadat-917-593-9311**

FHEPS, CITY FHEPS, Sec 8 or any program, we give 1 bed, 2 bed and 3 bedroom apartment. **Please call 917-593-9311**

we buy 1, 2, 3 family, house & business property and rent 1,2, and 3 bedroom apartment. **Please call 917-593-9311**

Saturday & Sunday 3-4pm
or call to see anytime.
Shahadat: 917-593-9311

WINZONE REALTY INC
Licensed Real Estate Broker

MEDICAL CLINIC FOR RENT IN JAMAICA HILLS

1500 Sqft Medical office/clinic, 7 exam rooms, 2 toilets and 5 storage/closets, ready to move in Near Jamaica Muslim Center at 168th Place and Highland Avenue, Jamaica.
For more Information Please call;
917-804-7381

B-08-11

Health Career Training & Licensing

EKG- Phlebotomy-Home Health Aide (HHA).
646-420-7156
(Dr .Masood, Instructor) .
718-297-1400 (Office), NYSCEINc@GMAIL.COM

কাজী অফিস

নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত কাজী

ইমিগ্রেশন ও সিটির ল' মুতাবিক ম্যারেজ সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। সহীহ ও সুন্নতী তরিকায় বিবাহ পড়ানো হয় এবং সাক্ষীর ব্যবস্থা করা হয়। সব সময় খোলা। ইংরেজী অথবা বাংলায় বিবাহ অনুষ্ঠান পরিচালনা হয়

Cell: 347-527-6438

ইমাম জুবাইর রাশিদ
ইমাম ও খতিব, পার্কচেষ্টার জামে মসজিদ

1203 Virginia Ave, Bronx, NY 10472
Email:abuljubayer@gmail.com

Multiple Award Winners

Thinking of Selling Your Home?

বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় অথবা ভাড়া যেকোন বিষয়ে যোগাযোগ করুন!

BUY-SELL-LEASE

Jashim Chowdhury
347-200-0567
২০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

- Free Market Analysis
- Professional Photography
- Shorter Days on Market
- Sell for Top Dollars

EXIT REALTY PRIME

JN REAL ESTATE DEVELOPMENT CORP.
All Real Estate Services
Buying • Selling • Construction • Development

189-10 Hillside Ave, Suite E
Hollis, NY 11423

Cell : 347-200-0567
Phone : 718-262-0205
Email : c21jashim@gmail.com

রেস্টুরেন্ট ও বাঙ্কোয়েট হল বিক্রয়

পাকিস্তানি, বাংলাদেশী ও ভারতীয়দের জন্য ব্যবসায়ের চমৎকার সুযোগ। কানেকটিকাটে বাস্কোয়েট হলসহ একটি চালু রেস্টুরেন্ট বিক্রয় হবে। বাস্কোয়েট হলে ২০০ লোকের বসার ব্যবস্থা রয়েছে। যোগাযোগ করুন: **মি: খলিল। ফোন: 917-560-5204**

বি-০৮-১১

খণ্ডকালীন চাকুরি আবশ্যক

একজন বয়স্ক লোকের জন্য খন্ডকালীন কাজ প্রয়োজন। বিদেশি মালিকানাধীন দোকান অথবা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে আগামী নভেম্বর ২০২৬ সময়ের মধ্যে। যোগাযোগ: মি. খান, ফোন ৩৪৭-৩৫৫-৫২৫০

বি-০৪-০৬

বাড়ী ক্রয় এ ইচ্ছুক

বাফেলো ইউনিভার্সিটির নর্থ ক্যাম্পাস নিকটসংলগ্ন আবাসিক এলাকায় বাড়ী কিনিতে ইচ্ছুক।
যোগাযোগ করুন
আহসান
৩৪৭-২১০-২৩৩৪

প্লট বিক্রয়

চট্টগ্রাম সিডিএ'র 'কল্পলোক' আবাসিক জি-ব্লক, ২.৫ কাঠা প্রকৃত ক্রেতাগণ যোগাযোগ করুন। বিকাল ৫টা থেকে রাত ৯টার মধ্যে। যোগাযোগ: **347-335-9887**

বি-১৪-১৬

বাড়ি বিক্রয়, বাসা ভাড়া

Short Sale এর জ্যামইকা, এস্টোরিয়ায় ২ ফ্যামেলি, ১ ফ্যামেলি বাড়ি বিক্রয় হবে। এছাড়া ৩ বেডরুম, ২ বেডরুম, ১ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। সব ধরণের সেকশন-৮, Fheps প্রোগ্রাম গ্রহণ করি। যোগাযোগ :
৯১৭-৫৯৩-৯৩১১

বসুন্ধরায় জমি বিক্রয়

ঢাকার বসুন্ধরায় বারিধারা প্রকল্পে এফ ব্লকে ৪ কাঠা জমি বিক্রয় করা হবে। যোগাযোগ: নাসের।
ফোন: ৯০১-৩৪০-৬৮৬২; ইমেইল: **naserllc@yahoo.com**

বি-২৪-২৭

OFFICE SPACE FOR RENT IN ISP BUILDING

AT
74TH ST, JACKSON HEIGHTS NY 11372
CALL : ISP AT:
718-426-2700
For further information.

পাত্র-পাত্রী চাই

17 Years Experience

আপনার স্বপ্নের জীবন সংগী/সংঙ্গিনী খুঁজে পাওয়ার জন্য একটি নির্ভরযোগ্য ম্যাচ মেকিং সার্ভিস। বাংলাদেশ, ইউএসএ, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসকারীদের সেবায় সদা নিয়োজিত।

যোগাযোগ:
JIBON SONGI
evergreenlife5001@gmail.com
farhanarayhan@yahoo.com
+1 (281)-912-7812
+1(713)-900-6023
অবস্থান: যুক্তরাষ্ট্র

CIVIL SERVICE – GOV JOBS!
ARE YOU IN JOB SEARCH?

Try a civil service job with federal/state/city gov; You may work from any locations in the US. We help for job applications and interview preparation.

Contact : K M Tarek FCA
email: kmtarekfca@gmail.com; Phone: 571-234-9648
Queens, NY-11432
বি-১৫-১৭

ইলেকট্রিক্যাল কাজ করি

সবধরনের ইলেকট্রিক্যাল কাজ এবং ফ্রিজ, এয়ার কন্ডিশনার মেরামত, পুরো বাড়ির ইলেকট্রিক্যাল কাজ দক্ষতার সাথে করে থাকি।
যোগাযোগ: মো. ওয়ালিউল্লাহ
ফোন: 929-636-6816

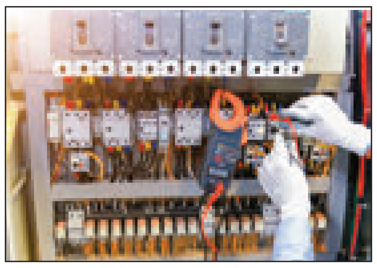

Health Career Training & Licensing
EKG- Phlebotomy - Home Health Aide (HHA).
646-420-7156
(Dr .Masood, Instructor) .
718-297-1400 (Office)
NYSCEINc@GMAIL.COM

হিলসাইড এভিনিউর পাশেই ১৬৮ স্ট্রিট ও লিবার্টিতে
L. ALLADIN LIVE POULTRY MARKET

حلال 100% HALAL

গরু, খাসি, ভেড়া, হাঁস-মোরগী, টার্কি হালালভাবে জবাই করে তাজা মাংস বিক্রি করা হয়।
কোরবানির অর্ডার নেয়া হয়

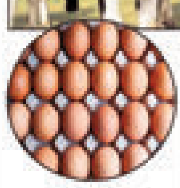

- 3 Red Fowl for $15
- Buy 10 white chicken get 1 Free
- Wednesday Buy 9 Fowl get 1 Free

গুণগতমান ও সেরা সেবা পেতে আজই আসুন
এল. আলাদিন লাইভ পোল্ট্রি মার্কেট
Hours of operation → Mon-Sat 7:00 am-6 pm
Sun-7:00 am-3 pm
Phone : 718-526-1422, Toll Free: 1-877-526-1422
168-25 Liberty Ave, Jamaica, NY 11433

Sagar CHINESE
Sagar Restaurant
168-25B, Hillside Ave., Jamaica, NY-11432
Tel: 718-298-5696, 718-657-2855
www.sagarfood.com

Jamaica Branch
87-47 Homelawn Street
(169 Street & Hillside Ave.)
Jamaica, NY-11432
Tel: 718-657-3333, 718-657-3334
www.sagarchinese.com

Bellerose Branch
252-05 Union Tpke
Bellerose, NY-11426
Tel: 718-343-4444, 718-343-4448
www.sagarchinese.com

ক্যাটারিং স্পেশালিষ্ট
Catering Special

Popular Package	Premium Package	Sagar Box Package
$13	$15	$6
Polao Rice, Chicken Roast, Beef Curry, Mix Vegetables, Shami kabab, Sweets, Salad.	Vegetable Pakora, Chicken Roll, Polao Rice, Chicken Roast, Beef Curry, Mix Vegetables, Shami kabab, Dessert (Sweets/Dodhi) Borhani, Salad.	Polao Rice, Chicken Roast, Shami Kabab, Laddu.

Wedding Package $28 Mixed Grill, Vegetable Roll, Crispy Fish, Polao Rice (Kalajeera), Karai Goat, Beef Rezala or Chicken Makhni, Chicken Roast, Mixed Vegetable, Naan, Chana Dal, Borhani, Raita, Chatni, Desi Style Salad, Desi Style Rasmalai, Any Sweets

BLOOMBERG CONSTRUCTION CO. INC.
37-15 73rd St, Jackson Heights, NY 11372
(718) 478-7000 ; (347) 652-9500
Call Mohammad for Free Estimate INSURED & WORK PERMIT

- Brick Pointing
- Water Proofing
- Lintel Replacement
- Parapet Wall Replacement
- All Kind of Cement Work
- Painting
- Plastering
- Carpenter
- Tiles, Wood Floor
- Sidewalk/Driveway

Electric Plumbing

অনুবাদ ইন্টারপ্রেটেশন ও কম্পোজ

বাংলা থেকে ইংরেজি ও ইংরেজি থেকে বাংলায় সাবলীল অনুবাদ, ইমিগ্রেশন অফিসসহ অন্যান্য সরকারি অফিসে ইন্টারপ্রেটেশন নির্ভুল বাংলা ও ইংরেজি কম্পোজের জন্য যোগাযোগ করুন।
News Net
85-59, 168st, Jamaica, NY 11432
Tel: 347-355-0731, Fax: 718-206-2579

বিনামূল্যে হেলথ ইস্যুরেন্স চান?

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক স্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান?
তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
আমরা আপনাকে হেলথ্‌ফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ্ কেয়ারসহ অন্যান্য ইস্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!
শেখ সিরাজ
বাংলাদেশ সেন্টার , 917-547-6832
Bangladesh Center inc
বি-২০-২২

UNIQUE TAX & MULTI SERVICES

- INCOME TAX & BUSINESS TAX
- IMMIGRATION HELP
- INDIVIDUAL TAX ID (ITIN)
- NOTARY AND MUCH MORE

IRS
- IRS ACCEPTANCE AGENT
- IRS E-FILE PROVIDER

ABDUR RASHID
B.S.S (Honors). M.S.S (Economics)
DHAKA UNIVERSITY

Cell: 718-736-4095
E-mail: rashidtax2@gmail.com

168-25 Hillside Avenue, 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
(সাগর রেষ্টুরেন্ট-এর উপরে)

Hillside Multi Services Inc.

হিলসাইড মাল্টি সার্ভিসেস ইন্‌ক

IRS e-file

Income Tax & Accounting
Immigration Help
Travel-Notary

Mohammed M. Alam
M.com (Managment), L.L.B
Notary Public

Tel: 718-480-3313
Cell: 917-600-4937

167-11 Hillside Ave, 2nd Floor, Jamaica, NY 11432

SHAHADAT HASAN
Licensed Realtor

House Sell

New Queens Village two family house 6 bedroom, 5 bath rooms, finished basement, huge 5 car parking, huge 4000 sq. feet lot. Please call **Shahadat-917-593-9311**

New Hollis two family house. 6 badrooms, 5 bath rooms, finishad basement. 4000 Sq. feet lot.
Please call Shahadat-917-593-9311

FHEPS, CITY FHEPS, Sec 8 or any program, we give 1 bed, 2 bed and 3 bedroom apartment.
Please call 917-593-9311

we buy 1, 2, 3 family, house & business property and rent 1,2, and 3 bedroom apartment. **Please call 917-593-9311**

WINZONE REALTY INC
Licensed Real Estate Broker

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন

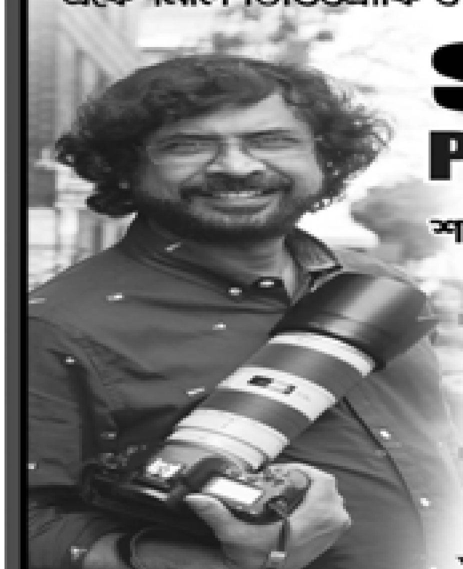

STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার
এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MIFPO
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

কাজী অফিস

সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত
কাজী ইমাম মাওলানা
আব্দুল মুকিত
পেশ ইমাম, দারুস সালাম
মসজিদ, জ্যামাইকা

148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435

বিবাহ পড়ানো,
মেরিজ সার্টিফিকেট
ও কাবিন নামা
প্রদান করা হয়।
পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের
জন্য যোগাযোগ করুনঃ

917-428-1519

উডসাইড কাজী অফিস

নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্টার্ড কাজী। এখানে সহীহ ও সুন্নতী তরিকায় বিবাহ পড়ানো হয়। যোগাযোগ: ইমাম হেলাল আহমেদ। ফোনঃ ৩৪৭-৭৬১-৭৩৯৮। ইমেইল:Helal.woodside@gmail.com বি-২৯-৪১।

মুসলিম কাজী অফিস

- কাজী, নিউইয়র্ক সিটি রেজিস্টার

Build a Community

American Muslim Center Inc.

৭১৮-৮৬৪-৭৭২৯, ৩৪৭-৫৭৫-১১১০

কোরআন শিক্ষা দেয়া হয়

বাংলা এবং ইংরেজী অর্থসহ ছহি শুদ্ধভাবে নুরানী ও ক্বারীয়ানা পদ্ধতিতে পবিত্র কোর-আন, নামাজ ও মাছলা মাছায়েল শিক্ষা দেয়া হয়। ৩০ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ক্বারী। বাসায় গিয়ে পড়ানো হয়। শিশু, কিশোর এবং বয়স্ক সকলের পড়তে পারবেন। দূরের স্টুডেন্টগণকে অনলাইনে পড়ানো হয়। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৭৯৭-০৬৫৮।

আরবী পড়াতে চাই

আপনার সন্তানকে যদি ছহীহ শুদ্ধভাবে (কোরআন) আরবী শিক্ষা দিতে চান তাহলে যোগাযোগ করুন]
হাফেজ মওলানা শামসুল আলম
৯২৯-২৪২-৪৬৯২

এক যুগেরও বেশি সময় ধরে বাড়ি কেনা-বেচার বিশ্বস্ত রিয়েলটর

WINZONE REALTY INC.
Licensed Real Estate Broker

Direct: 917-302-0443
Email: malimon10@gmail.com
Off: 81-15 Queens Blvd, 2Fl
Elmhurst, NY 11373
Tel: 718-899-7000 Fax: 718-899-2000
www.WinzoneRealty.com

Mohammad Ali
Licensed R. E. Salesperson

DARUL ULOOM NEW YORK
CORDIALLY INVITES YOU TO
HIFZ • QIRAT • BUKHARI KHATAM
GRADUATION
CEREMONY
CELEBRATING OUR HIFZ,ALIM,IFTAA &
HIGH SCHOOL GRADUATES
BOYS & GIRLS
SATURDAY
AUGUST 8, 2026
AFTER ASR 6:15 PM
DINNER WILL BE SERVED
SEPARATE ARRANGEMENTS FOR SISTERS
150 -15 HIILLSIDE AVE, JAMAICA, NY11432
PH. 718.523.9195
INFO@DUNY.US
WWW.DUNY.US

New York
Darul Uloom
Institute of Islamic Studies
CELEBRATING
HIFZ
GRADUATES
Congratulations to our 24 students who have completed their Hifz (memorization of Quran) and will be graduating this year
These students have shown immense dedication and perseverance in their studies. Let's come together as a community to celebrate their incredible achievement and encourage them as they move forward in their spiritual journey.
08 AUGUST 2026
Jalsa begins after Asr Salat
6:15 PM
Dinner will be served
Separate arrangements for sisters
www.duny.us
info@duny.us
718-523-9195
DarulUloomNY
150-11 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432

AGRA PALACE RESTAURANT & PARTY HALL
আগ্রা প্যালেস রেষ্টুরেন্ট এণ্ড পার্টি হল
কুইন্সের প্রাণকেন্দ্র E & F Train Subway সংলগ্ন। অত্যন্ত মনোরম পরিবেশে নিউইয়র্ক সিটির বাংলাদেশীয় মালিকানায় অভিজাত ও সৌন্দর্য মন্ডিত রেস্টুরেন্টে ও ব্যাংকুয়েট হল। আগ্রা প্যালেসে আপনাদের স্বাগতম
এখানে • গায়ে হলুদ • বিবাহ • এনগেজমেন্টস • সুইট সিক্সটিন • বেবি শাওয়ার • ফান্ড রেইজিং
বিভিন্ন ধরণের সভা, সেমিনার এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের স্যু-ব্যবস্থা করা হয়।
৫০-৪০০ পর্যন্ত বুকিং করে থাকি।
২টি ফ্লোরে দুটি পৃথক হল
Valet Parking-এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
আমরা ক্যাটারিং করে থাকি
১০০% হালাল ফুড পরিবেশন করে থাকি।
বাঙালি কমিউনিটির জন্য রয়েছে বিশ্ব মানের বাংলাদেশী শেফ
বুকিং ও বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
agraPalace
Restaurant & Party Hall
Contact: 718-261-8880, 929-521-2019 (ম্যানেজার)
Address: 116-33 Queens Blvd. Forest Hills, NY 11373
E-mail: agrapalacequeens@gmail.com web: agrapalaceNYC.com

1st AIDE HOME CARE INC

A licensed home care agency, NY

Dr. GeeCee Pat

DBA

SARAH HOME CARE

Dr. Shahjadi Parvin (Sarah)

PCA / HHA, NURSING NHTD.PCA CERTIFICATION
OPWDD & SPECIAL CHILD SERVICE

Best Quality in Home Care Services

Call: (718) 440 - 9207

Email:info@1staidehc.com

Counties Served

Bronx, Kings, New York, Queens, Richmond, Westchester, Nassau

Contracted Insurance (MLTC)

1. Elderplan Homefirst,
2. Healthfirst
3. Anthem BCBS
4. Elderserve (River-spring)
5. Senior whole Health
6. Village Care Max
7. Centerlight
8. Hamaspik Choice
9. OPWDD/CHHA

Also we provide Social Adult Day Care Servoces & Special Child Services

We Speak Bengali, English, Hindi
Urdu & Spanish

37-18 73rd St, Suite #401, Jackson Heights, NY-11372

Maa Foundation USA Inc.

A nonprofit organization 501 (c) (3) Approved

We are a Nonprofit Organization recognized as tax-exempt under section 501 (c)(3) of the Interrnal Revenue Code.

সিটির কমিউনিটি গ্রোসারিতে ৩০% ছাড়ের ঘোষণা মেয়র মামদানির

বাংলাদেশ ডেস্ক : নিউইয়র্ক সিটির বাসিন্দাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্যের ক্রমবর্ধমান ব্যয় কমাতে বড় উদ্যোগ নিয়েছে মেয়র জোহরান মামদানির প্রশাসন। সিটি পরিচালিত কমিউনিটি গ্রোসারি স্টোরগুলোতে চাল, ডাল, *(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)*

যুক্তরাষ্ট্রে ভোগ্যপণ্যের মূল্য বৃদ্ধিতে ৫০ বছরের রেকর্ড

বাংলাদেশ ডেস্ক : গত সাত বছরে যুক্তরাষ্ট্রে খাদ্যপণ্যের দাম ৩৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা গত অর্ধশতাব্দীর মধ্যে সবচেয়ে বড় মূল্যস্ফীতির *(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)*

ডিটেকটিভ দিদারুলের স্মরণসভায় মেয়র মামদানি

বাংলাদেশ ডেস্ক : নিউইয়র্কে কর্তব্যরত অবস্থায় নিহত বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত এনওয়াইপিডির ডিটেকটিভ ফার্স্ট গ্রেড দিদারুল ইসলামের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে *(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)*

নিউইয়র্কের স্কুলে রোবট শিক্ষক আনার পরিকল্পনায় ক্ষুব্ধ শিক্ষকেরা

দ্য গার্ডিয়ান : যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের সালামানকা হাইস্কুলে একটি পরীক্ষামূলক প্রকল্প শুরু করতে যাচ্ছে কর্তৃপক্ষ। এর আওতায় স্কুলটিতে একটি মানবসদৃশ (হিউম্যানয়েড) রোবট ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) এক শিক্ষক-সহকারী আনা হচ্ছে। স্কুলটি সেনেকা জাতিগোষ্ঠীর অ্যালেগেনি অঞ্চলে অবস্থিত। *(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)*

মঈন চৌধুরী ডেমোক্রেটিক পার্টির ডিস্ট্রিক্ট লিডার পুনঃনির্বাচিত

নিউইয়র্ক: যুক্তরাষ্ট্রের কুইন্স ডেমোক্রেটিক পার্টির ‘ডিস্ট্রিক্ট লিডার অ্যাট লার্জ’ পদে টানা ষষ্ঠবারের *(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)*

আমার বিচিত্র জীবন

কাজী জহিরুল ইসলাম

পর্ব- ১৯ : শুক্রবারে কবি জসীম উদদীন পরিষদের সাহিত্যসভা শেষে যখন বাড়ি ফিরছি তখন আমিনুল হক আনওয়ার বলেন, তোমার জন্য একটা সুখবর আছে। আমি ভেবেছি আজ *(বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)*

উল্লাপাড়া সোসাইটির বনভোজন সম্পন্ন

নিউইয়র্ক: গত ২৬ জুলাই নিউইয়র্কের গ্রেন আইল্যান্ড পার্কে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা ও স্বতঃস্ফুর্ত *(বাকি অংশ ৪০ পাতায়)*

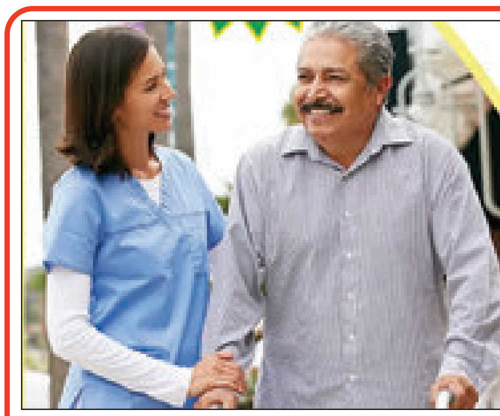

কমিউনিটি-ভিত্তিক সেবাদানে অনন্য প্রতিষ্ঠান ‘বেস্টকেয়ার’

বাংলাদেশ রিপোর্ট : বেস্টকেয়ার সেবাপ্রাপ্ত কমিউনিটির সদস্যদের মানসম্মত হোমকেয়ার বা গৃহভিত্তিক সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে একটি শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে আসছে ১৯৮১ সাল থেকে। বর্তমানে নিউইয়র্ক সিটির পাঁচটি বরো এবং নাসাউ, সাফোক ও ওয়েস্টচেস্টার কাউন্টি *(বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)*

বক্তব্য রাখছেন শাহ নেওয়াজ।

সাউথ এশিয়ান ইউনিটি প্যারেড ৯ আগস্ট

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): বাংলাদেশ সহ দক্ষিণ এশিয়ার ৭টি দেশের সমন্বয়ে নিউইয়র্কে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিতব্য সাউথ এশিয়ান ইউনিটি প্যারেড (এসএইউপি)-এর প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আগামী ৯ আগস্ট রোববার *(বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)*

শিকাগোতে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল বাংলাদেশি চিকিৎসকের

বাংলাদেশ ডেস্ক : শিকাগো শহরে এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ডা. অদিতি সাহা অনন্যা নামের এক বাংলাদেশি তরুণ চিকিৎসক। দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পূরণ করে চিকিৎসা পেশার *(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)*

অদিতি সাহা অনন্যা

বিশিষ্ট ব্যাংকার মহিউদ্দিন খানের ইন্তেকাল

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): টাঙ্গাইলের কালিহাতী উপজেলার পাইকরা নিবাসী বিশিষ্ট ব্যাংকার মহিউদ্দিন খানের (৪৬) ২৭ জুলাই সোমবার অপরাহ্নে ম্যানহাটনের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে ক্যান্সারে ভুগছিলেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া *(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)*

জুলাই শহীদদের স্মরণে নিউইয়র্কে বিভিন্ন কর্মসূচি

নিউইয়র্ক : ২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থানের দ্বিতীয় বার্ষিকী উপলক্ষে নিউইয়র্কে পৃথক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে এন-সিপি ডায়াসপোরা অ্যালায়েন্স ইউএসএ এবং মানবাধিকার *(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)*

ব্রাক্ষণবাড়িয়া কমিউনিটি অব নর্থ আমেরিকার বার্ষিক বনভোজন

নিউইয়র্ক : প্রবাসের অন্যতম সামাজিক সংগঠন হিসেবে পরিচিত ব্রাক্ষনবাড়িয়া কমিউনিটি অব *(বাকি অংশ ৪০ পাতায়)*

নিউইয়র্কে গুলিতে বাংলাদেশি ট্যাক্সি চালক আহত

বাংলাদেশ ডেস্ক : নিউইয়র্কে গুলিতে রুহুল আমিন নাসির নামের এক বাংলাদেশি ট্যাক্সি চালক গুলিবিদ্ধ *(বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)*

দ. আফ্রিকায় অগ্নিকাণ্ডে ছয় বাংলাদেশি মৃত্যু

ঢাকা : দক্ষিণ আফ্রিকার ইস্টার্ন কেপ প্রদেশের কুইন্সটাউন (কোমানি) শহরের একটি সুপারশপে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ছয় বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে পাঁচজন নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার বাসিন্দা। দক্ষিণ *(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)*

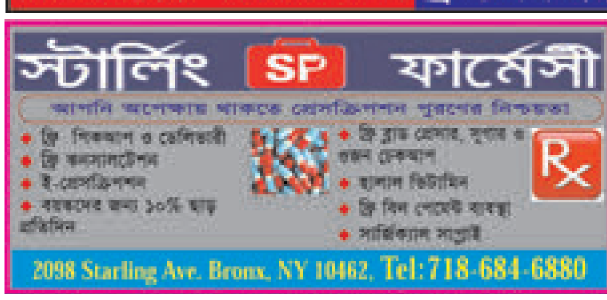

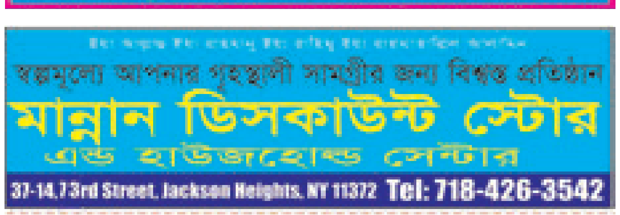

Published by News Bangladesh Inc. 86-47, 164th Street, #BH, Jamaica, NY 11432, Tel: 718-523-6299, 917-304-3912, Fax: 718-206-2579, E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com, Web: www.weeklybangladeshusa.com